ভূতপূর্ব্ব

'জাতীয় বিদ্যালয়ের',

কার্য্যী ও পরিচালক,

প্রদর্শক-সম্পাদক'

স্বদেশহিতৈষী

স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর

জীবন-চরিত।

১। "শ্রীহট্টের গৌরব" চরিতাবলী

রাধানাথ-চরিত।

অর্থাৎ

ভূতপূর্ব্ব "শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের"
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
'পরিদর্শক' সম্পাদক
স্বদেশহিতৈষী

স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবন-চরিত।

কলিকাতা,
২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৩	প্রকৃতি	প্রভৃতি
"	১৮	করিয়্ছিলেন	করিয়াছিলেন
৪	৯	শ্রীযুক্ত	স্বর্গীয়
১০	৯	শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যও	শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যও
১২	৫	গ্রাম	গ্রামে
২৭	১৮	দিয়াছিলেন	দিয়াছিল
"	২১	স্মৃতি ংংক্ষণ	স্মৃতিসংরক্ষণ
৩০	৩	অতান্ত	অত্যন্ত
৪৪	৮	সত্য জগতের	সভ্য জগতের
৭১	২১	পাপে	পারে
৮১	৬	ছাত্রের	ছাত্রেরা
১০৫	৮	প্রকৃতির	প্রভৃতির
১৩৩	৩	এতাদৃল	এতাদৃশ
"	৪	স্থূশ	স্থূল
১৬২	৯	আশ্রম	আশ্রয়
১০৯	৮	ক্ষসপর্থনে	পক্ষ সমর্থনে
১১৯	১২	পরিপার্শ্বস্থ	পথিপার্শ্বস্থ
১৫১	১১	জাতীর	জাতীয়



রাধানাথ চৌধুরী।

উৎসর্গ।

যাঁহার উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া
এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,
যিনি
এই গ্রন্থ সুলিখিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিবার জন্য
ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন,
যাঁহার উন্নত হৃদয়
স্বদেশে সুশিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নতি
সন্দর্শনের গভীর বাসনা গূঢ়ভাবে ধারণ করিত,
রাধানাথ চৌধুরীর সেই
অদ্বিতীয় শুভানুধ্যায়ী
মান্যবর

স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার

মহাশয়ের পবিত্র নামে
ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
এই গ্রন্থ
উৎসর্গ
করিলাম।

গ্রন্থকারের নিবেদন।



উপন্যাস-বহুল বঙ্গ সাহিত্যে জীবনচরিত গ্রন্থের সংখ্যা অতি কম। যাঁহাদের দ্বারা একটী দেশ বা জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে—নবতত্ত্বের উদ্ভাবন পূর্ব্বক যাঁহারা একটী দেশ বা জাতির পরিচালক ও পথপ্রদর্শক রূপে পূজিত হইয়াছেন; এই পর্য্যন্ত সেইরূপ অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন কতিপয় মহাপুরুষের জীবনী মাত্র বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহাদের প্রতিভা ও কার্য্যক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন—যাঁহাদের যশঃ-প্রভা কয়েকটী জিলা বা একটা প্রদেশ মধ্যে সীমাবদ্ধ—বাঙ্গালায় তাঁহাদের জীবনচরিত রচনার উদ্যম এখনও নূতন। সুতরাং শ্রীহট্টের খ্যাতনামা পুরুষদিগের জীবনচরিত প্রকাশে আমাদিগের এই প্রয়াস বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত কি উপেক্ষিত হইবে, তাহা এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ।

দেশনায়কদিগের জীবন কথার ন্যায়—দলপতি বা সমাজপতিদের জীবন কথা ও আলোচিত হওয়া

আবশ্যক। কারণ দলপতি বা সমাজপতিদের মধ্যে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন পুরুষেরাই দেশপতিত্বে বরিত হইয়া থাকেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া স্বজাতির গৌরববর্দ্ধন ও বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সমাদর ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহারা স্ব স্ব চরিত্রের পুণ্য প্রভায় বঙ্গের এক এক অংশ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সকল পুণ্য জ্যোতির প্রকাশে বঙ্গের চিরান্ধকার অপনীত হওয়ায় জাতীয় জীবন-সূর্য্যের উদয় লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে!

স্বদেশের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে রাধানাথ চৌধুরীকে চিরতৎপর দেখিয়া গভীর শ্রদ্ধা সহকারে আমি তদীয় জীবনচরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। শ্রীহট্টের অদ্বিতীয় সাধক কবি রামকুমার নন্দী মজুমদারের মধুর চরিত্রও আমার তদনুরূপ উৎসাহের উদ্দীপন করিয়াছিল। আমার লিখিত এই উভয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অনেকেই ঐ গুলির প্রচারে আমাকে সমুৎসাহিত করেন। যাঁহার উদ্যোগে ইতিপূর্ব্বে "শ্রীহট্টের গৌরব" চিত্রাবলী ও "শ্রীহট্টের গৌরব" স্মৃতি ফলকাবলীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা শ্রীহট্টবাসিগণ স্বদেশীয় স্বনামধন্য

পুরুষদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীহট্ট-জননীর সেই মাতৃবৎসল সন্তান মদ্রচিত চরিত গ্রন্থগুলি "শ্রীহট্টের গৌরব"-চরিতাবলী এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীহট্টের অন্যান্য যে সকল খ্যাতনামা পুরুষ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির পথে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় নাম নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের জীবনীও এই চরিতাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

রাধানাথ চৌধুরীর সমসাময়িক কেহ তাঁহার জীবনী রচনা করিলে উহা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, এই গ্রন্থ সেইরূপ হইয়াছে, এমন আশা করিতে পারি না। রাধানাথ চৌধুরীর কর্ম্মস্থান হইতে কর্ম্মব্যপদেশে দূরে অবস্থিত হইয়া আমাকে প্রধানতঃ চিঠি পত্র লিখিয়া এই জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে আমি রাধানাথ চৌধুরীর সমসাময়িক অনেকের নিকট এক মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করিয়া যিনি যাহা জানেন, লিখিয়া দিতে প্রার্থনা করি। রাধানাথ-স্মৃতি শ্রীহট্টবাসীদের হৃদয়ে এরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে, আমাকে সাহিত্য-সংসারে অপ্রথিতনামা জানিয়াও কেহই আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। এই পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ তিন শতা-

ধিক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ঐ সকল পত্রের অধিকাংশ যাঁহার হস্তলিখিত, সর্ব্বাগ্রে আমার সেই চির-নিষ্ঠ সুহৃদুত্তম ও সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র চৌধুরী বি-এ মহোদয়ের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তৎপ্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ত্তব্য। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম-সম্ভূত উপাদান রাশিতে এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার অনতিক্রমনীয় পটুতা দেখিয়া কত বার মনে করিয়াছি, এই গ্রন্থ রচনার ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত ছিল। অন্যান্য পত্র লেখকদিগের মধ্যে অনেকেরই নাম তাঁহাদের প্রদত্ত উপকরণ ব্যবহার কালে গ্রন্থমধ্যে উল্লি-খিত হইয়াছে। যাঁহাদের নাম উল্লেখ করি নাই, অথচ যাঁহাদের পত্র লিখিত বিষয় গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট ও এই স্থলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধনের জন্য আমি দুই-বার শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। শেষ বারে রাধানাথ চৌধুরীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিজনবর্গ ও গ্রামবাসী-দের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হই। পাণ্ডুলিপি লইয়া আমি যখনই যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই স্থানেই নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। পরম শ্রদ্ধা-

স্পদ শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও পাণ্ডুলিপি শ্রবণের জন্য প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা উপবিষ্ট হইয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের লিখিত বিবরণীর অধিকাংশই তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। হস্তলিখিত প্রকাণ্ড খাতাটী স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি রাধানাথ চরিত রচনা বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ দেন। রাধানাথ চৌধুরীর নাম মাত্র শ্রবণে তাঁহার ন্যায় উৎফুল্লচিত্ত হইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। এই গ্রন্থ সমাপ্ত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে মুদ্রিত দেখিতে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জনাদি সত্বর সম্পাদন করিতে আমাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অকালে ইহলোক ত্যাগের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে পাণ্ডুলিপি বহুকাল ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। সর্ব্ব প্রকার লিপি-দোষ পরিহার করিয়া তিনি যেরূপ সমাদরে এই গ্রন্থ গ্রহণ করিতেন, অন্যত্র সেরূপ আদরের সম্ভাবনা নাই। এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পবিত্র নাম সংযুক্ত

করিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম। এতদ্ব্যতীত তৎপ্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশের এখন আর অন্যতর উপায় নাই।

রাধানাথ চৌধুরীর সংস্পৃষ্ট ঘটনাবলী শ্রীহট্টে এরূপ অতিরঞ্জিত আকারে শুনা যায় যে অনেক সময় তাহা তদ্রূপ লিপিবদ্ধ করিতে ইতঃস্ততঃ করিতে হয়। তিনি অনেক উদ্ধত স্বভাব ব্যক্তির ঔদ্ধত্য দমন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগকে ক্ষুদ্র কীটাণুকীট মনে করিয়া যাঁহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন এবং ইহাদিগকে পদদলিত করিয়া সুখানুভব করিতে ইচ্ছা করেন, রাধানাথ চৌধুরী সিংহের ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন। ঐরূপ অনেক ঘটনা মুখে মুখে প্রচারিত ও বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া অধুনা এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে বিভিন্ন লোকের মুখে একই ঘটনার বিভিন্ন রূপ বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়। ঐ সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য সাধনপূর্ব্বক প্রকাশ করা বিপজ্জনক মনে করিয়া কয়েকটী ঘটনা একবারে পরিত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু আশা করি, তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না।

রাধানাথ চৌধুরীর জীবনের সায়াহ্নে তৎসহ পরিচিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অতি অল্পাংশ সম্বন্ধেই

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। এইজন্যও উপযুক্ত অনুসন্ধান ব্যপদেশে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। তথাপি সংগ্রহযোগ্য অনেক বিষয় আমার অজ্ঞাত রহিয়াছে এবং যাহা সংগৃহীত হইয়াছে—তাহাও ভ্রম-প্রমাদ পরিশূন্য হয় নাই। স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় তাঁহার খুল্লতাত শ্রীহট্ট কালেক্টরির মহাফেজ কান্তনাথ সোমের বাটীতে থাকিয়া শ্রীহট্ট মিশন স্কুলে অধ্যয়ন করেন। রেভারেণ্ড প্রাইজ তাঁহার পঠদ্দশায় কোনও রূপ অর্থ সাহায্য করেন নাই। সোম মহাশয়ের সংক্রান্ত অংশ মুদ্রিত হওয়ার পর আমি ঐ বিষয় জ্ঞাত হই। সুতরাং এই স্থানেই ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। অন্যত্র কোনও ভ্রমপ্রমাদ বা অপূর্ণতা দৃষ্টিগোচর করিয়া কেহ আমাকে জানাইলে পাঠকদিগের কৃপাদৃষ্টিপাতে যদি এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রাঙ্কন আবশ্যক হয়, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উহা সংশোধন করিব।

গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত ও সুখপাঠ্য করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থের আদ্যাপান্ত যত্ন পূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাঁ বি-এল উকীল মহাশয় নানা কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রুফ সংশোধনে সহায়তা

করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে ভূতপূর্ব্ব জাতীয় বিদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষক—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সেন মহোদয়—এই গ্রন্থ প্রকাশে সতত উৎসাহ বাক্য প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমার অন্যতম সহাধ্যায়ী রাধানাথ চৌধুরীর জামাতা শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ভট্টাচার্য্য উকীল মহাশয় এই গ্রন্থের পরিপুষ্টি সাধনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থ রচনায় আমাকে অনেকেই আশাতিরিক্ত সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছেন, গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা নিরাশ না হইলেই শ্রম সফল মনে করিব।

বিষয়-সূচী

তৃতীয় অধ্যায়—ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও বঙ্গের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়।

চতুর্থ অধ্যায় —শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও রাধানাথ চৌধুরীর কর্ম্মক্ষেত্র।

পঞ্চম অধ্যায়—'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'পরিদর্শকের' ভার গ্রহণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—শিক্ষকতা।

সপ্তম অধ্যায়—'পরিদর্শক' সম্পাদন।

অষ্টম অধ্যায়—দেশহিতৈষণা।

নবম অধ্যায়, জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিও স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণোদ্যোগ।

রাধানাথ-চরিত

অবতরণিকা।

শ্রীহট্ট "জাতীয়-বিদ্যালয়ের" (The National Institution) পরিচালক ও "পরিদর্শক"-সম্পাদক ৺রাধানাথ চৌধুরীর অকালমৃত্যুতে * শ্রীহট্টে একটী সার্ব্বজনীন শোকের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল। ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ জলনিধির ন্যায় শ্রীহট্টের বিশাল ছাত্র-সমাজ সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসিগণ স্বদেশের ভাগ্যাকাশ হইতে অকস্মাৎ একটী তেজঃপূর্ণ নক্ষত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ধনী, কি নির্ধন, সকল শ্রেণীর লোকেরা সমভাবে রাধানাথ চৌধুরীর বিয়োগে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে শোকপ্রকাশার্থ শ্রীহট্টে এক সাধারণ সভা আহূত হইলে পর,

* ১৮৯২ খ্রীঃ, ২০শে আগষ্ট।

"জাতীয়-বিদ্যালয়" ও তৎসংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

"শোকে কাঁদিছে আজ নগরী।
বিষাদ আঁধারে দেশ ফেলিল ঘেরি।"

এইরূপ সকরুণ সঙ্গীতে সেই মহতী সভার গভীর শোকাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সঙ্গীতটী শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস অতি সুললিত কাতরকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন। এই গানের সময় তিনি নিজে এবং উপস্থিত অনেকে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াছিলেন এবং বন্ধুবর জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্বর্ত্তী করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি উপনগরেও শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং ঐ সকল সভায় বহুলোক শোকার্ত্তচিত্তে যোগদান করিয়াছিলেন। দূরবর্ত্তী শিলচর, শিলং, ঢাকা ও কলিকাতা প্রভৃতি নগর ও মহানগরীতে স্বর্গীয় মহাত্মার পরিচিত বন্ধুগণ প্রকাশ্য সভা সমিতির আহ্বান করিয়া গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিয়ছিলেন। ঐ সকল সভায় প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত মন্তব্য ও রাশি রাশি শোকপ্রকাশক পত্রাদিতে কতিপয় সংখ্যক "পরিদর্শকের" কলেবর পূর্ণ হইয়াছিল। সংবাদ পত্রে ও পৃথক্ পুস্তকাকারে স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বহুতর আক্ষেপপূর্ণ

মন্তব্য ও কবিতাদি প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট-শোকসভার সভাপতি স্বরূপে মাননীয় রেভারেণ্ড জে, পি, জোনস্ মহোদয় বলিয়াছিলেন—"রাধানাথ বাবুর মৃত্যু আমার আত্মীয়ের বিয়োগ বলিয়া অনুভূত হইতেছে।" ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত "শোক-লহরী" শীর্ষক কবিতার রচয়িতা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাশয় রাধানাথ চৌধুরীর উদ্দেশ্যে অশ্রুমোচন করিতে করিতে লিখিয়াছিলেন :—

"কাঁদাইয়া মাতৃভূমি কোথা গেলে ভাই,
শ্রীহট্ট তোমার তরে কাঁদিয়া আকুল।
দেশের অমূল্যরত্ন আর দুটী নাই,
ক্ষণজন্মা পুত্র তুমি রেখেছিলে কুল।"

শ্রীহট্ট শোকসভার প্রারম্ভ-সঙ্গীত-রচয়িতা করুণকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

"বলবান তেজীয়ান, ছিল যে সুসন্তান,
অকালে করালে তাঁরে নিল যে হরি।"

এই সহৃদয় সঙ্গীতকার * শ্রীহট্ট শোকসভার করুণ রসাপ্লুত উপসংহার সঙ্গীতটীতে নিম্নোদ্ধৃত শোকাবহ পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন :—

* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী বি-এ, বি-এল, মুনসেফ।

"প্রশান্ত মুরতি তাঁর প্রীতি দয়ার আধার,
আর না ভাসিব সুখে হেরি পুনঃ এ সংসারে।
তাঁর সে উদারনীতি, সদাচার, সাধুমতি,
অদম্য উৎসাহ, আর রতি পর উপকারে ;
সাহস, স্বদেশ-সেবা, কিবা বালবৃদ্ধ যুবা
যাহে মোহিত সকলে চিরতরে ডুবিল রে !"

'পরিদর্শকে' যে সকল শোক-প্রকাশক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আবেগময় পত্রখানি (১) এইরূপ :—

"——আমার হৃদয়ে যে কি হইতেছে, তাহা ব্যক্ত করিতে মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, লেখনী কম্পিত হইতেছে এবং অশ্রুপাতে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইতেছে !

রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুরূপ শোকসংবাদ তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি কেবল আমারই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন না ; শ্রীহট্টের সমগ্র ছাত্রমণ্ডলী এবং আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে প্রিয়তম সুহৃৎ মনে করিত।

তাঁহাকে হারাইয়া অন্তরে যে কি এক গভীর শোক যাতনা অনুভব করিতেছি, তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁহার অপ্রতিহত অধ্যবসায়, সুদৃঢ় অকুতোভয়তা, পরহিতৈষণা, অনন্যসুলভ সত্যানুরাগ এবং অবিচলিত চরিত্রবল তদীয় বন্ধুবর্গের চিত্তপটে তাঁহার চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই।"

আসাম সেক্রেটেরিয়েটের তদানীন্তন সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় সাহেব প্রকাশচন্দ্র দেব মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় যে দীর্ঘ পত্রখানি (১) লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম এই ঃ—

"রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যু সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। তিনি শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে স্বীয় জন্মভূমির বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত উদ্যম ও উৎসাহে 'পরিদর্শক' এবং 'জাতীয়-বিদ্যালয়' এতাবৎকাল জীবিত থাকিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছে। লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতিরূপে তিনি করিমগঞ্জ অঞ্চলের অশেষ কল্যাণ-চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে পারেন, বোধ হয়, এরূপ আর কেহই নাই!"

এইরূপ রাশি রাশি পত্রে পরলোকগত মহাত্মার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোকাবেগ পরিব্যক্ত হইয়াছিল। লাতু স্কুলের চিন্তাশীল হেড পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছিলেন ঃ—

"যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা নক্ষত্রগণের, বিকশিত পঙ্কজের দ্বারা সরোবরের এবং প্রস্ফুটিত কুসুমদামের দ্বারা বাগানের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে,—সেইরূপ যে মহাপুরুষের দ্বারা আমাদের (শ্রীহট্টবাসীর) দিন দিন শোভা বর্দ্ধিত অর্থাৎ মুখোজ্জ্বল হইতেছিল এবং ভবিষ্যতে আরও হইবার আশা ছিল, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আপনাদের (পরিবারস্থ লোকের) কথা দূরে থাকুক, সমস্ত শ্রীহট্টবাসী, এমন কি, যিনি এক

দিবস ঐ মহাত্মার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তিনিও শোকে একান্ত অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। যে মহাপুরুষের জীবন সাধারণের উপকারার্থেই ব্যয়িত হইয়াছে, তাঁহার জন্য কি সর্ব্বসাধারণ শোক প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে? ইত্যাদি।"

সংসারে সকলের মৃত্যুতে এরূপ দেশময় শোক-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় না। রাধানাথ চৌধুরী অতি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। কি গুণে তিনি এই অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন? কি কারণে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশ-ময় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল? কিরূপ প্রতিভার বিকাশ দ্বারা তিনি "ক্ষণজন্মা" পুরুষরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন? কি কি কার্য্য করিয়া তিনি স্বদেশের "বলবান তেজীয়ান সুসন্তান" রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন? ইহা বুঝিবার ও যথাসাধ্য বুঝাইবার জন্যই আমরা এই "রাধানাথ-চরিতের" অবতারণা করিতেছি।

স্বদেশের স্নেহ-ভিখারী কবিকুল-রবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদা কলকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

"ধন্য সেই নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

রাধানাথ চৌধুরী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলে পর স্বদেশ-বাসীর মনোমন্দিরে যে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। এই "রাধানাথ-চরিতে"

যদি কিছু বুঝাইবার জিনিষ না থাকে, তবে দোষ রাধা নাথ চৌধুরীর নহে—আমাদের। রাধানাথ চৌধুরীর সমসাময়িক ও তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই হস্তে "রাধানাথ-চরিত" সমর্পিত হইবে। "রাধানাথ-চরিতে" রাধানাথের অনুষ্ঠিত সুমহৎ দেশসেবাব্রত যথাযথ চিত্রিত হইল কিনা, সেই বিষয়ের বিচার ভার তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত রহিল।

আর একটী কথা। "রাধানাথ-চরিত" শুধু রাধানাথ চৌধুরীর পরিচিত বন্ধু বান্ধব ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদিগের পাঠের উদ্দেশ্যেই রচিত হয় নাই। লোকহিত-ব্রতে যিনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন, লোক সমাজে তাঁহার পুণ্যময় জীবন-গাথার সমাদর আছে। রাধানাথ চৌধুরীর সহাধ্যায়ী আসাম সেক্রেটেরিয়েটের হেড এসিষ্টাণ্ট (সম্প্রতি একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর) শ্রীযুক্ত অভয়াশঙ্কর গুহ মহাশয় স্বীয় প্রিয় সুহৃদের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত পত্রের (১) একাংশে বলিয়াছিলেন :—

"—রাধানাথ চৌধুরীর অনুদ্ধত নির্ভীক জীবন (modest fear-less life) অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য আদর্শ-স্বরূপ; কারণ স্বদেশ-সেবা ব্যতীত মহত্তর কর্ত্তব্য আর কি হইতে পারে?"

(১) মূল পত্রগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

"রাধানাথ-চরিত" সঙ্কলনের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ ও তৎসম্পাদনের বিপুল শ্রমভার বহন কালে এই কথাটী পুনঃ পুনঃ আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছিল।



রাধানাথ-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীহট্ট জিলার মহকুমা করিমগঞ্জের অন্তর্গত আগিয়ারাম পরগণার কাকুরা গ্রাম স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জন্মস্থান। কাকুরা গ্রামটী শ্রীহট্টনগর হইতে অনুমান দ্বাবিংশ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে সুরমা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। কাকুরা ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলিতে বহু ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকের বসতি আছে। কাকুরার ব্রাহ্মণ 'চৌধুরী'-বংশে রাধানাথ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট জিলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উন্নতিশীলতা ও প্রতিপত্তির কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম হণ্টরও তৎসঙ্কলিত ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। (১) খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টবাসী

(১) শ্রীহট্টে বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত কৌলীণ্য প্রথার অপ্রচলন দেখিয়া সার উইলিয়াম অনুমান করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন। বলা বাহুল্য শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁহার এই অবমাননাকর কল্পিত মত অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। "বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাসের—ব্রাহ্মণকাণ্ডে" শ্রীহট্টের বৈদিক-শ্রেণী বলিয়া ইঁহাদের স্বতন্ত্র বিবরণী সঙ্কলিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা যে জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার নানা ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাকুরার সন্নিহিত ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতামহ বংশের অধিবাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারুময়ী মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রা ও বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কথিত আছে শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যও শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রালোচনার জন্য নবদ্বীপে এতঅধিক সংখ্যক শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ সন্তানের সমাবেশ হইয়াছিল যে, মহানগরী নবদ্বীপের কিয়দংশ শ্রীহট্টবাসীদের পল্লী বলিয়া অভিহিত হইত। এই সকল ব্রাহ্মণ সন্তানের মধ্যে শাস্ত্রানুশীলনে অনেকের বিশিষ্টতার বিষয় নানা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কুশাগ্র-বুদ্ধি রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। (১)

রাধানাথ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ পাণ্ডিত্য-গৌরবে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ শুনা যায় না। ইহার কারণ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের কৌলিক

---

(১) 'নব্যভারত' ১৩১৫ সাল অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "স্মার্ত্তরঘুনন্দন—জন্মস্থান বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উপাধি দ্বারাই সূচিত হইতেছে। সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারিগণই শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'চৌধুরী' আখ্যা ধারণ করিতে পারেন। কাকুরার চৌধুরীগণ বাগ্দেবীর আরাধনা অপেক্ষা কমলার কৃপালাভেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর প্রপিতামহ কৃষ্ণজীবন রায়চৌধুরী একজন সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী মিরাসদার রূপে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার প্রভুত্বপ্রিয়তা ও পরাক্রমের কথা অদ্যাপি অনেকের মুখে শুনা যায়। তাঁহার পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বিষয়বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত ইহাঁদের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি ঘটে। দেবীপ্রসাদ সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ডে অপরিমিত ব্যয় করিতেন। তাঁহার পিতা যেরূপ সঞ্চয়শীল ও মিতব্যয়ী ছিলেন, তিনি তেমনি উপার্জ্জনবিমুখ ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তিনি জীবদ্দশাতেই পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করেন। তিনি লোকান্তরিত হইলে পর তৎপুত্র গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী ঋণ শোধের জন্য আরও কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। উপর্য্যুপরি এইরূপ বিক্রয়ের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিল তাহারই আয় দ্বারা বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইত। রাধানাথ চৌধুরী গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ষষ্ঠ সন্তান। যে সময় তাঁহার জন্ম হয় সে সময় গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সাংসারিক সচ্ছলতা ছিল না। রাধানাথ চৌধুরী উন্নতিশীল

সমাজে ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু সঙ্গতিপন্ন পিতার অর্থে সম্বর্দ্ধিত হইতে পারেন নাই।

রাধানাথ চৌধুরীর পিতৃকুলের ন্যায় মাতৃকুলও মধ্যবিত্ত অবস্থার ভূম্যধিকারী ছিলেন। কাকুরার অনতিদূরবর্ত্তী ছলিয়া গ্রাম উহাদের বাস। রাধানাথ চৌধুরীর মাতামহ চণ্ডীচরণ চৌধুরী অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী সর্ব্বাণী দেবীর সদাচার ও সাধুতার বিষয় এখনও লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। রাধানাথ স্বীয় জননীর যে সমস্ত মহৎ গুণাবলী লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক গুলির মূল এই সদনুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণদম্পতি। রাধানাথ-জননী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া পতিকুলে প্রবেশ মাত্র বহুলোকের জন্য রন্ধনাদি গৃহকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হয়। তখন বয়স অল্প হইলেও তিনি গৃহকার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বংশানুক্রমিক প্রকৃতির সরলতা ও চরিত্রের মধুরতার সহিত প্রবীণা গৃহিণীজনোচিত শ্রমশীলতা প্রকাশ করিয়া তিনি অনতিকাল মধ্যে সকলেরই প্রশংসনীয়া হইয়া উঠেন। তিনি যাহা রাঁধিতেন তাহাই 'অমৃত তুল্য' হইত এই কথা এই বৃহৎ পরিবারের সকলেই সাগ্রহে উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরিণত বয়সে তিনি সূতিকা রোগে আক্রান্ত হন। এই কঠিন রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহাকে পরিজন-

দিগের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ততার সহিত গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইতে দেখা গিয়াছে। পর দুঃখের তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ের অমূল্য আভরণস্বরূপ ছিল। স্বার্থপরতা কি, তিনি তাহা জানিতেন না। প্রতিবেশী বালক বালিকা এবং আপন সন্তানে তাঁহার ইতর বিশেষ ছিল না। তাঁহার আত্মহারা শিশুবাৎসল্য ও পরিজনপ্রীতি প্রবলতর রূপে রাধনাথ-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া দেশবাৎসল্যে পরিণত হইয়াছিল। রাধানাথ আপনা ভুলিয়া হৃদয়ের বিপুল স্নেহরাশি সংসারের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন—অপরের দুঃখ কষ্টের নিকট তিনি আত্মসুখ বলি দিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মত্যাগময় জীবনের বিষয় স্মরণ করিলে রাধানাথ-জননীর আত্মোৎসর্গের মূর্ত্তিমতী মাতৃমূর্ত্তিটী মনে পড়ে।

রাধানাথ-জনক গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীও অতি সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ও দেবসেবাপরায়ণ লোক বিরল। প্রাত্যহিক পূজা অর্চ্চনা না করিয়া তিনি জলগ্রহণও করিতেন না। নানা অভাব ও অনটনের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তিনি স্বার্থান্ধ ও বিষয়লোলুপ হইয়া উঠেন নাই। পরোপকার সাধনে তাঁহার দক্ষিণহস্ত সতত উন্মুক্ত ছিল। পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত—বিপন্নের কাতরোক্তিতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল

হইত। শুনা যায় একটি নিঃসম্পর্কীয় ব্রাহ্মণ বালকের পিতৃশ্রাদ্ধের উপায় বিধান জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে সাহায্যভিক্ষা করিয়া তিনি আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরদুঃখকাতরতার ঐরূপ আরও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রাধানাথের প্রবল পরহিতৈষণার প্রবৃত্তিটি পিতৃ-প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া অনেকেই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আটটী পুত্রসন্তান লাভ করেন। ইহাঁদের নাম জ্যেষ্ঠানুক্রমে (১) হরধন (২) গোপালকৃষ্ণ (৩) গোলোক চন্দ্র (৪) জয়ধন (৫) দীননাথ (৬) রাধানাথ (৭) পার্ব্বতী চরণ (৮) চন্দ্রনাথ। হরধন ও জয়ধন শৈশবেই গতায়ু হন। গোপালকৃষ্ণ রায়চৌধুরী কিছুকাল শিলচরে বক্তার কার্য্য করেন, পরে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া বহুকাল কাছাড় জিলার অন্তর্গত ভরাখাই চা বাগানের 'বড় বাবুর' কার্য্য করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। দীননাথ চৌধুরীর বাল্য জীবনে আশাতীত উন্নতিশীলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দীর্ঘায়ুঃ হন নাই। পার্ব্বতীচরণ রায়চৌধুরী বি-এ বি-এল স্বীয় সহোদরদিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী হইয়াছিলেন। কলেজ ত্যাগের পরেই তিনি সদাশয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক

সবডিপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া আসামে প্রেরিত হন। তথাকার জল বায়ু অসহ্য হওয়ায় শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসেন এবং উকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি বলিতেন, রাধানাথ চৌধুরীর স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্যই তিনি চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। সম্প্রতি গৌর প্রসাদ রায়চৌধুরীর দুই পুত্র মাত্র বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র রায়চৌধুরী কয়েকটী চা-বাগানে কেরাণীর কার্য্য করিয়াছিলেন। অধুনা সম্পত্তির তত্ত্বাবধানজন্য গৃহেই অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী শিলং নগরে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাধানাথ চৌধুরীর জন্ম সময়ে গৌর প্রসাদ রায়চৌধুরীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। অসচ্ছলতা নিবন্ধন তিনি সংসার-চিন্তায় অতি বিব্রত ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। সেই সময় ইংরাজী শিক্ষার ক্ষীণ জ্যোতিঃ শ্রীহট্টে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছিল। রাজকীয় কার্য্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া অথবা উকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনেকেই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। সুতরাং পুত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দান করিয়া উপার্জ্জনক্ষম করাই গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর লক্ষ্য ছিল এবং রাধানাথের জীবন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-

দের ন্যায় ঐরূপে গঠিত করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীঃ রাধানাথ চৌধুরীর জন্ম হয়। বর্দ্ধচাল পরগণার অন্তঃপাতী সিঙ্গুর গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামশরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় * রাধানাথের একখানি সংক্ষিপ্ত জাত-পত্র প্রস্তুত করেন। শুনা যায়, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনা করিয়া বলেন যে, এই শিশু রাজ লক্ষণ যুক্ত। এই হেতু তিনি জাতপত্রে শিশুর "অবনীধর" এই নাম লিখিয়া দেন। শুভাদৃষ্ট সূচক নামে সন্তানকে আহ্বান করিতে পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনেরা স্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ করেন। এই হেতু

---

* রামশরণ বিদ্যাবাগীশ অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তি ছিলেন। লোকে, তিনি সিদ্ধ পুরুষ ও ত্রিকালজ্ঞ, এরূপ বিশ্বাস করিত। তাঁহার একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে, শুনিয়াছি। দুঃখের বিষয়, ঐ গ্রন্থ এই পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী এইরূপ :—একদা তিনি রথযাত্রা দেখিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া আসেন। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন যে "আজ একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিবে।" এই বলিয়া তিনি উপস্থিত লোকদিগকে রথ-দর্শনে যাইতে নিষেধ করেন। প্রকৃতই সেই দিবস রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া একটী ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জাতপত্র লিখিত নামটীর প্রচলন হয় নাই। শুনা যায়, নবজাত পুত্রের ভাগ্যফল শ্রবণ করিয়া গৌরপ্রসাদ রায় চৌধুরী আনন্দে একান্ত অধীর হইয়াছিলেন। তিনি সত্বর পদে আতুরগৃহের দ্বারে উপনীত হইয়া নবপ্রসূতিকে এই শুভ সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এতন্মাত্রেই তাঁহার উৎসাহ-স্রোত প্রশমিত হয় নাই। পশ্চাৎ অনেক অর্থ-ব্যয় করিয়া তিনি একজন প্রসিদ্ধ গণকের দ্বারা রাধা-নাথের বহু হস্ত দীর্ঘ একখানি কুষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গণনায় রাধানাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে অতি উচ্চ আশার সঞ্চার হইয়াছিল।

তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় পাঠশালা গুলির সংস্কার করিয়া গ্রামে গ্রামে নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সেই সময় গৌর-প্রসাদ রায়চৌধুরীর বহির্বাটীতে নব-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী একটী নিম্ন প্রাইমারী পাঠশালা স্থাপিত হয়। গৌর-প্রসাদ রায়চৌধুরীর কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পাঠশালায় অধ্যাপনা করিতেন। শিশু রাধানাথ এই পাঠশালাতে উপস্থিত হইয়া তিন বৎসর বয়সের সময় হইতেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তেবাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি সরল ও সাধু-

প্রকৃতির লোক। বিশেষতঃ শিশু শিক্ষার উপযোগী প্রকৃতির কোমলতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণরাশিতে তাঁহার চরিত্র অলঙ্কৃত। শিশু রাধানাথের পাঠানুরাগ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাঠশালার পাঠ সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত বালক রাধানাথ অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের কৌতূহলোদ্দীপক নানা উপাখ্যান একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেন। এতদ্দ্বারা অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখরতা লাভ করিয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন, রাধানাথের প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিটী এরূপ প্রবল ছিল যে, তাহার সমবয়স্ক সহপাঠীরা কেহই তাহাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিত না।

শিক্ষকের মুখে বালক রাধানাথের পাঠে অনুরাগ ও উজ্জ্বল প্রতিভার কথা শুনিয়া গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাহাকে একটী ইংরাজী স্কুলে পাঠাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। অধুনা যেরূপ শ্রীহট্ট জিলার স্থানে স্থানে অনেক গুলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কূল স্থাপিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। সমগ্র সুরমা উপত্যকার মধ্যে শ্রীহট্টে একটী ও শিলচরে একটী মাত্র জিলা স্কূল স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টে বা শিলচরে গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর এমন কোন আত্মীয় লোক ছিল না, যাহার

নিকট রাধানাথকে প্রেরণ করিতে পারেন। রাধানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণ রায় চৌধুরী শিলচরের সন্নিহিত ভরাখাই চা-বাগানে কর্ম্ম করিতেন। পরিশেষে তিনি স্বীয় সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া যান এবং শিলচরে একটী ভদ্রলোকের বাসায় রাখিয়া তাহাকে জিলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

১৮৬৩ খ্রীঃ মহাত্মা রেভারেণ্ড প্রাইজ কাছাড় জিলা-স্কুলের সূত্রপাত করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ২১শে আগষ্ট তাঁহার হস্ত হইতে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে উচ্চশ্রেণীর স্কুলে পরিণত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীঃ পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃ-ক্রমের সময় রাধানাথ ঐ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় স্বর্গীয় অভয়াচরণ শর্ম্মা মহাশয় শিলচর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি এ অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজে ইহাঁর নাম আদর্শ শিক্ষকরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহাঁর কার্য্যদক্ষতা ও একাগ্রতায় অল্পকাল মধ্যে শিলচর জিলা স্কুল সন্তোষজনক ফলপ্রদর্শন করিয়াছিল। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ও সমাগত ছাত্রমণ্ডলীর সুশিক্ষার জন্য অভয় বাবু বিপুল শ্রম স্বীকার করিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজ জীবনটী তাঁহার ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আত্মোন্ন-

ত্তির একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থানীয় ছিল। অভয় বাবু তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী স্কুলের জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন; কিন্তু স্বচেষ্টায় স্বীয় শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি-সাধন করেন যে, তিনি অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতার প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। রাধানাথ চৌধুরী "জাতীয় বিদ্যালয়ে" অধ্যাপনা কালে ছাত্রদিগের পাঠানুরাগ উদ্দীপনের জন্য প্রায়ই অভয় বাবুর আদর্শ জীবনের অবতারণা করিতেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, অভয় বাবুর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটী দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

শিলচর জিলা স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিভাবান বালক রাধানাথ অল্পকাল মধ্যেই প্রধান শিক্ষক অভয় বাবুর ও হেড পণ্ডিত গৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা এই উচ্চাভিলাষ সম্পন্ন বালককে আত্মোন্নতি-সাধনে ঐকান্তিক আগ্রহশীল দেখিয়া নানা উপদেশে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, রাধানাথ বহুকাল ইহাঁদের সাহচর্য্য ও সদুপদেশ লাভে সমর্থ হন নাই। একটী সামান্য কারণে তাঁহার ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণ রায়চৌধুরী কর্ম্মচ্যুত হন। ভ্রাতৃ-

প্রদত্ত অর্থ সাহায্য বন্ধ হইলে পর রাধানাথের শিলচরে অবস্থান করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তিনি উকীল কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। উকীল মহাশয়ের মোহরের ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একত্র অবস্থান হেতু রাধানাথের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাধানাথের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আয় অতি সামান্য ছিল। একটী নিঃস্ব বালকের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন, তাঁহার তেমন সঙ্গতি ছিল না। তথাপি কিয়ৎকাল নিজ অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি রাধানাথকে শিলচর ত্যাগ করিতে না দিয়া, তাঁহার কোনও সুবিধা করিতে পারেন কিনা,সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্নই ব্যর্থ হইল। হৃদয়বান ব্যক্তি যদি দরিদ্র হন, তবে তাঁহার পরোপকার সাধনের উদ্যম অনেক স্থলেই অন্ধের অন্ধকে পথ প্রদর্শনের ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হয়। এই সংসারে যাঁহারা ভাগ্যবশে কিম্বা স্বকৃত পুণ্যফলে সঙ্গতিপন্ন ও দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে শক্তিশালী, তাঁহারা যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় হৃদয়বান হইতেন, তবে সংসারে অভাবের এত ঘোর কোলাহল শ্রুত হইত না—অনেক মানুষ মনুষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত থাকিয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপ হইত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালিদাস হিমালয় বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন :—

অনন্ত রত্ন প্রভবস্য তস্য
হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপি জাতম্।
একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥ *

অর্থাৎ বহু গুণের সম্মিলন স্থলে একটী দোষ ধর্ত্তব্যই নহে; যেমন হিমালয় হিম সংযুক্ত হইয়াও অনন্ত রত্নের আকর স্বরূপই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন—সুধাংশুর শুভ্র জ্যোতিতে কলঙ্করেখাটী বিলীন হইয়া যায়। ঘটখর্পর কালিদাসের কবিত্বের প্রতিযোগী ছিলেন ও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, দারিদ্র্য-দোষ-দুষ্ট না হইলে তিনিও কালিদাসের ন্যায় কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তিনি উক্ত শ্লোকটীর প্রতিবাদ চ্ছলে বলিয়াছিলেন :—

একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি নাশী॥

---

* কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ ৩য় শ্লোক।

অর্থাৎ একটী মাত্র দোষ (দারিদ্র্য) সমস্ত গুণরাশির বিলোপ সাধন করে। বাস্তবিক দারিদ্র্য লোকের উন্নতিপথের প্রধান অন্তরায়। কত খর-প্রবাহিত জীবনস্রোতঃ দারিদ্র্যের ঘূর্ণীপাকে নিপতিত হইয়া অজ্ঞানতার অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে! ঘটখর্পরের ন্যায় কত লোকেরই প্রতিভারশ্মি দারিদ্র্য-মেঘে চিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে! পাঠশালায় রাধানাথ যে সকল বালকের সহিত একত্র বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন, পারিবারিক দারিদ্র্য হেতু তাহাদের কেহই শিক্ষার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভ্রাতার অর্থসাহায্যে একমাত্র রাধানাথই কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইয়াছিলেন। শিলচর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাধানাথ স্বীয় পূর্ব্বতন সহাধ্যায়ীদিগের শিক্ষা বিষয়ে হীনতা উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার নিজের শিক্ষার পথও নিরুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া অতি মাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। আত্মোন্নতির প্রবল বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। জীবনের উচ্চ আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি শ্রীহট্ট গিয়া জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য একটী বাসস্থানের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার উপায় বিধানার্থ রাধানাথ যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ সচরাচর

দেখিতে পাওয়া যায় না ; অধিক কি,দরিদ্রের শিক্ষালাভের সুযোগ সম্পাদনই তিনি জীবনের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কে বলিবে যে এই মহৎ উদ্দেশ্যের বীজ এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় নাই? কোথাও একটী উদ্যমশীল বালক অর্থাভাবে মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না দেখিলেই রাধানাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। যতক্ষণ না তাহার বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান করিতে পারিতেন ততক্ষণ কিছুতেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। কে বলিবে তাঁহার নিজ জীবনে দারিদ্র্যের প্রভাবই তাহার এই মহৎ গুণটীর বিকাশের মূলীভূত কারণ নহে?

অনেক মহাত্মাই দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ হেতু জীবনের প্রারম্ভে অনিবার্য্য অন্তরায় রাশিতে পরিবৃত হইয়াও এক মাত্র স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন বলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মানব সমাজের বরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষার সুধাময় ফলের আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া বালক গারফিল্ড বিদ্যালয়ের গৃহমার্জ্জন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চিত্রমালার বৃত্তান্ত বোধ হেতু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বালক ডুবাল বিদ্যা শিক্ষার্থ পশুচর্ম্মবিক্রয়কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্পন্ন আত্মীয় স্বজনের অর্থানুকূল্যের অভাবে বিদ্যাশিক্ষায় বিমুখ হইয়া যাহারা নগণ্যতার অন্ধকূপে চিরনিদ্রিত রহে,

এই সকল স্বনামধন্য দরিদ্র-সন্তানের সহিত তুলনায় তাহারা কিরূপ হেয় ও অপদার্থ রূপে প্রতীত হয়!

রাধানাথ বিদ্যানুশীলনে দরিদ্র বালক মাত্রেরই অনুকরণ-যোগ্য অনুরাগ ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং "অর্থাভাবে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না" এই বলিয়া যে সকল বালক উদ্যমে বিরত হয়, নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের অসারতা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র ঘোষ সেই সময় শ্রীহট্টে খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। সুদক্ষ ব্যবহারজীব বলিয়াই যে তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, এমন নহে। তাঁহার উদারতা, পরদুঃখানুভূতি ও বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি মহৎ গুণরাশি এখনও শ্রীহট্টে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বহুলোক শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরহিতৈষণা বৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। নিঃস্ব বালকদিগের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া তিনি বহু লোকের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। নিঃসম্পর্কীয় বালকদিগের শিক্ষার ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া কৈলাস বাবু অনেকেরই উচ্চ শিক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ

রাধানাথের সুশিক্ষা লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

রাধানাথ অতি সামান্য পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কৈলাস বাবুর গৃহে প্রবিষ্ট হন। বিদ্যা শিক্ষার প্রবল অনুরাগ তাঁহাকে এতাদৃশ নিরভিমানী করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই পাচকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য লাভের পর শ্রীহট্টে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া তিনি গভীর আগ্রহে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। প্রাত্যহিক রন্ধনাদি সমাপন করিয়া তিনি যে সামান্য অবকাশ পাইতেন, তাহার এক মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিতেন না। অর্থাভাবে তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক নকল করিয়া লইয়াছিলেন। এবং সেই সকল হস্তলিখিত পুস্তকের দ্বারা প্রাত্যহিক পাঠ অভ্যাস করিতেন। সুখের বিষয় পাচকের অপ্রীতিকর কার্য্যে তাঁহাকে বহু কাল নিযুক্ত থাকিতে হয় নাই। সহৃদয় কৈলাস বাবু, বালক রাধানাথের বিদ্যা শিক্ষার জন্য এবম্প্রকার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া, পরম প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যানুশীলনের অধিকতর সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীঃ কৈলাস বাবুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া রাধানাথ শ্রীহট্ট জিলা স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এবং প্রায়

চারি বৎসর শ্রীহট্ট জিলাস্কুলে অধ্যয়ন করেন। শ্রীহট্ট জিলাস্কুলের উল্লেখ করিতে হইলেই উহার প্রখ্যাতানামা প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব, দুর্গাকুমার বসু বি-এ মহাশয়ের বিষয় বলিতে হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ শ্রীহট্ট জিলাস্কুল প্রতিষ্ঠার পর ইনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খ্রীঃ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া তিনি ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ৩৫ বৎসর কাল একাদিক্রমে শ্রীহট্ট জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। * আসাম শিক্ষাবিভাগে আর কেহই এত দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে একটী জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন নাই। শ্রীহট্টে অধুনা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে; তাঁহাদের অনেকেই ইঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কালক্রমে তাঁহাদের পুত্রগণও ইহারই

---

* রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বসু কেবল সুশিক্ষক ছিলেন না; তাঁহার পবিত্র চরিত্র কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তদীয় ছাত্রবর্গের নিকট এক উচ্চ আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, শ্রীহট্ট নগরীস্থিত জিলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠশালাটী—যাহা তাঁহারই কর্ত্তৃক পালিত ও সংপুষ্ট হইয়াছিল—তদীয় নামাঙ্কিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। অন্য প্রকারে তদীয় স্মৃতিসংরক্ষণ কল্পেও যত্ন হইতেছে।

নিকট শিক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছে—দুই চারিটী পৌত্রও যে উপস্থিত হয় নাই, একথা বলিতে পারি না। ছাত্র সংখ্যার বহুলতা এবং উৎকৃষ্ট ফল এই উভয় বিষয়েই শ্রীহট্ট জিলা-স্কুল চিরপ্রসিদ্ধ।

শ্রীহট্ট জিলাস্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া অনতিকাল মধ্যেই রাধানাথ একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হন। শ্রীহট্ট জেলাস্কুলে তাঁহার যে সকল সহাধ্যায়ী ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাস, চন্দ্রকিশোর দাস, অম্বিকাচরণ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ দত্ত, প্রসন্নকুমার দে, অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, কালীকমল দাস, ও রাজচন্দ্র চৌধুরী রাধানাথের এক বৎসর পূর্ব্বে এবং মৌলবী মসদর আলি, তারাকিশোর চৌধুরী, নবকিশোর দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, ও সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি তৎপূর্ব্ব বৎসরে শ্রীহট্ট জিলাস্কুল হইতে উত্তীর্ণ হন।

মহৎ লোকদিগের ছাত্র জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, একই সময়ে একত্র বহু প্রতিভাবান ছাত্রের সমাবেশ হইয়া থাকে। রাধানাথের সমসাময়িক যে সকল ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হইল, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ্যে সুপরিচিত। ইঁহাদের বিশিষ্টতার বিষয় বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। বাস্তবিক যে সকল প্রতিভাবান্ শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসী স্বদেশের মুখো-

জ্জল করিয়াছেন, ১৮৭৩ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৬ খ্রীঃ মধ্যে শ্রীহট্ট জিলাস্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রতালিকায় তাঁহাদের অনেকেরই নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়কার শ্রীহট্টের ছাত্রমণ্ডলী যে শিক্ষা বিষয়ে সমধিক অগ্রণী ও দেশানুরাগসম্পন্ন ছিলেন "শ্রীহট্ট-সম্মিলনী" প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

১৮৭৬ খ্রীঃ একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় রাধানাথ শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্টস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকার একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় শিক্ষার্থ গমন করিয়া মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত "মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে" প্রবেশ করেন। ১৮৭৭-৭৮ এই দুই বৎসর তিনি কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

রাধানাথের ছাত্রজীবনে তাঁহার পরজীবনোচিত নানা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু মহাশয় 'রাধানাথ চরিত' প্রসঙ্গে আমাদের লিখিত পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেনঃ—"সার আর্থার হেল্পস্ সহানুভূতি (sympathy) এবং সাহস (courage) এই দুইটী গুণ বড়লোকের (greatmanএর) লক্ষণ বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রাধানাথের এই দুইটী গুণই বিলক্ষণ ছিল।" তিনি আরও বলেন "রাধানাথের

জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় সদানন্দ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার শিক্ষা সময়ের কোন ঘটনা উপলক্ষে আমাকে একদা বলিয়াছিলেন যে রাধানাথের রাগ অত্যন্ত অধিক; এমন কি, তাহার রাগ হইলে সে নিজের মাংস নিজে কামড়াইয়া খায়। বোধ হয় এই রাগই পরে পুরুষোচিত তেজে পরিণত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ স্বাধীনচেতা করিয়া তুলে।"

সংকল্প সাধনে অবিচলিত দৃঢ়তা রাধানাথের প্রকৃতিগত গুণ ছিল। পাঠ্যাবস্থায় তিনি তামাক খাইতে শিখেন। এক দিবস রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ধূমপানের প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। তিনি অন্ধকারে গৃহের নানা অংশ হাতড়াইয়া হুকাটী সংগ্রহ করিলেন। অনেক কষ্টে কলিকাটীও পাইলেন, বহু চেষ্টায় একটু তামাকও মিলিল, কিন্তু অগ্নির ব্যবস্থা হইল না। কোথাও একটু অগ্নি পাওয়া যায় কিনা দেখিতে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গভীর নিশীথে সকলেই সুষুপ্ত—সকলের গৃহের দ্বারই বন্ধ। তিনি আগুন পাইলেন না, কিন্তু পরিতাপানলে উত্যক্ত হইয়া শয্যায় ছটফট করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তামাক সেবন একটী কদভ্যাস মাত্র, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইল। কথিত আছে অদ্বিতীয় মনীষাসম্পন্ন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "কেহ সাজিয়া না দিলে আর তামাক খাইব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাই পালন করিয়াছিলেন।

কিন্তু রাধানাথ "আর কখনও তামাক খাইব না" একেবারে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আজীবন তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। পাছে হুকা ও কলিকা দৃষ্টিপথে থাকিলে ধূম পানের ইচ্ছা জাগরিত হয় এই ভাবিয়া তিনি হুকা ও কলিকাটী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

রাধানাথের সহাধ্যায়িগণ মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার উচ্চ নৈতিক চরিত্রের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নানা নৈতিক ভাবের বিকাশ হইতে থাকে, রাধানাথের সমসাময়িক শ্রীহট্টের ছাত্রবৃন্দ তাহার অনুধাবনে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু সন্নীতি-মার্গের অনুসরণে রাধানাথের দৃঢ়তা অনেকেরই অনুকরণযোগ্য ছিল। শুনা যায়, রাধানাথ ও তাঁহার সহপাঠিগণ বাইজীর দুর্নীতি-দূষিত নৃত্যাদি দর্শন করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার পর একদা রজনীতে নৃত্য আরম্ভ হইলে পর প্রতিজ্ঞাকারীদের মধ্যে অনেকেই ভাবিতে লাগিলেন, প্রতিজ্ঞাহেতু অন্যেরা উপস্থিত হইবে না, সুতরাং তাঁহাদের অলক্ষিতে নৃত্য দর্শনের সুযোগ ঘটিতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া অনেকেই নৃত্যস্থানে চুপি চুপি উপস্থিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনকারীদের দল পুষ্টিলাভ করিলে পর 'রাধানাথ কোথায়?' এই অন্বেষণ আরম্ভ হইল।

তখন দেখা গেল, তিনি গৃহের জানালা ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিবিষ্ট মনে পাঠাভ্যাস করিতেছেন।

পরের দুঃখ বিমোচনের অপরিমেয় আগ্রহ হেতু রাধানাথ কোনও বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে কখনই ভীত হইতেন না। তাঁহার ছাত্রজীবনের একটী ঘটনাতেও তাঁহার এই মহৎ গুণটীর নিদর্শন লক্ষিত হয়। কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার একটী ছাত্রবন্ধু উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ছাত্রাবাসে এই ভীষণ সংক্রামক রোগের আবির্ভাবে সকলেই অতি মাত্র ভীত হইলেন এবং পীড়িত ছাত্রটীকে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাধানাথ ও তাঁহার অন্যতর ছাত্রবন্ধু শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের এই পীড়িত বন্ধুটীকে স্কন্ধে বহন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া গেলেন; রেলওয়ে কর্ম্মচারী-দের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহারা অতি কষ্টে এই পীড়িত বালকটীকে সুদূর ফরিদপুর জিলায় তাহার নিজ বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পীড়িতের পরিজনবর্গ রাধানাথ চৌধুরী ও তাঁহার সঙ্গী বন্ধুর কষ্ট সহিষ্ণুতা, সাহস ও বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির এবম্প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও পরম পুলকিত হইয়াছিলেন।

সহপাঠীদের সহিত প্রায় সকলেরই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়া থাকে। রাধানাথ সচ্চরিত্র, সদালাপী ও প্রিয়কথন-

পটু ছিলেন এবং আগ্রহসহকারে সকলেরই সহিত মিশা-মিশি করিতেন, সুতরাং তাঁহার ছাত্রবন্ধুগণ যে বিশেষভাবে তাঁহার গুণানুরাগী হইয়াছিলেন,ইহার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার জনৈক সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাস, রাধানাথের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের ও নিরহঙ্কারিতার প্রশংসাবাদ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ—"রাধানাথ ক্লাসে উৎকৃষ্ট ছাত্র মধ্যে গণ্য ছিলেন—দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তেমন উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার প্রতি অন্য কয়েকটী উৎকৃষ্ট ছাত্রের ন্যায় তিনি কখনও তাচ্ছল্য ভাব প্রদর্শন করেন নাই। পরে রাধানাথ বড়লোক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার এই সামান্য অবস্থাতে ও যতবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ততবারই তিনি আমাদের পূর্ব্ব বন্ধুতা দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছিলেন।"

রাধানাথ বাল্যাবধি কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরের মনঃপীড়াদায়ক আচরণ করিতেন না। সহপাঠীদের মধ্যে কাহারও বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্বন্ধে হীনতা লক্ষিত হইলে, বিদ্রূপ-পরায়ণ না হইয়া যত্ন পূর্ব্বক তাহার উল্লেখে বিরত থাকিতেন। "জাতীয় বিদ্যালয়ে" শিক্ষাদানকালে অপেক্ষাকৃত অল্প মেধাবী বালকদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি গভীর করুণারূপে অভিব্যক্ত হইত। এই মহৎ গুণ-

টাই উত্তরকালে তাঁহাকে এইরূপ লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। স্বদেশীয় লোকমণ্ডলীকে অশিক্ষিত, মূক-প্রায় ও দুর্ব্বল দেখিয়াই তাহাদের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। এবং পুরুষোচিত শৌর্য্যসহকারে তিনি তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্মানের উপর অবহেলারভাবে পদচারণকারীদিগের গতি-পথে সিংহপরাক্রমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

রাধানাথ দুইটী বৎসর মাত্র কলেজে অধ্যয়ন করেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এমন কি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন নাই। তিনি পরীক্ষা-গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না, এই বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। যিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, সহসা উচ্চ শিক্ষা লাভে তাঁহার এরূপ বিরাগভাব জন্মিল কেন? যিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পাচকবৃত্তি অবলম্বনেও কুণ্ঠিত হন নাই—বৃত্তিলাভের পর বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন কেন? ইহা বুঝিবার পূর্ব্বে তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা ও নব্য ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। রাধানাথ

চৌধুরীর ন্যায় তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুইটী শ্রীহট্ট-বাসী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পথে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসেন, তন্মধ্যে একটী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যটী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী। এই তিনটী শ্রীহট্টবাসীই পরবর্ত্তী জীবনে বুদ্ধিমত্তা, স্বদেশহিতৈষণা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া প্রতিভাশীল ব্যক্তিরূপে সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছেন। ইহাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হন নাই বলিয়া কেহই ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। অন্য পক্ষে অনেকেই নিবিষ্টচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষরিক উপাধি-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা লোকের কোনও ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইয়াছে—একথা কেহই বলেন না। জনৈক সহৃদয় বন্ধু 'রাধানাথ-চরিত' প্রসঙ্গে আমাদিগকে সত্যসত্যই বলিয়াছিলেন ;—"রাধানাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে নিযুক্ত থাকিলে, সেই কয়টী বৎসর তাঁহার জন্মভূমি তাঁহার ন্যায় সুসন্তানের সেবায় বঞ্চিত থাকিত। এদেশের অবস্থা এরূপ নহে যে সেই ক্ষতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণ নানা প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। জনৈক লেখক বঙ্গের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র-স্বরূপ 'নবদ্বীপ ইউনিভারসিটীর' বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ব্রাহ্মণসমাজেই আবদ্ধ ছিল—ব্রাহ্মণেতর জাতির শাস্ত্রালোচনার অধিকার ছিল না। জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রামে গ্রামে বেত্রপাণি "গুরুমহাশয়দিগের' হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাঁরা বঙ্গভাষায় লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত প্রণালীর শিক্ষাদান করিতেন। ইহাঁদের শিক্ষাপ্রণালী ও গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধ কাহারও অবিদিত নাই। গুরুমহাশয়ের কাশী উৎপাদনের জন্য তাম্রকূটে লঙ্কা-সংযোগ—তাঁহার উপবেশনের অস্বাভাবিক বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য আসনতলে মৃণ্ময়পাত্রখণ্ডের সমাবেশ—অথবা তাঁহার ভীতি সঞ্চারের জন্য সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তৎপ্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোষ্ট্র-নিক্ষেপ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে

গুরুমহাশয়ের প্রিয় শিষ্যদিগের পাঠাভ্যাস অপেক্ষা অধিক-তর মনোযোগ ছিল। * গুরুমহাশয়েরাও ইহার প্রতি-বিধানে উদাসীন ছিলেন না। ছাত্রবশীকরণের জন্য তাঁহারা অন্যূন পঞ্চদশবিধ † দণ্ডপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়-ভীত বালকবৃন্দের অশুচি স্থানে অথবা নারিকেল বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। গুরুমহাশয়ের অধিকতর প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রবৃন্দ দলিল ও পত্রাদির লিখনে সমর্থ হইতেন— রামায়ণ ও মহাভারতবর্ণিত অথবা পৌরাণিক দেব

---

* Vide Adam's Report on Primary Education Pages 10—11

† Vide Calcutta Review, No. IV, Page 334· এস্থলে দুই চারিটীর উল্লেখ করা যাইতেছে :—(১) একপদে অর্দ্ধ ঘণ্টা দণ্ডায়-মান—উত্থিত পদ তৎপূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিলে প্রহার। (২) পদদ্বারা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করতঃ অর্দ্ধঘণ্টা অবস্থিতি। (৩) একপদে স্কন্ধবেষ্টন করতঃ ভূমিতলে উপবেশন। (৪) নাসিকাদ্বারা মৃত্তিকাতে এক হস্ত, দুই হস্ত বা তদধিক দীর্ঘ রেখা অঙ্কন। (৫) গুরুমহাশয়ের বিদ্যালয়াধিষ্ঠানের পর প্রথম যে বালক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবে,তাহার হস্তে এক বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় দুই বেত্র, তৃতীয় তিন বেত্র, এইরূপে সর্ব্ব-শেষে সমাগত বালক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বালক অপেক্ষা একাধিক বেত্রা-ঘাত প্রাপ্ত হইত। দুঃখের বিষয়, প্রায় কাহারও অব্যাহতি ছিল না। ইত্যাদি।

দেবীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিতা প্রণয়ন করিতেন—'কবির লড়াই' অথবা পাঁচালীতে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইতেন—রাধাকৃষ্ণঘটিত প্রণয় সঙ্গীতে দেশ প্লাবিত করিতেন।

ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর এতদ্দেশে জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রজাসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তদুপলক্ষে মহামতি লর্ড ময়রা বলিয়াছিলেন, ‡—"কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের নিদানীভূত হওয়া আমাদের স্বদেশেরই উপযুক্ত গৌরবের বিষয়। বিশেষতঃ এদেশীয়দের জ্ঞানচর্চ্চা অনাদরে মলিন ও সুফল প্রসবে অসমর্থ দেখিতে পাইয়া সুশিক্ষা বিস্তারে অধিকতর যত্নবান হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র সুমহৎ—সমুন্নত ব্রিটিশ জাতির উপযুক্ত ভাবেই যেন আমরা এই কার্য্যক্ষেত্রের কর্ষণে সমর্থ হই।"

১৮১৩ খ্রীঃ সর্ব্বপ্রথম ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচার কল্পে এবং ভারতীয় শিক্ষিত লোকদিগকে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারে উৎসাহদানার্থ সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই অর্থ প্রথমে দেশীয়

‡ Vide Adam's Report on Vernacular Education.

ছাত্রদিগকে প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য বৃত্তিস্বরূপ প্রদত্ত হইত। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয়ান্ মিশনারিগণ দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাবিধানের জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার হিসাবে এই সকল উদ্যম প্রচুর বলিয়া প্রতীত না হইলেও ১৮৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত এইরূপ চেষ্টাই চলিতে থাকে। পরিশেষে চিরস্মরণীয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক দৃঢ়তা সহকারে সুশিক্ষা বিস্তার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার নিদেশে মিঃ আডাম নামক জনৈক শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহশীল খৃষ্টীয়ান্ মিশনারি বঙ্গদেশের প্রতি জিলার শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণী সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তিন বৎসর জিলায় জিলায় পরিভ্রমণ করিয়া মিঃ আডাম এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট সঙ্কলন করেন। এই কার্য্য সম্পাদনে গবর্ণমেণ্টের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। মিঃ আডাম প্রতি জিলার পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতির সংখ্যা, অধীত বিষয়, শিক্ষা প্রণালী, অধ্যাপক এবং আর্থিকঅবস্থা সবিস্তর লিপিবদ্ধ করেন। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকেরা নিজ গৃহে ছাত্র রাখিয়া যে বিনাব্যয়ে কবিরাজী বা জ্যোতিষ প্রভৃতির শিক্ষাদান করিতেন, তৎসম্বন্ধেও সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সকল বিবরণের জন্য তাঁহার সঙ্কলিত রিপোর্ট অতি উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হইয়া-

ছিল। মিঃ আডাম এতদ্দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান ও দেশীয় ভাষার শিক্ষা দ্বারা এদেশীয়দের রীতি নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এবং গভীর সহানুভূতি ও অনুসন্ধিৎসা সহকারে এদেশীয় শিক্ষার প্রশংসনীয় অংশগুলিও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। লোকসংখ্যার হিসাবে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকের আধিক্য দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। স্বীয় রিপোর্টের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"——যে উচ্চতর জীবন যাপনের জন্য মানবজীবনলাভ ঘটিয়াছে, সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ মানবজাতি যে শুধু পশুজীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা সতত প্রত্যক্ষ করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা এই রিপোর্ট দ্বারা বুঝাইতে পারিয়াছি বলিয়া আশা করিতে পারি না। আমি এরূপ কোনও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই,যদ্দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে পরিমাণ অজ্ঞানতা বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্য কোনও দেশে সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়া ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংসৃষ্ট হইয়া তাহার সমসংখ্যক লোকের মধ্যে তৎপরিমিত অজ্ঞানতা বর্ত্তমান আছে।"

মিঃ আডাম বঙ্গদেশে জ্ঞানবিস্তারের জন্য তৎকালপ্রচলিত--সর্ব্ব প্রকার উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির সংস্কার ও পরিপুষ্টি সাধনের প্রস্তাব করেন। কি

কি প্রণালী অবলম্বন করিলে সুশিক্ষা লাভে জন সাধারণের উদাসীনতা বিদূরীত হয় ও উচ্চ নৈতিকভাবের বিকাশ হয়, তাহাও নির্দ্ধারণ করেন। ইংরাজী ভাষা হইতে গণিত, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, নীতি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার প্রস্তাব করেন। সংস্কৃত ভাষায় এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহা সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক অধীত হইবে কিনা, সেই সম্বন্ধে তিনি তৎসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত সংগ্রহ করিয়া স্বীয় রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপকগণ, বর্দ্ধমান, যশোহর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলেন :— "আরব্য ভাষা হইতে অনুবাদিত রেখাগণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই' সুতরাং ইংরাজী ভাষা হইতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি দেব ভাষায় (সংস্কৃতে) অনুবাদিত হইলে তাহার পাঠে প্রত্যবায় হইবে না।" দুঃখের বিষয়, বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া মিঃ আডামের প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা অসম্ভব বোধে কলিকাতার শিক্ষা-সমিতি তাঁহার প্রস্তাব পরিহার করেন। মিঃ আডাম মনোদুঃখে কার্য্যত্যাগ করেন। যদি তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইত, তবে অধুনা 'জাতীয় শিক্ষা' (National Education) এবং 'সাধারণ

শিক্ষা' (Mass Education) বলিয়া যে উচ্চ আরাব উত্থিত হইতেছে, সম্ভবতঃ তাহা শ্রুত হইত না।

দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষাদান সম্ভবপর কিনা শিক্ষা সমিতিতে এই বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে প্রথিতনামা লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন ঃ—"আমরা কি ইংরাজী ভাষার উচ্চ ও মার্জ্জিত বিজ্ঞানেতিহাসের শিক্ষাদানে সমর্থ হইয়াও ইংলণ্ডের সামান্য অশ্ববৈদ্যেরও অবমাননাজনক দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের—ইংলণ্ডের বোর্ডিং স্কুলের বালিকাদিগেরও হাস্যকর জ্যোতিষের—বিংশতিহস্তদীর্ঘ-দেহ রাজগণের ত্রিংশৎ সহস্র বৎসরব্যাপী রাজত্বের বর্ণনাপূর্ণ ইতিহাসের—এবং দধি সমুদ্র ও ঘৃত সমুদ্রাত্মক ভূগোলের শিক্ষায় সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিব ?"

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য ইংলণ্ডের কোনও লাইব্রেরীর একটী মাত্র শেল্‌ফের অন্তর্গত পুস্তকের সহিতও তুলনার অযোগ্য, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া এবং এদেশীয়দিগের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ককালিমা প্রক্ষেপ করিয়া লর্ড মেকলে অনেকেরই অপ্রিয় হইয়াছেন ; কিন্তু এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রচলন কল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তিনি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত ব্যয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া, স্কুলস্থাপন, শিক্ষকনির্ব্বাচন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট

পাঠ্যপুস্তক মনোনয়ন, ভৌগোলিক ও গণিত বিষয়ক যন্ত্রাদি এবং পুরস্কার বিতরণের জন্য ইংরাজী সাহিত্য হইতে সুশিক্ষা বিধায়ক নানা গ্রন্থাদির আনয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষা-সমিতির অন্য কোনও সদস্য দ্বারা ততদূর হইত কিনা, সন্দেহ। ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদিগের দলও অপরিপুষ্ট ছিল না, সুতরাং কলিকাতার নবগঠিত শিক্ষা-সমিতি ঐকান্তিক উৎসাহ সহকারে ইংরাজী স্কুলপ্রতিষ্ঠার উদ্যমে সফলকাম হইতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। সুপণ্ডিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাবলীর সোৎসুক অধ্যাপনা হেতু যে সকল ভারতবাসী প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল।

এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার বিষয়ে লর্ড মেকলে যে উদারনীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, কোন কোন অনুদার প্রকৃতিক ইংরাজ তাহার ফলে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীনে রাখা দুষ্কর হইবে, এরূপ প্রচার করিতেও বিরত হন নাই, কিন্তু লর্ড মেকলে নির্ভয়ে ও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে এদেশে জাতীয় ভাবের উন্মেষণ হইবে— রাজনৈতিক বিষয়ে একতা স্থাপিত হইবে—এদেশী

শিক্ষিত লোকেরা পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদিগের আদর্শে স্বদেশের শাসন বিষয়ে নানা অধিকার লাভের নিমিত্ত সমুৎসুক হইবে, সন্দেহ নাই। উদার নীতি মূলক শিক্ষা প্রদান করিয়া—শিক্ষিত লোকদিগের হৃদয়ে উচ্চ আশা ও উচ্চাভিলাষের সঞ্চার করিয়া দিয়া, চিরকাল তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখাও সম্ভবপর হইবে না। আর সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রাখিয়া ভারতবাসীদিগকে পশুবৎ শাসনাধীনে রাখাও সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ জাতির উপযুক্ত হইবে না। নব শিক্ষার ফলে যেদিন সমগ্র ভারত সাম্রাজ্য পাশ্চাত্যসভ্যতালোক-দীপ্ত শিক্ষিত জনমণ্ডলীতে পূর্ণ হইবে, সেই দিনই ইংলণ্ডের পক্ষে প্রকৃত গৌরবের দিন হইবে—সেই দিনই ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক ভারতশাসন সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের পর ২০।২৫ বৎসর মধ্যে বঙ্গদেশে শিক্ষার এক নবযুগের আবির্ভাব হইল। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরাই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষিতেরাই রাজানুগ্রহ লাভ করিতে লাগিলেন, সুতরাং ব্যাকরণ ও ন্যায়ের 'কচকচি'(?) থামিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাকৃত অল্পমতি বালকটীকে টোলে রাঁখিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকটীকে ইংরাজী

স্কুলে পাঠাইতে লাগিলেন। ইংরাজী সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় নানারত্ন আহরণপূর্ব্বক মাতৃভাষার অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জগতের সহিত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন স্বদেশের হীনাবস্থার তুলনা করিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের আদর্শে এক জাতীয় ভাবের উন্মেষণে তাঁহাদের অপরিসীম আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনে তোলপাড় হইয়া উঠিল। আবহমান কাল হইতে প্রচলিত প্রথাগুলি সমাজের অনিষ্টকারক মনে করিয়া উহাদের সংস্কার চেষ্টা আরম্ভ হইল। বহু সংখ্যক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাশি রাশি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। *

---

* ১৮৫৯ খ্রীঃ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে :—"………within the last quarter of a century the number of Bengali Books printed and sold has not been less than 80 00,00, while during half a century, more than 1800 distinct work either original or translation from Sanskrit—English or Persian have been produced—what a mass of mind has

লোক হিতকর বিষয়ে নানা সভা ও সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। নব নব ভাব ও চিন্তাস্রোতঃ বঙ্গীয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেশময় উদ্দীপনা আনয়ন করিল।

রাধানাথ চৌধুরী যে সময় কলিকাতায় শিক্ষার্থ সমাগত হন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রচার, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন ও সুশিক্ষার বিস্তারে অতুলনীয় উদ্যমশীলতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। মহামনা কৃষ্ণদাস পাল মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ উদ্ভাসিত করিতেছিলেন। (১) মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মান্দোলনে কলিকাতানগরী দোলায়মান হইতেছিল। (২) শিক্ষিত লোক মাত্রেই এই সকল আন্দোলনে অল্পাধিক অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়া-

been occupied in the production and sale of these !" নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশ ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিচেষ্টা কিরূপ অনুরাগ ও আন্তরিকতা সহকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই মন্তব্য দ্বারা তাহার অনেকটা অনুভব করা যায়।

(১) রাজনৈতিক আন্দোলনে ইঁহার গভীর বিচক্ষণতায় পরিতুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ সদাশয় গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ইহাকে সি, আই, ই, উপাধি দান করিয়া ইহার গুণের যথোপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন করেন।

(২) ১৮৭৫—৭৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তুমুল আন্দোলনের পর ১৮৭৮ খ্রীঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

ছিলেন। রাধানাথ এবং তাঁহার স্বদেশানুরক্ত সহধ্যায়িগণ দেশহিতকর বিষয়ের ধারণায় কিরূপ অগ্রণী হইয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই পত্রখানি তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জনৈক * সহাধ্যায়ী শিলং নগরীতে আহূত শোক সভায় পাঠার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"———I always found my friend Radhanath Babu, honest and truthful, open and frank, extremely sociable and devoid of that swagger of which our youngmen nowadays are unhappily so full. He was an exceedingly loveable soul and I know, his noble heart even in those early years felt greatly for his country. I distinctly remember one summer evening we were resting on the Banks of the Goldighi and the blue vault of heaven with myriads of stars shone with peculiar gloominess on the dark waters below. In the surrounding gloom of that evening the fading whiteness of the Sanskrit College frowned upon us and served powerfully to remind us of the dark fate of our unhappy fatherland. Our young hearts were then full of feelings and we shed many a bitter tear. Some years passed and my friend, true to his feelings devoted his life to his country, I attempted to do the same but my weak and unworthy heart shrank from the dark vista of a hungry patriot but my noble friend came not back but marched onwards amidst trial and difficulties in the path of glory and verily the seeds he has sown will bear fruit."

* শ্রীযুক্ত অভয়াশঙ্কর গুহ একট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার মহাশয়।

চতুর্থ অধ্যায়

নব শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশ-হিতসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় প্রকৃতিগত তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা সহকারে প্রধানতঃ শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও দরিদ্র শ্রীহট্টবাসীদের সুশিক্ষা লাভের উপায় বিধানে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে শ্রীহট্টে শিক্ষা বিস্তারের যে সকল উদ্যম হইয়াছিল এবং শ্রীহট্টে শিক্ষার কিরূপ অবস্থায় তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতা শিক্ষা-সমিতির নির্দ্ধারণ অনুযায়ী বঙ্গের অনেকগুলি জিলাতে এক একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্ট জিলাতেও সদাশয় গবর্ণমেণ্ট একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। ভূতপূর্ব্ব একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর চন্দ্রনাথ নন্দী ও শ্রীহট্ট জিলাস্কুলের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষক গোবিন্দ চরণ দাস প্রভৃতি কয়েকটী শ্রীহট্টবাসী সেই সময় ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্র সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীহট্টের ইংরাজী স্কুলটী উঠিয়া

যায় এবং শিক্ষালাভে জনসাধারণের বিরাগ ও উদাসীনতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট শ্রীহট্টে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যম হইতে এক প্রকার বিরত হন।

শ্রীহট্টে শিক্ষার এই ঘোর অমানিশার মধ্যে কে সুশিক্ষার আলোক প্রজ্বালিত করিল? নিদ্রিত লক্ষ লক্ষ শ্রীহট্টবাসীর জ্ঞাননেত্র উন্মেষণের জন্য কাহারা কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন? শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটন ও সুশিক্ষার প্রচার জন্য কে কে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন?

মহামনা রেভারেণ্ড প্রাইজ ইহাঁদের পুরোভাগে সমাসীন। শ্রীহট্টে শিক্ষাবিস্তারে অতুল অধ্যবসায় ও একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়া ইনি শ্রীহট্টবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটী উঠিয়া গেলে পর রেভারেণ্ড প্রাইজ শ্রীহট্ট 'মিশন স্কুল, স্থাপন করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ সর্ব্ব প্রথম কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'মিশন' স্কুল হইতে চারি জন ছাত্র প্রেরিত হন। তন্মধ্যে একমাত্র রায় সাহেব নব-কিশোর সেন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মধ্য ইংরাজী পর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য রেভারেণ্ড প্রাইজ নোয়াশড়কে একটী ও শেখ-ঘাটে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে লামাবাজার ও নবাব তালাবে আরও দুইটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রা-ভাবে অল্প কাল মধ্যেই লামাবাজার স্কুলটী উঠিয়া যায়;

রায় সাহেব নবকিশোর সেন ও জিন্দাবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধে স্বনাম-ধন্য রাজা গিরীশ চন্দ্র রায় নবাবতালাব স্কুলটীর ভার গ্রহণ করেন। ঐ স্কুলটীই রাজার নামানুসারে সুবিখ্যাত "গিরীশ" স্কুলে পরিণত হইয়াছিল।

রায় সাহেব নবকিশোর সেন শেখঘাট স্কুলের ও বাবু গোবিন্দচরণ দাস নোয়াশড়ক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ রেভারেণ্ড প্রাইজ শিলচরে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলে রায় সাহেব নব-কিশোর সেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন রেভারেণ্ড প্রাইজ কাছাড় জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মী-পুর, কাটিগড়া ও বড়খলা, এই তিন স্থানেও তিনটী মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সকল 'মিশন' স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় রেভারেণ্ড প্রাইজ অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিদ্যালয় গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকে। এদেশীয় লোকদিগের প্রতি তাঁহার হৃদয় গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। তিনি ধর্ম্ম প্রচার অপেক্ষা শ্রীহট্টে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে অধিক-তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এদেশীয়েরা জ্ঞানের আলোকে

উদ্ভাসিত হউক—সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করুক—শান্তিময় ব্রিটিশ শাসনের সুধাময় ফল উপভোগ করুক—স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচালন দ্বারা স্বদেশ ও সমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হউক, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ এবং স্বীয় শক্তি সামর্থ্য সমস্তই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি মিশনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন এবং অর্থ-কৃচ্ছ্রতা নিবারণের জন্য চুণা পাথরের কারবার করিবার অভিপ্রায়ে খাসিয়া পাহাড়ে চলিয়া যান। তিনি আশা করিয়াছিলেন, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বিশেষভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু শ্রীহট্টবাসীর দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। পাহাড়ে যাও-য়ার পর সেই স্থানেই তাঁহার পবিত্র আত্মা তাঁহার দেহ-নির্ম্মুক্ত হইল। শ্রীহট্টের অদ্বিতীয় হিতৈষী মহামনা প্রাইজ এদেশীয়দের উন্নতি বিধানের অতৃপ্ত বাসনা বক্ষে ধারণ করিয়া চির নিদ্রায় শয়ান হইলেন।

রেভারেণ্ড প্রাইজ সর্ব্ব প্রথম সর্ব্বান্তঃকরণে—শ্রীহট্ট-বাসীদের উন্নতি সাধন ও উচ্চাশা সম্প্রসারণের চেষ্টা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম ইহাঁরই কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইহাঁরই উৎ-সাহ ও সহায়তায় শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বিশ্ব

বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। এম্‌-এ অনার পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম তালিকায় ১৮৬৫ খ্রীঃ জয়-গোবিন্দ বাবুর নাম—পরিদৃষ্ট হইবে। শ্রীহট্টের কেন পূর্ব্ব বঙ্গের মধ্যে হাই অনার প্রাপ্তির ইহা সর্ব্ব প্রথম উদাহরণ। * শিক্ষাদান ব্যতীত রেভারেণ্ড প্রাইজ বহুলোকের চাকরী প্রাপ্তিরও সুবিধা করিয়া দিয়া-ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে রায় সাহেব নবকিশোর সেন ১৮৬৫ খ্রীঃ শ্রীহট্টের স্কুল ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ঐ পদের জন্য তিনি কোনও আবেদন করেন নাই। তাঁহাকে উপযুক্ত লোক বিবেচনা করিয়া রেভারেণ্ড প্রাইজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ঐ কার্য্য লাভের চেষ্টা করেন ও কৃতকার্য্য হন। পরে রায় সাহেব এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া

* জয়গোবিন্দ সোম নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মানুরাগ এবং সর্ব্বোপরি (খ্রীষ্টীয়ান হইয়া) জাতীয় ভাব সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ান সমাজের তিনি মুখ পাত্র স্বরূপ ছিলেন। শ্রীহট্টের হিতকল্পে তাঁহার উদার হৃদয় সতত উন্মুক্ত ছিল। সুখের বিষয়, তদীয় স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত দেশভক্ত শ্রীযুক্ত সদানন্দ দাস ডিপুটী কলেক্টর মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে তদীয় চিত্র "শ্রীহট্টের গৌরব" চিত্রাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রাধানাথ চৌধুরী, প্যারীচরণ দাস, রাজা গিরীশচন্দ্র রায়, কবিবর রামকুমার নন্দী ও রমা-কান্ত রায় প্রভৃতি শ্রীহট্ট-জননীর লোকাতীত সুসন্তানবর্গের প্রতি-কৃতির সাহচর্য্যে সংরক্ষিত হইয়াছে।

ছিলেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নবকিশোর সেন মহাশয় ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই ডিপুটী ইন্স্পেক্টর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিয়ৎকাল আসাম বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টর (পরে ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইনষ্ট্রাকস্ন্স) পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার ন্যায় সুবুদ্ধি, কর্ম্মঠ, মিষ্টভাষী পরোপকারী এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। আনন্দের বিষয়, শ্রীহট্টের টাউনহলে তাঁহার প্রতিকৃতি রক্ষা করা হইয়াছে এবং অন্যভাবেও তাঁহার নাম স্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত যত্ন হইতেছে।

মাহাত্মা প্রাইজ লোকান্তরিত হইলে পর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য কৃতজ্ঞ শ্রীহট্টবাসিগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটী লাইব্রেরী সংস্থাপন করিয়াছেন। যিনি শ্রীহট্টবাসীর জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মেষণ জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র-নাম-পূত জ্ঞান ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাঁহারই হৃদয়ের তৃপ্তিকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। *

রেভারেণ্ড প্রাইজ শ্রীহট্ট ত্যাগ করিলে পর তৎস্থলাভি-

---

* রায় সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয়ই এই পবিত্র কার্য্যের উদ্যোগী। প্রথমতঃ এতন্নিমিত্ত একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হয়। উহা ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হওয়ার পর বর্ত্তমান "রতনমণি লোকনাথ-টাউনহল" নির্ম্মিত হইলে উহাতে "প্রাইজ লাইব্রেরী" স্থাপিত হইয়াছে।

মিক্ত মিশনারি রেভারেণ্ড রবার্টস্ 'মিশন' স্কুলগুলির পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে 'মিশন' স্কুলগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। তদানীন্তন স্কুল-ডিপুটী-ইন্স্পেক্টর রায় সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ১৮৬৮ খ্রীঃ 'মিশন' স্কুলের ভগ্নাবশেষ লইয়া শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট রেভারেণ্ড প্রাইজ-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়া শিলচর জিলাস্কুল স্থাপন করেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে এই সকল উদ্যমের পর শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসিগণ শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহশীল হইয়া উঠিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রাসবিহারী রায় স্বব্যয়ে "রাসবিহারী স্কুল" নামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই স্কুলটী ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে উন্নীত হইয়াছিল। তৎপর শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত মোশলমানগণ "মোফ্‌তি" স্কুল নামে আর একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। এই দুইটী স্কুলই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি হইতে শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসীদের হৃদয়ে যে স্বদেশের হিতসাধন-স্পৃহা জাগরিত হইতেছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাধানাথ চৌধুরী যে সময় শিক্ষা লাভ করেন, অর্থাৎ

১৮৭০ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সময়টীকে আমরা শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বিকাশ কালের প্রারম্ভ বলিয়া ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। ঐ সময় মধ্যে শ্রীহট্টে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, রাজনৈতিক সংবাদ পত্রের প্রচার, "শ্রীহট্ট-সম্মিলনী" প্রভৃতি জনহিতকর বিষয়ের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি স্বদেশোপকারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালে রাধানাথ চৌধুরী শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ঐ বৎসরের ১লা জানুয়ারি তারিখ শ্রীহট্টের প্রথম রাজনৈতিক সংবাদপত্র 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' প্রকাশিত হয়। * ১৮৭৬ খ্রীঃ আসামের বার্ষিক শাসন বিবরণীতে লিখিত হইয়াছেঃ—"এই পত্রের প্রচার প্রধানতঃ সরকারী আফিসের কেরাণী ও আদালতের উকীলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের কোনও প্রভাব সাধারণ লোকের মধ্যে আদৌ অনুভূত হয় না।" শ্রীহট্টে শিক্ষার এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে "শ্রীহট্ট-প্রকাশের" ক্ষীণ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়াছিল। তখন কে জানিত যে, পরবর্ত্তী পঞ্চদশ বৎসর মধ্যেই এক শ্রীহট্ট নগরে তিনটী স্বতন্ত্র মুদ্রালয়ে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক আকারে অম্লান সাতখানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র উদ্ভূত হইবে?

* এই পত্র প্রথমতঃ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হইত, পরে ইহার জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র আনীত হইয়াছিল।

"শ্রীহট্ট প্রকাশের" নামের সহিত উহার প্রবর্ত্তক শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত রহিয়াছে। শ্রীহট্টে রাজনৈতিক অন্ধকারের আবরণী উন্মুক্ত করিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অচির-স্বর্গত বাবু শ্রীশচন্দ্র দাসের পত্র হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নে সংকলিত হইলঃ—

"১৮৬৭ খ্রীঃ স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাস শ্রীহট্ট মিশনস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতায় শিক্ষার্থ গমন করেন। তথায় ইণ্ডিয়া আপিসের পররাষ্ট্র বিভাগে (Foreign Department) একটী কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ শিমলা হইতে আফিস কলিকাতায় আসিলে পর এক দিবস আফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন-কালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটী দ্রব্য ক্রয় উপলক্ষে উইলিয়ম কারসেস্ (William Circes) নামক জনৈক সাহেবের সহিত তাঁহার মৌখিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সাহেবের কটু উক্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি উহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার হস্তে একখানি আফিস্ ছুরী (Eraser) ছিল। হঠাৎ সাহেবের গলদেশে উহা লাগিয়া জখম হয় ও গলায় একটী শিরা ছিন্ন হইয়া যায়। ক্ষত স্থান হইতে অবিশ্রাম রক্তপাত হেতু সাহেব মৃত্যুমুখে

পতিত হন। প্যারীবাবু অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টে উপস্থিত হইলে পর নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করেন এবং তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি আফিসের উচ্চতম কর্ম্মচারীর অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে কার্য্যে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু প্যারী বাবু আর কার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া 'শ্রীহট্ট-প্রকাশ' সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। মধ্যে শিলং সেক্রেটারিয়েট আফিসে একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্যে ইস্তফা দিয়া শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসেন এবং "শ্রীহট্ট-প্রকাশ" সম্পাদনেই নিযুক্ত থাকেন। কঠিন পীড়া সত্ত্বেও তিনি করিমগঞ্জ লোকালবোর্ডের সহকারী সভাপতি ও কিয়ৎকাল অস্থায়ী সভাপতিরূপে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।"

স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাস বাল্যকালেই রচনাকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেম। পাঠ্যাবস্থায় জনৈক সহপাঠীর মৃত্যু উপলক্ষে ইনি অমিত্র ছন্দে 'মিত্রবিলাপ' রচনা করেন। ইহাঁর প্রণীত 'পদ্য পুস্তক' বালকবালিকাদের পাঠের বিশেষ উপযোগী। অদ্যাপি উহা ঐ শ্রেণীস্থ পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতি সরল

ও মধুর কবিতাগুলি আমরা শৈশবে পাঠ করিয়াছিলাম। উচ্চারণ মাধুর্য্যে ঐ সকল কবিতা হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল; এখনও উহার কোন কোন স্থল স্মৃতিপথে উদিত হইয়া অন্তরে মধুবর্ষণ করিয়া থাকে। *

১৮৭৫ খ্রীঃ যে সময় রাধানাথ চৌধুরী শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সে সময় রায় সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সাধারণ সভার আহ্বান করিয়া শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকেরা "শ্রীহট্ট সম্মিলনী" স্থাপনের উদ্যোগ করেন। শ্রীহট্টে শিক্ষিত লোকের অল্পতা প্রযুক্ত ঐ বৎসরেই কলিকাতাতে সম্মিলনীর কেন্দ্রস্থল নির্দ্ধারিত হইয়া শ্রীহট্টবাসী ছাত্রবৃন্দের দ্বারা সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় রাজচন্দ্র পাল, বি-এ, শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, বিপিনচন্দ্র পাল, রাজচন্দ্র চৌধুরী, তারাকিশোর চৌধুরী এম-এ, বি-এল প্রভৃতি শ্রীহট্টের মনস্বী ছাত্রবৃন্দ শ্রীহট্ট সম্মিলনীর প্রাথমিক কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল সুপ্রসিদ্ধ [জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় সম্মিলনীর সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া ইহার সংগঠন বিষয়ে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের

* স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাসের বৃহদায়তন প্রতিকৃতি "শ্রীহট্টের গৌরব"—চিত্রাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উত্তম ও তাহাতে আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াই "শ্রীহট্ট-সম্মিলনী" সুপরিচিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে অধুনা ঈদৃশ অনেক "সম্মিলনী" দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা শ্রীহট্টের পক্ষে বড় গৌরবের কথা যে এই শ্রীহট্ট-সম্মিলনীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সম্মিলনী। ইহার প্রারম্ভে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার মাত্রই সম্মিলনীর লক্ষ্য ছিল না। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের সাহায্য দান, দরিদ্র বালকদিগের উচ্চ শিক্ষালাভের উপায় বিধান প্রভৃতি নানা দেশহিতকর বিষয় সম্মিলনীর কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ কলিকাতায় শিক্ষার্থ গমন করিয়া রাধানাথ চৌধুরীও সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্তর্ভুক্ত হন।

শ্রীহট্ট সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা-প্রবাসী শ্রীহট্টের ছাত্রগণ ও শ্রীহট্ট "সুহৃৎ-সমিতি"র সংগঠন করেন। এই সমিতি শ্রীহট্টে মাদক সেবন নিবারণের বহুচেষ্টা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক সময়ে এই সমিতির আশাতিরিক্ত প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। অধুনা উৎসাহশীল লোকের শুশ্রূষার অভাবে এই সমিতিটী বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। "শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর" কার্য্যকারিতারও সম্প্রতি তেমন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সুশিক্ষার অধিকতর বিস্তার হেতু এখন

শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসীদের দৃষ্টি অন্যবিধ দেশহিতকর বিষয়ে প্রযুক্ত হইতেছে। "জাতীয় শিক্ষার" (National Education) উদ্ভাবন এবং কার্য্যকরী শিক্ষার (Technical Education) আবশ্যকতা বোধহেতু ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে দেশহিতৈষীদিগের আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও মাদক সেবন নিবারণ-চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। মানব-প্রকৃতি চিরকালই নূতনত্বের পক্ষপাতী। এই হেতু যে সকল লোকহিতকর বিষয়ে বহুবর্ষব্যাপী সাধনার প্রয়োজন, তাহার অব্যাহত গতি সংরক্ষণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। শ্রীহট্টে সম্প্রতি যে সকল স্বদেশ হিতাকাঙ্ক্ষিগণ নব নব সভা সমিতির স্থাপনের প্রয়াস করিতেছেন, এই সমিতি দ্বয়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই।

"শ্রীহট্ট সম্মিলনীর" প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে যে কয়টী শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসীর নামোল্লেখ করা হইল, কঠোর দেশ হিতসাধনব্রতে অদ্যাপি ইহারা শ্রীহট্টবাসীদের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাঁরা যেরূপ আন্তরিকতা সহকারে স্বদেশ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, স্বার্থের লীলাভূমি এই সংসারে পরহিত-সাধনের সেরূপ আত্মত্যাগময় একাগ্রতা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ১৮৭৯ খ্রীঃ "শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর"

প্রতিষ্ঠাতৃগণ সংবাদ পাইলেন যে শ্রীহট্টের 'মোক্তি' স্কুলটী উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে উঠিয়া যাইতেছে। শ্রীহট্টের একমাত্র গবর্ণমেণ্ট স্কুলদ্বারা যে ধীরমন্থর গতিতে সুশিক্ষার বিস্তার হইতেছিল, সম্মিলনীর দেশভক্ত কার্য্যকারকগণ তাহাতে পরিতুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত বিপিন-চন্দ্র পাল ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর আগ্রহে সম্মিলনী শ্রীহট্টে একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনে আনুকূল্য করিবেন, এই রূপ নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকদিগের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও রাজচন্দ্র চৌধুরী শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলেন।

ইঁহারা শ্রীহট্টে সমাগত হইলে পর ঢাকা-জিলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন নামক জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারি ইঁহারা "মোক্‌তি" স্কুলের ভগ্নাবশেষ লইয়া "শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়" (the National Institution) প্রতিষ্ঠা করিলেন। "জাতীয় বিদ্যালয়" এই নামকরণ হইতেই ইঁহাদের উদ্দাম সংস্কার-স্পৃহা ও স্বদেশানুরাগ সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ব্রজেন্দ্রনাথ সেন দ্বিতীয় শিক্ষক এবং রাজচন্দ্র চৌধুরী তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদকতায়

উদারনীতিমূলক "পরিদর্শক" সংবাদ পত্রের আবির্ভাব হইল।

গভীর স্বদেশানুরাগ ও একাগ্রতা দ্বারা যতদূর করা যাইতে পারে, "জাতীয় বিদ্যালয়ের" প্রবর্ত্তকগণ স্বল্পকাল মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিলেন। ৫ই জানুয়ারি "জাতীয় বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই অর্থাৎ ঐ সালের ৩১শে মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ২৮১ হইয়া দাঁড়াইল। অধিক কি, "জাতীয় বিদ্যালয়ের" জন্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রভূত ক্ষতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৭৯—৮০ খ্রীঃ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে আসামের † প্রধান কমিশনর মহোদয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার স্থলবিশেষ এইরূপ—

"There has been a considerable falling off in numbers......due in the first ...... in the second to the opening, at Sylhet, of a private School of this class called the "National Institution" which drew away 250 pupils from the Govt. School."

অর্থাৎ "জাতীয় বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার পর শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ২৫০ জন বালক তথায় চলিয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, "জাতীয় বিদ্যালয়ের" তরুণবয়স্ক প্রতিষ্ঠাতৃগণ বিষয়-বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত অল্পকাল মধ্যেই ঋণজালে

* ১৮৭৪ খ্রীঃ শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুত হয়।

জড়িত হইয়া পড়িলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাঁরা হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আগমনের বহু পূর্ব্বে (১৮৬৬ খ্রীঃ) শ্রীহট্টে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এতৎপূর্ব্বে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম একটীও ছিলেন না। জাতিভেদ পরিত্যাগহেতু আত্মীয় স্বজনেরা ইহাঁদিগকে কোনও প্রকার অর্থ সাহায্য করিতেন না। স্ব স্ব ভরণপোষণ ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ইহাঁদিগকে "জাতীয় বিদ্যালয়" হইতে সংগৃহীত ছাত্র বেতনের উপরেই নির্ভর করিতে হইত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর বেতন প্রদান ও অন্যান্য ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তদুপরি "পরিদর্শক" দিন দিন ঋণভার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৮৮১ সালে ইহাঁদের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ঐ সালের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে—

"But great credit is due to its (National Institution) originators whose energy, enthusiasm and assiduity are indeed praiseworthy. They have kept the school going on so long in the midst of difficulties and wants apparently almost insurmountable and such as would try the patience of any man &c.—"

অর্থাৎ "জাতীয় বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠাতৃদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ইহাঁরা

ব্যক্তিমাত্রকেই বিচলিত করিতে পারে, এরূপ নানা অসু-বিধা এবং অভাবরাশির মধ্যেও স্কুলটীকে এত দিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

এইরূপ ভাবে আর কতকাল চলিতে পারে? ক্রমে 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' প্রবর্ত্তকদিগের হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন ঋণ শোধ ক্রমেই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং তাঁহারা শ্রীহট্ট ত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই দুঃসময়ে রাধানাথ চৌধুরী "জাতীয় বিদ্যালয়ের" পরিচালনে যোগদান করেন। কি প্রকারে তিনি এই মৃতকল্প বিদ্যালয়টীর প্রাণরক্ষা করিয়া ইহার অপরিসীম উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। পর-বর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাধানাথ চৌধুরী এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সহাধ্যায়িগণ জাতীয় উন্নতি সাধনের স্পৃহায় কিরূপ উদ্দীপিত হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে যে দীর্ঘ ইংরাজী পত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপাঠে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ দেখিতে পাইয়াছেন যে রাধানাথ চৌধুরী এবং তাঁহার সহপাঠিগণ একে অপরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া স্বদেশের দুঃখগীতি গান করিতেন—স্বদেশ-প্রীতির পবিত্র স্রোতে একে অপরের হৃদয় অভিষিক্ত করিতেন—স্বদেশের দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল চিত্র কল্পনা করিয়া অনুক্ষণ সুখস্বপ্ন দর্শন করিতেন। নব শিক্ষার প্রভাবে দেশহিতৈষণার এই প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলেই কি কঠোর দেশ-সেবাব্রত জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন? কখনই নহে। বস্তুতঃ তাঁহার অতি অল্প সংখ্যক অধিকতর চিন্তাশীল,সাহসিক সমপাঠীই দেশ-সেবায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং ততোধিক অল্প লোকে অবিচলিত দৃঢ়তা সহকারে স্বদেশ-সেবার দুর্গম পথে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্বদেশ ও স্বজাতি-সেবা পরম পবিত্র ব্রত—মানব জীবনের উচ্চতম কর্ত্তব্য। সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তারস্বরে এই স্বদেশ সেবারূপ মহৎ কর্ত্তব্যের উচ্চতা ঘোষণা করিয়া থাকেন, কেহই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর মানবীয় কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এই মহাব্রতের প্রশংসা গীতি শ্রবণ করিয়া কত লোকেই লোকহিতসাধনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করেন—কত লোকেই এই সংকল্পটী গূঢ় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারের প্রবেশ-পথে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু কয়জন এই কঠিন পথে পদার্পণ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে সফলমনোরথ হন? জীবনের প্রথম উদ্যমে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া কত লোকেই ভগ্ন হৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন—এই কার্য্যের কঠোরতা কত লোকেরই জ্বলন্ত উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী শিক্ষা সময়ে স্বদেশ-সেবার যে 'মন্ত্র' গ্রহণ করেন, 'শরীর পাতন' দ্বারা তাহার 'সাধন' করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব।

গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী আশা করিয়াছিলেন যে, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া রাধানাথ কোনও ভাল কাজ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু রাধানাথ অধিকতর উচ্চাভিলাষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়া-

ছিলেন। স্বীয় ধন-সম্পদ্-বর্দ্ধন মাত্রই যে জীবনের লক্ষ্য, তাহার আদর্শ অতি সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছিল। দরিদ্র ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন স্বদেশ-বাসীদের হীনাবস্থার উন্নতি সাধনচেষ্টাও তিনি অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতেছিলেন। যতই তিনি দেশবাসীদের নানা দুঃখ, অভাব ও হীনতা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে-ছিলেন, ততই তিনি জাতীয় উন্নতি সাধনের অণুপেক্ষণীয় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। বাল্যাবধি আত্ম নির্ভরতা দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার আত্মশক্তিতে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি স্বদেশবাসীদের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আত্মশক্তির নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং শ্রীহট্টে উপনীত হইয়া "জাতীয় বিদ্যালয়ের" পরিচালনে যোগদান করিলেন।

"জাতীয় বিদ্যালয়ের" অবস্থা এই সময়ে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কঠিন পরিশ্রম ও দারুণ ভাবনায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়া-ছিলেন। * শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেনও

* ইহাঁর পিতা তেজস্বী স্বর্গীয় রামচন্দ্র পাল মহাশয় ১ম উইলে ইহাঁকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্ম্ম মতের

শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। সুতরাং "জাতীয় বিদ্যালয়ের" দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে জনসাধারণ ঘোর সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া যশঃ সঞ্চয় ও সম্মান লাভের প্রয়াসী কোনও শিক্ষিত যুবক স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য ঈদৃশ কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে পারেন, এমন আশা করিবার কারণ অতি অল্পই ছিল। তথাপি রাধানাথ চৌধুরী ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশে সুশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার গভীর একাগ্রতাই ইহার কারণ। মহৎ কার্য্য সাধনে ঐকান্তিকী চেষ্টার ভাবী সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার অনুমাত্র সংশয় ছিল না।

নানা অভাব ও অনটনের সংঘর্ষণে বাল্য জীবন অতি-

পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যেই ঐ উইল করা হইয়াছিল, কারণ শেষ উইলে তিনি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান। অল্প অংশ মাত্র তাঁহার বিমাতা ও ভগ্নীকে দিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল পিতৃ সম্পত্তি লাভের পর হবিগঞ্জে একটী এণ্ট্রেন্স স্কূল স্থাপন করেন। দরিদ্র বালকদিগের জন্য তিনি কতকগুলি বৃত্তি দানেরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ঐ বিদ্যালয় স্থায়ী হইল না। বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে পর তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। তৎ-পর রাজনীতির আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া ইনি অধুনা ভারতের একজন দেশপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন।

বাহিত হওয়াতে "জাতীয় বিদ্যালয়ের" প্রবর্ত্তকদিগের অপেক্ষা রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্র কর্ম্মময় জীবনের অধিকতর উপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই তিনি স্বীয় ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লংলার স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় আলি আমজদ সাহেব সেই সময় নাবালক অবস্থায় শিক্ষার্থ শ্রীহট্টে অবস্থান করিতেছিলেন, রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে যে অর্থাগম হইত, তদ্দ্বারাই তাঁহার শ্রীহট্টে অবস্থানের আবশ্যক ব্যয় সংকুলন হইত। সুতরাং "জাতীয় বিদ্যালয়ে" শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া নিরুদ্বিগ্নভাবে তিনি এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

আর একটী বিষয়েও "জাতীয় বিদ্যালয়ের" প্রবর্ত্তকদিগের সহিত রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্রের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। রাধানাথ চৌধুরী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শিক্ষাকালে কলিকাতায় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ণ অভ্যুদয়। শিক্ষিত সমাজের অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব সম্যক্ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। শুনা যায় একদা পূজাবকাশে কলিকাতা হইতে গৃহে

আসিয়া দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা প্রণাম ও পশুবলি-দর্শন করিবেন না, এই মনে করিয়া তিনি পূজা মণ্ডপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া পুত্রগণ ধর্ম্ম-ত্যাগ না করে, এই বিষয়ে স্বধর্ম্মে পরম নিষ্ঠাবান, গৌর প্রসাদ রায়চৌধুরীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিদানের সময় পূজা গৃহে রাধানাথের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার কারণ অনুসন্ধানক্রমে জানিতে পারিলেন যে, রাধানাথ তৎকালে দূরবর্ত্তী এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন! পুরুষ পরম্পরাগত কৌলিক ক্রিয়া-কাণ্ডে পুত্রকে ঈদৃশ অনাস্থাবান দেখিয়া গৌর প্রসাদ রায়-চৌধুরী এরূপ কুপিত হন যে, "আজ তোকেই মহামায়ার নিকট বলি দিব!" এই বলিয়া খড়্গ হস্তে রাধানাথের প্রতি ধাবিত হন এবং তাঁহার স্কন্ধ ধারণ পূর্ব্বক পাঠগৃহ হইতে তাঁহাকে প্রতিমার সম্মুখে আনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণি-পাত করাইয়া ছাড়িয়া দেন!

গৃহে এইরূপ কঠোর শাসনের ফলস্বরূপ তাঁহার চরিত্রে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত চিরাগত আচার অনুষ্ঠান দলনের কোনও উচ্ছৃঙ্খলতাময় প্রয়াস দৃষ্ট হয় নাই। তৎকালে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কারের নামে চিরপ্রচলিত দেশীয় রীতি নীতিগুলি সোৎসাহে পদমর্দ্দিত করিতে-ছিলেন। কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী স্বাধীন চিন্তাশীলতার

পরিচালন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সুশিক্ষার অভাবই অশিক্ষিত লোকদিগের নানা কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের মূলকারণ। সুতরাং সমাজত্যাগ না করিয়া সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে স্থির-লক্ষ্য হইয়া তিনি স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মোপলক্ষে "জাতীয় বিদ্যালয়ের" দীর্ঘ অবকাশ কাল আগত হইলে গৃহ গমনাশায় প্রফুল্লচিত্ত বালকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী সর্ব্বদাই এইরূপ উপদেশ দিতেন :—

"——প্রিয় ছাত্রগণ !—তোমরা দীর্ঘকাল পিতামাতা আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে রহিয়াছ। আজ তোমরা তাঁহাদের ক্রোড়ে যাইতে চলিয়াছ। তোমাদিগকে পুনরায় বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাঁহারাও ব্যগ্র আছেন। তাঁহারাই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তোমরাও তাঁহাদের প্রিয়তম—ভবিষ্যতের এক মাত্র আশা ভরসার স্থল। কিন্তু তোমাদের এই মিলন পরম সুখের বা অশেষ দুঃখের কারণ স্বরূপ হইতে পারে। এই সুখদুঃখ তোমাদেরই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তোমাদের ব্যবহার প্রীতিপ্রদ হইলেই সুখের আশা করা যায়। অন্যথা দুঃখেরই উৎপত্তি হইবে। তোমরা শৈশবে যাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছ, তাহাদের অনেকেই তোমাদের ন্যায় শিক্ষালাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। শিক্ষালাভ দ্বারা তোমরা যে উন্নতি লাভ করিয়াছ—তোমাদের চরিত্র যে অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছে, যদি তোমাদের ব্যবহার দ্বারা লোকে ইহা বুঝিতে না পারে, তবে তোমাদের শিক্ষালাভ বৃথা। আমি তোমাদিগকে নিজে নিজ বিদ্যার প্রচার করিতে বলি-

তেছি না। অনেকে বিদ্যা প্রকাশ করিতে যাইয়া নিতান্ত মূর্খতার পরিচয় দেয়। মনে কর, তোমরা এই স্থানে শিক্ষকদের মুখে শুনিয়াছ যে, পৃথিবী ত্রিকোণ নহে—গোলাকার; ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তী শুণ্ড দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করে না—সূর্য্যের আকর্ষণে জলরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয় ও পরে বৃষ্টির আকারে ভূতলে পতিত হইতে থাকে; পৃথিবী অনন্ত সর্পের মস্তকে স্থাপিত নহে—মাধ্যাকর্ষণ বলে শূন্যে অবস্থিত রহিয়াছে; সূর্য্যদেব একচক্র রথে আরোহণ করিয়া প্রত্যহ পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্তে গমন করেন না—পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি তোমাদের কোনও প্রাচীন প্রতিবাসী বহুকালের পর তোমরা গৃহে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাদিগকে দেখিতে আসেন, আর তোমরা বিদ্যা প্রকাশ করিতে গিয়া ঐ সকল বিষয়ে তর্ক বিতর্ক জুড়িয়া দেও, তবে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। অশিক্ষিত লোকদের ঐরূপ বহু কুসংস্কার আছে বটে; কিন্তু শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনিই ঐ সকল কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। অতএব অনর্থক অন্যের অপ্রীতিকর আচরণে বিরত হইবে।”

যাঁহারা রাধানাথ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, উপরিধৃত বক্তৃতাংশে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নিজ জীবনে তিনি তাহা সযত্নে পালন করিতেন। তিনি অশিক্ষিত স্বদেশবাসীদিগকে বহু কুসংস্কার-সম্পন্ন জানিয়াও তাহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বধর্ম্মাব-

লম্বীদের সহিত এবং সকল শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত সমভাবে মিশামিশি করিতেন। অহিতকর সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার প্রয়াসী হইয়াও তিনি চিরাগত প্রথা-গুলির প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন নাই। স্বয়ং দেশীয় সমাজ-ত্যাগকরতঃ ভিন্ন সমাজসংগঠন অপেক্ষা সামাজিক কুপ্রথাগুলির ক্রম সংশোধনেই তাঁহার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। অনেককেই হঠকারিতা দ্বারা সমাজ ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অনুতপ্ত-হৃদয়ে সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে; এমত অবস্থায় রাধানাথ চৌধুরীর মতটী যে বিচক্ষণতার পরিচায়ক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহৎ লোকদিগের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, স্থিরবুদ্ধিতা ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠতা এই দুইটী গুণ প্রতিপদে তাঁহাদের ঊর্দ্ধগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বাল্যকাল হইতে এই দুইটী গুণ রাধানাথ-চরিত্র অলঙ্কৃত না করিলে তিনি শিক্ষালাভেই সমর্থ হইতেন না। বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গের নব্য সংস্কারকেরা পাশ্চাত্য জাতিদিগের আদর্শে এদেশে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতেন, জাতিভেদ ও কুসংস্কারমূলক নানা আচার অনু-ষ্ঠানের উচ্ছেদসাধন না হইলে উচ্চনৈতিক ভাবের বিকাশ হইবে না। কেহ মনে করিতেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে 'গোড়ামি'

ত্যাগ করিয়া জনসাধারণ উদারভাবাপন্ন না হইলে জাতীয় একতার ভাব জাগরিত হইবে না। কেহ মনে করিতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এই পতিত জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। আবার অশিক্ষিতা ভারত-ললনা-কুলের অনুন্নত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ আকুলকণ্ঠে গাহিতেন :—

না জাগিলে সব ভারত ললনা।
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা ॥

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কারকদিগের— অধিকতর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু শিক্ষাই যে এই সকল সর্ব্ববিধ সংস্কার সাধনের মুখ্য উপায়, তদ্বিষয়ে রাধানাথ চৌধুরীকে কখনও ইতঃস্ততঃ করিতে দেখা যায় নাই। বাস্তবিক শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তাঁহার একনিষ্ঠতা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, উত্তরকালেও অন্যবিধ সংস্কার সাধন কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উদ্যম পরিদৃষ্ট হয় নাই।

রাধানাথ চৌধুরী "জাতীয় বিদ্যালয়" পরিচালনে যোগ-দান করিবার অনতিকাল পরেই শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেন শিলং নগরে চলিয়া যান। এবং উভয়েই গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্ম্মপ্রাপ্ত হন। তদবধি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধুনা সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারিরূপে উভয়েই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, যে প্রতি-

ভায় সম্ভবতঃ সমস্ত দেশ আলোকিত হইত, তাহা আজ এক সংকীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহাঁরা চলিয়া গেলে পর "জাতীয় বিত্থালয়ের" জীবনরক্ষার জন্য রাধানাথ চৌধুরী তৎকালে শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে দেশ-হিতৈষণায় সমধিক অগ্রণী স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে কলিকাতায় গমন করিলেন। শিক্ষা বিস্তারে রাধানাথ চৌধুরীর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া জয়গোবিন্দ বাবু "জাতীয় বিত্থালয়" পরিচালনে আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং কলিকাতা হইতে দুইজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। শ্রীযুক্ত ভবানীকিশোর মজুমদার প্রধান শিক্ষক ও কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ২য় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া শ্রীহট্টে উপনীত হইলেন। রাধানাথ চৌধুরী স্বয়ং তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত জয়গোবিন্দ সোম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রেভারেণ্ড সনাতন সোমও সোৎসাহে "জাতীয় বিত্থালয়" পরিচালনে যোগদান করিলেন। এই সকল বন্দোবস্ত দ্বারা রাধানাথ চৌধুরীর প্রভূত উদ্যমশীলতা মাত্রই পরিলক্ষিত হইল, এরূপ নহে। "জাতীয় বিদ্যালয়ও" পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। "জাতীয় বিদ্যালয়ের" সংগৃহীত ছাত্রবেতন হইতে রাধানাথ চৌধুরী বা রেভারেণ্ড সনাতন সোম এক কপর্দ্দ-

ক'ও গ্রহণ করিতেন না, অকৃত্রিম দেশহিতৈষণা প্রণোদিত হইয়া ইহাঁরা নিঃস্বার্থভাবেই শিক্ষাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের শ্রীহট্ট ত্যাগের পর রাজচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদকতায় "পরিদর্শক" পত্রও প্রচারিত হইতেছিল। রাজচন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে উহারও ভার রাধানাথের স্কন্ধে পড়িল। পরিদর্শক দ্বারা পূর্ব্ববৎ "জাতীয় বিদ্যালয়ের" সংগৃহীত অর্থ শোষিত না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাধানাথ চৌধুরী "পরিদর্শকের" জীবনরক্ষার স্বতন্ত্র আয়োজন করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় শ্রীহট্টের কতিপয় শিক্ষিতলোক সমবেত হইয়া "সম্মিলিত সমিতি" (The United Co,) নামে একটী কোম্পানি গঠন করিলেন এবং 'পরিদর্শক' প্রচারের জন্য কার্য্যাদির বিভাগ করিয়া লইলেন। শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে কোম্পানি গঠনের এই প্রথম উদ্যম। এই কোম্পানি গঠন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী যেরূপ অর্থনীতি সম্বন্ধে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন, তেমনি বিচক্ষণতা সহকারে কোম্পানির কার্য্য নির্ব্বাহেরও বন্দোবস্ত করিলেন। "সম্মিলিত সমিতি" দ্বারা "পরিদর্শক" সতেজে প্রচারিত হইতে লাগিল।

এই পর্য্যন্ত আমরা রাধানাথ চৌধুরীর জীবনের

যতটুকু পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, কোনও কার্য্যের কঠোরতা তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ করিত না। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি একাগ্রতা সহকারে তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেন। এবং কার্য্য সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ে বিরত হইতেন না। কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তৎসাধনের উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। এই সকল সুমহৎ গুণরাশিতে যাঁহার চরিত্র অলঙ্কৃত হয়, তাঁহার উন্নতির পথ কিসে প্রতিরুদ্ধ হইবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াই রাধানাথ চৌধুরী দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার স্থল ছাত্র সমাজের উপরে হৃদয়ভরা প্রেমস্রোতঃ ঢালিয়া দিলেন। অধীত বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিই ছাত্রদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এতন্মাত্রেই তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। দেশের উন্নতির জন্য, স্বদেশের ভবিষ্যৎনেতা ও সংস্কারক স্বরূপ ছাত্রসমাজের জীবন-গঠন জন্য সাহিত্যবিজ্ঞানে পারদর্শিতাই তিনি প্রচুর মনে করিলেন না। যাহাতে বহু বিষয়ে ছাত্রদিগের চিন্তা-শক্তি বিকশিত হয়—যাহাতে মহৎ লোকদিগের আদর্শে তাহারা স্বস্ব জীবন গঠনে সযত্ন হয়—যাহাতে তাহাদের জীবনের আশা ও লক্ষ্য উচ্চতর হয়, তিনি সেইরূপ শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ ছিল না—জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ তাঁহার হৃদয়ে সংকীর্ণতা আনয়ন করিত না। ছাত্র মাত্রেই তাঁহার দৃষ্টিপথে ভাবী উন্নতিশীল দেশের এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ প্রতীয়মান হইত। অধ্যাপনায় উপবিষ্ট হইয়া যখন চতুর্দ্দিকে প্রতিভা পরিপূরিত বহুতর মুখমণ্ডলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইত, তখন আশায় ও উৎসাহে

তাঁহার বক্ষঃ স্ফীত হইত—স্বদেশের অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া তিনি পুলকিত হইতেন।

রাধানাথ চৌধুরীর অনমুমেয় একাগ্রতায় অবিলম্বে শ্রীহট্টের ছাত্রসমাজে কতকগুলি নব নব ভাবের বিকাশ হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতি বিধানে যত্নশীল হইয়াছিলেন। তুর্ব্বল লোকেরা স্বভাবতঃই ভীরু ও নিরুদ্যম। সহস্র প্রকারে উৎপীড়িত হইলেও ইহারা নীরবে সহ্য করিয়া থাকে এবং কথনই পুরুষোচিত শৌর্য্য প্রদর্শনে সমর্থ হয় না। বাঙ্গালী বালকগণ এক একটী সাক্ষাৎ জড়মূর্ত্তি বিশেষ। দাঁড়াও বলিলে, ইহাদের অনেকেই অঙ্গ যষ্ঠি সরলঃভাবে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে না। ইহা একটী জাতীয় প্রকৃতিগত দোষ। * বাঙ্গালী অভিভাবকেরা বালকদিগকে একটু তেজ বীর্য্য ও সাহস সম্পন্ন দেখিলেই "তুরন্ত" "অদম্য"

---

* রাধানাথ চৌধুরীর ন্যায় বঙ্গীয় দেশানুরক্ত শিক্ষকগণ যে তেজোহীন ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, স্বদেশী আন্দোলনের পর লাঠি খেলা ও ডম্বেল প্রভৃতির অধিকতর প্রচলনে সেই নিস্তেজ ভাবের পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট হইয়াছে। কিয়ৎকাল হইল "ইংলিসম্যান" পত্রে লিখিত হইয়াছে :—"The use of dumb bells and all these lathee and sword play that is being indulged in by students has certainly already begun to have the effect of giving them a manlier and better physique. *We do not see so many stooping shoulders now a days!*"

"গোয়াড়" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ছাত্র-দিগের ভবিষ্যৎ জীবনগঠনের জন্য রাধানাথ চৌধুরী এই গুরুতর দোষটীকে সর্ব্ব প্রধান অন্তরায় স্বরূপ মনে করি-লেন। এই অহিতকর জড়তার পরিহার জন্য তিনি ছাত্র-দিগকে সতত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মঠ ও শ্রমশীল ব্যক্তির অনুপযোগী পরিচ্ছদ মনে করিয়া রাধানাথ চৌধুরী কখনও গলদেশে লম্বমান উত্তরীয় ধারণ করিতেন না। তদ্দৃষ্টে শ্রীহট্টের অধিকাংশ ছাত্রই চাদর ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিল। রাধানাথ চৌধুরীর চলনভঙ্গি কর্ম্মানুসরণে শশব্যস্ত ভাবব্যঞ্জক ও শৌর্য্য প্রকা-শক ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন ঃ—"জাতীয় বিদ্যালয়ে" অধ্যয়ন কালে একদা আমি দুর্ব্বলবাঙ্গালীবালকোচিত ধীর মন্থর গতিতে স্কুলে যাইতেছিলাম। রাধানাথ চৌধুরী পশ্চাদ্দিক হইতে পরি-মিত পাদক্ষেপে আমার সন্নিহিত হইয়া আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন এবং তিনি যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সজীবতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা প্রদর্শন পূর্ব্বক চলিতেছিলেন তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণচ্ছলে জনান্তিকে বলিয়া গেলেন—"যদি আমি একটী জীবিত মনুষ্যের ন্যায় চলিতেও না পারি তবে পর জীবনে আমার শারীরিক বা অন্যবিধ কোনও পুরুষো-চিত উন্নতি লাভই সম্ভবপর হইবে না।"

শরীর পরিচালনায় চির-বিমুখ বালকদিগকে রাধানাথ চৌধুরী ফুটবল, ক্রীকেট, হাডুডুডু প্রভৃতি খেলায় প্রবৃত্ত করাইতেন। তিনি স্বয়ং উৎকৃষ্ট ক্রীড়ক ছিলেন এবং ছাত্রদিগের সহিত ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া ঐ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভে তাহাদিগকে সমুৎসুক করিয়া তুলিতেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন—"ছাত্রের খেলার সময় খেলে কিনা তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একদা আমি খেলার ছুটীর সময় গোপনে বসিয়া পড়া শুনা করিতেছিলাম; দৈবাৎ তিনি আমাকে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া প্রথমেই আমার কোনও অসুখ কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোনও অসুখ নয় শুনিয়া তিনি এরূপ বিরক্ত হইলেন যে, তদ্দণ্ডেই খেলিতে না গেলে আমায় বেত দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। পশ্চাৎ আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, কি ভাবে খেলিতে হয়, কেমন করিয়া ব্যাট ধরিতে হয়, নিজে সেই গুলি দেখাইয়া দিলেন। ইহার পর আমার খেলায় অনাসক্তি দূর হইল। খেলার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে সকল উৎসাহ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার মনে আছে।"

রাধানাথ চৌধুরী সর্ব্ব প্রকার তেজোহীন ভাবের যেরূপ বিরোধী ছিলেন, শাসনবশ্যতার তেমনই লক্ষপাতী ছিলেন। সৈনিক বিভাগের শাসন দৃষ্টান্তের অনুকরণে তিনি জাতীয়

বিদ্যালয়ের বালকদিগকে ড্রিল (drill) করাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বহু পর শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্র-দিগের ব্যায়াম শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া গবর্ণ-মেণ্ট স্কুল গুলিতেও এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।* ক্লাশে শিক্ষকের প্রবেশ মাত্র "জাতীয়-বিদ্যালয়ের" বালকেরা এক সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিত এবং শিক্ষক উপবিষ্ট হইলে পর উপবেশন করিত।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে রাধানাথ চৌধুরীর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি তিনি মুখে মুখে বালকদিগকে বলিয়া দিতেন। কাহাকেও হর্ষোৎফুল্লচিত্ত না দেখিলেই তাহার কোনও পীড়া হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করিতেন। আবশ্যক স্থলে পীড়িতের শুশ্রূষায় স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতেন। স্কুল বন্ধের পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-রক্ষার কতিপয় নিয়ম মুদ্রিত করিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে বিত-রণ করিতেন। ঐ মুদ্রিত পত্রে দিবানিদ্রা, অনিয়মিত স্নানাহার, অপরিমিত পান ভোজন, আলস্যে কালক্ষেপণ

* ১৮৯৪ খ্রীঃ আসাম বিভাগের গবর্ণমেণ্ট স্কুল গুলিতে ড্রিল প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ হইতে সৈনিক বিভাগে প্রচলিত এই প্রথা রহিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্ট স্কুল মাত্রেই মধ্যদেশ-প্রচলিত হনুমান ডন্ প্রভৃতি কসরৎ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রভৃতির অনিষ্টকারিতা বর্ণিত হইত ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইত।

রাধানাথ চৌধুরী শারীরিক দণ্ডবিধানের পক্ষপাতী ছিলেন না। গুরুতর চরিত্রহীনতার জন্য কচিৎ বেত্রাঘাত করিতেন। ছাত্রদিগের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। যাহাতে বালকেরা ভাল ও মন্দের পার্থক্য স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—কুকার্য্যের কুফল বুঝিতে পারিয়া তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা পায় এবং সৎকার্য্য ও আত্মোন্নতি সাধনে উৎসাহশীল হয়, তাহার উপায় বিধানে তিনি সতত ব্যগ্র থাকিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার কপটাচরণের ঘোর-বিরোধী ছিলেন। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া কোনও বালক পথিমধ্যে লুক্কায়িত হইলে তিনি উহাকে কঠোর তাড়না করিতেন। পাঠে অমনোযোগ যত দূর অনিষ্টকর অনুষ্ঠিত কার্য্যের সঙ্গোপন দ্বারা মিথ্যাচরণ যে তদপেক্ষা সহস্রগুণ নিন্দনীয়—তাঁহার প্রযত্নে বালকেরা এইরূপ শিক্ষা পাইতে লাগিল। এবং নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি তাঁহার নিজ চরিত্রগত গুণরাশি সানুরাগে অনুকরণ করিতে লাগিল।

বালকদিগের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য রাধানাথ চৌধুরী কখন কখন অতি কৌতুককর প্রণালী অবলম্বন করিতেন। একদা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর বহু বিলম্বে একটী

বালক বিদ্যালয়ে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। প্রকাশ্য পথে তাহাকে কিয়দ্দূর আসিয়া অন্য পথে যাইতে দেখিয়া বালক বিলম্বে আগমনজনিত পাঠক্ষতি হেতু অনুতপ্ত হয়—না চুপি চুপি ক্লাশে প্রবেশের চেষ্টা করে, তিনি তাহার পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। বালকটী দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া একটু লুক্কায়িতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রাধানাথ চৌধুরী অতি নিবিষ্টচিত্তে নূতন পাঠ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তাঁহার বা ক্লাশে উপবিষ্ট বালকদের কাহারই দৃষ্টি দ্বারের দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল না। দ্বারের সন্নিহিত বেঞ্চটীর অগ্রভাগে একটী বালক বসিতে পারে, এরূপ স্থান শূন্য ছিল, উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া বালকটী ঐ শূন্য স্থানে উপবেশন করিল এবং যেন সে পূর্ব্বাবধি ক্লাশে উপস্থিত ছিল—এইরূপ ভাব দেখাইয়া পাঠার্থ পুস্তক উদ্ঘাটন করিল, অমনি ক্লাশের সমস্ত বালক—উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল। কপটাচারী বালকটী লজ্জায় অধোমুখ হইল। এই অভিনব প্রণালীতে সেই বালকটী কপট ব্যবহারের উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইল এবং উপস্থিত সমস্ত বালকই কপটাচারীর দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইল।

রাধানাথ চৌধুরীর শাসন প্রণালীতে এবংবিধ নানারূপ নূতনত্ব ছিল। একটী উৎকৃষ্ট বালক একদা গৃহ হইতে পাঠ অভ্যাস করিয়া আসিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে

ক্লাশে উপবিষ্ট ছিল। রাধানাথ চৌধুরী তাহার এই সঙ্কোচ-ভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাছে তাহাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ক্লাশের বালকদিগের নিকট অপদস্থ হয়, এই কারণ তিনি ঐ বালকটীকে সেই দিবস কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। এক একটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া সেই বালকটীর নানা প্রশংসা করতঃ "অমুক নিশ্চয়ই ইহার উত্তর করিতে পারিবে" এই বলিয়া তিনি অন্য বালকদিগকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এতদ্বারা তাঁহার অভীপ্সিত ফল লাভ হইয়াছিল। বালকটী ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল।

রাধানাথ চৌধুরীর উচ্চারণ প্রণালী অতি বিশুদ্ধ ও অনুকরণযোগ্য ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের—বিশেষতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলের ছাত্রদিগের কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী উচ্চারণ প্রণালীর সংশোধন অতি যত্ন-সাপেক্ষ। রাধানাথ চৌধুরী বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণের এরূপ সুন্দর তারতম্য করিতেন যে, বালকেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট আমোদও উপভোগ করিত।

সর্ব্বাপেক্ষা রাধানাথ চৌধুরীর শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি ছাত্রদিগকে প্রাণের সহিত ভাল-

বাসিতেন ও তাহাদের ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্ব-জনিক উন্নতির জন্য লালায়িত হইতেন। ছাত্র মাত্রেই তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিল, অথচ তিনি তুমি ভিন্ন কাহাকেও "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার এই অপূর্ব্ব ছাত্রবাৎসল্য অনতিকাল মধ্যেই সুফল প্রদান করিতে লাগিল। আত্মোন্নতি সাধনের এক উদ্দীপনা-ময় আকাঙ্ক্ষা ছাত্রসমাজে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শিক্ষক শুধু ভয় ও ভক্তির পাত্র নহেন—বিদ্যালয় এক মাত্র কঠোর শাসন ও তাড়নার স্থল নহে—তাঁহার প্রযত্নে এই সকল নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হইতে লাগিল। বিদ্যা-লয়—ভীত বালকগণ দেখিতে পাইল যে, শিক্ষকের সতত শাসনোদ্যত—উগ্রমূর্ত্তির অভ্যন্তরে অপরিসীম স্নেহস্রোতঃ প্রবহমান। বিদ্যাশিক্ষার কঠোর শ্রম ও নীরসতার মধ্যেও যথেষ্ট আমোদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা আরও বুঝিতে পারিল যে, নিয়মিত পাঠঅভ্যাস করাই ছাত্রদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতা—আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশী এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের স্বদেশবাসি-গণ যে, তাহাদের নিকট বহু প্রত্যাশা করেন—তাহাদের উপরেই যে দেশের সমস্ত আশা ভরসা ন্যস্ত রহিয়াছে, এই কথা হৃদয়ে সংস্কারবদ্ধ করাও ছাত্রজীবনেরই সর্ব্বোচ্চ কর্ম্ম।

দুঃখের বিষয়, রাধানাথ চৌধুরী ও রেভারেণ্ড সনাতন সোম বহুকাল অবিসম্বাদে "জাতীয় বিদ্যালয়" পরিচালন করিতে পারিলেন না। পরিচালন বিষয়ে মত বিরোধ উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। অগ্নিতেই সুবর্ণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই সংঘর্ষ দ্বারাই রাধানাথ চৌধুরীর শিক্ষাবিস্তারে আন্তরিকতা ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের পরীক্ষা হইল।

শিক্ষাবিস্তারে ঐকান্তিক আগ্রহ হেতু রাধানাথ চৌধুরী ও রেভারেণ্ড সনাতন সোম উভয়েই "জাতীয় বিদ্যালয়" পরিচালনে একাধিপত্য লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। একাগ্রতা সহকারে উভয়েই এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে পর বিবাদের সূত্রপাত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে ক্রমে বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বিদ্যালয়ের স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে প্রকাশ্য বাক্ বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। বালকেরা যে দিন দিন রাধানাথ চৌধুরীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল, সোম মহাশয় তৎপ্রতি লক্ষ্যহীন ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে. ছাত্র সমাজের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অধিকারী হইয়াও, রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় সঙ্গতিহীনতা প্রযুক্ত একাকী বিদ্যালয় পরিচালনে সাহসী হইবেন না। পক্ষান্তরে রাধানাথ চৌধুরী ন্যায়ের ভবিষ্য-বিজয়

সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন—বিত্যালয় পরিচালনে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে কেহ যে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে, এরূপ ভাবনা তাঁহার কল্পনারও সন্নিহিত হইতে পারিতে-ছিল না। তিনি অতি নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন, সুতরাং স্বল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয় পরিচালনে সনাতন বাবুর কর্ত্তৃত্বভাব তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। রেভারেণ্ড সনাতন সোম খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারক। আবার কলিকাতা হইতে তাঁহার ভ্রাতার প্রেরিত দুইজন শিক্ষকের মধ্যে একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহাঁরা 'জাতীয় বিদ্যা-লয়ের' ১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত নিয়মিত বাইবেল পাঠ প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় ইহাঁরা ছাত্র ও অভিভাবকদের অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। রাধানাথ চৌধুরী বিদ্যালয়ে ঈদৃশ ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রবর্ত্তনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে সোম মহাশয়ের সহিত তাঁহার তুমুল বচসা হয়। রাধানাথ চৌধুরীর তেজোগর্ভ বাক্যাবলীতে সনাতন বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। মন্ত্রৌষধ প্রভাবে হৃততেজঃ বিষধরের সক্রোধে আত্মদেহ দংশনের ন্যায় তাহার এই বিচলিত ভাবদৃষ্টে একটী ক্ষুদ্র বালক আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া হাস্যধ্বনি করে, তৎ শ্রবণে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ বালকের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাহাকে ধরিয়া

বহু প্রহার করেন। এতদ্বারাও তাঁহার ক্রোধশান্তি হইল না। তিনি পরদিবস ঐ বালকের নাম কর্ত্তন করিয়া তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ছাত্র মাত্রই রাধানাথ চৌধুরীর কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিল—এক একটী ছাত্রের জীবন ও চরিত্র গঠনে তিনি কিরূপ যত্নশীল ছিলেন—একটী ছাত্রের নিকট তিনি স্বদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কতদূর প্রত্যাশা করিতেন, পূর্ব্বেই এ বিষয় উক্ত হইয়াছে। যখন রাধানাথ চৌধুরী ঐ হাস্যকারী বালকের প্রতি এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা অবগত হইলেন—একটী স্ফোটনোন্মুখ পুষ্প অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, দেখিলেন—বালসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ একটী মাত্র দুষ্কর্ম্ম করিয়া বালকটী চিরতরে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া যাইতে চলিয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইলেন। ঐ বালকটীকে বিদ্যালয়ে পুনঃগ্রহণ জন্য সনাতন বাবুর সহিত আর এক নূতন বিবাদের সূত্রপাত হইল। ক্রমে বিরোধ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিল যে, উভয়ের একত্র অবস্থান করাও দুষ্কর হইয়া উঠিল।

ইতি মধ্যে সোম মহাশয় রাধানাথ চৌধুরীকে বল প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প রাধানাথ চৌধুরীর

অবিদিত রহিল না। এতচ্ছ্রবণে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, ঈদৃশ বল প্রয়োগ চেষ্টায় সম্যক্ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, রাধানাথ চৌধুরী নিঃশঙ্ক চিত্তে একাকী বিদ্যালয়ে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। একদা যখন তিনি স্কুলে আসিতেছিলেন, তখন সনাতনবাবু অগ্রগামী হইয়া তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ঢুকিতে নিষেধ করিলেন, উভয়ে পথিমধ্যে ঘোর বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোম মহাশয় দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন "আমাদের একজনকে নিশ্চয়ই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে। অদ্য আমি এই বিদ্যালয়ের পরিচালনপথ নিষ্কণ্টক করিব!" তখন রাধানাথ চৌধুরী সমবেত ছাত্র মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা এস—আমার বিদ্যালয়, আমিই পরিচালন করিব।" কলহ আরম্ভ হইলে পর বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন যে, পিপীলিকা শ্রেণীবৎ বালকবৃন্দ রাধানাথ চৌধুরীর পশ্চাতে সমবেত হইতেছে! ছাত্রগণের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া আনন্দে রাধানাথ চৌধুরীর বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি এক প্রকার আত্মহারা হইয়াই যেন সদর্পে বাহু আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"শত শত সনাতনও একটী রাধানাথের সমকক্ষ নহে!"*

"Hundreds of Sonatons cannot make a Radha-

সমবেত দর্শকমণ্ডলী রাধানাথ চৌধুরী ও সনাতন বাবুর এই বিসম্বাদ প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই। শিক্ষিত লোকদিগের এইরূপ কলহে কেনা মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হন? অনেকেই মধ্যস্থ হইয়া আপোষের প্রস্তাব করিলেন এবং বিদ্যালয়ের অধিকার সম্বন্ধে স্থির মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত উহা বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সোম মহাশয় প্রথমে তদানীন্তন ডিপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সুবিচারের প্রার্থনা করিলেন। ডিপুটী কমিশনর সাহেব এরূপ ব্যক্তিগত বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে মিঃ সোম দেওয়ানী আদালতে যে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইলে পর রাধানাথ চৌধুরীই "জাতীয় বিদ্যালয়ের" একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলিয়া অবধারিত হইলেন।

এই বিবাদের অনেকগুলি প্রত্যক্ষ ও পারোক্ষ ফল বিদ্যমান ছিল। মিঃ সোম "জাতীয় বিদ্যালয়ের" সংশ্রব ত্যাগ করিলে পর শ্রীহট্টবাসীরা একটী সহৃদয় হিতৈষী বন্ধুর দেশহিতকরী সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহার পর শ্রীহট্টের শিক্ষা বিস্তার কল্পে সম্পূর্ণ নিরুদ্যম হইয়া

---

nath!" এই বাক্যটী "জাতীয় বিদ্যালয়ে" বহুল প্রচলিত ছিল এবং প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় স্থল মাত্রেই বহু ব্যবহৃত হইত।

রেভারেণ্ড সনাতন সোম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারেই জীবন উৎসর্গ করিলেন।

এইরূপে সনাতন বাবুকে হারাইয়া শ্রীহট্ট-ভূমি এক-দিকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, রাধানাথ চৌধুরীর ন্যায় এক অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় সুহৃৎকে নিরঙ্কুশ অবস্থায় পাইয়া তেমনি লাভবান হইল। প্রভঞ্জন-তাড়নে ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নির ন্যায়—এই বিবাদের পর রাধানাথ চৌধুরীর অপূর্ব্ব ছাত্র-বাৎসল্য, স্বদেশানুরাগ ও তেজস্বিতা সর্ব্ব সমক্ষে প্রকটিত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মাত্যয়ে নির্ঝরিণীবৎ তাঁহার হৃদয়ে যে স্বদেশ-সেবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাস্রোতঃ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—দেশের ভাবী নেতা ও সংস্কারক-দিগের উন্নতি সাধনরূপ কঠোর তপস্যায় তিনি যে অসামান্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন—তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সকলে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

কোন ঘটনার অভ্যন্তর দিয়া বিশ্বনিয়ন্তা কীদৃশ ফল-রাশির উৎপাদন করেন, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। এই বিবাদে বিজয়-লাভ করিয়া রাধানাথ চৌধুরী যে সাহস ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিলেন কে বলিবে যে, তাহাই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কঠোর শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের কারণ স্বরূপ নহে? কে বলিবে না যে, এই ঘটনায় উৎসাহিত হইয়াই রাধানাথ চৌধুরী অতুলনীয় উদ্যমশীলতা, ধৈর্য্য ও

সহিষ্ণুতা সহকারে স্বদেশোপকারের দুর্গম পথে চির-নিবিষ্ট থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন?

এই বিবাদের সময়ে "জাতীয়-বিদ্যালয়ের" ছাত্রগণ তাহাদের অদ্বিতীয় শুভানুধ্যায়ী রাধানাথ চৌধুরীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিল, তদ্দ্বারা রাধানাথ চৌধুরীর উৎসাহ ও কর্ম্মক্ষমতা শত গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি ছাত্রদিগের পরিচর্য্যায় স্বীয় সবল বাহু উত্তোলন করিয়াছিলেন—এইক্ষণ তাঁহার সেই বাহুতে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হইল। ছাত্রদিগের কল্যাণ কামনায় তিনি দেহ মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন—এইক্ষণ তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। বিবাদের সময় যখন বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, তখনকার নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততার মধ্যেও রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় প্রিয়তম ছাত্রদিগের পরিচর্য্যায় বিরত হন নাই। "গিরীশ বঙ্গবিদ্যালয়ের" অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া তথায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার তৎকালে "জাতীয় বিদ্যালয়ে" অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বলেন—"সেই সময় রাধানাথ চৌধুরী মুহূর্ত্তমাত্র অবসর পাইতেন না। সেই গুরুতর পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য অনুমাত্র লালায়িত দেখি নাই—সেই অচিন্তনীয় ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার

চিরপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে বিরক্তির লেশমাত্রও পরিস্ফুট হয় নাই।” তিনি আরও বলেন—“বালকেরা তাঁহার এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাকে একাকী অধ্যাপনা করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও তথায় প্রত্যহ বহু সংখ্যক বালক পাঠার্থ উপস্থিত হইত। সকলের পাঠ জিজ্ঞাসা করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি কেবল নূতন পাঠ বুঝাইয়া দিয়া যাইতেন। ছাত্রদিগকে তিনি এমনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাত্যহিক পাঠশিক্ষা না করিয়া তাঁহার সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইত না।” বাস্তবিক রাধানাথ চৌধুরী যেরূপ বিশুদ্ধচেতা ও ছাত্রবৎসল ছিলেন—তাঁহার ছাত্রবর্গও সেইরূপ তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁহার অনুজ্ঞা পালনপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

“জাতীয়-বিদ্যালয়ের” এক মাত্র স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকরূপে রাধানাথ চৌধুরী যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, সমুচিত যোগ্যতার সহিত তাহার সুষ্ঠু সম্পাদনেও তিনি অভিনিবিষ্ট হইলেন। উপযুক্ত সংখ্যক সুশিক্ষিত শিক্ষকের নির্ব্বাচন দ্বারা অধ্যাপনার সুবন্দোবস্ত করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। দরিদ্র বালকদিগকে বিনা বেতনে, অর্দ্ধ বেতনে ও স্বল্প বেতনে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রসংখ্যা ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহু মাসের বেতন অনাদায় থাকিলেও তিনি

কোনও বালকের নাম কর্ত্তন করিতেন না। শিক্ষাদান কার্য্য তিনি অতি পবিত্র কর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতেন। নিঃসহায় ও আত্মীয়স্বজনহীন বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ উৎসাহশীল দেখিলে তিনি নিরতিশয় আনন্দানুভব করিতেন—তাহাদিগকে বিনা বেতনে স্কুলে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন হইল, এরূপ মনে করিতেন না; তিনি বহু নিরাশ্রয় বালকের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দূর দূরান্তর হইতে সমাগত বালকেরা তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও মমতায় পরিজনের বিচ্ছেদ-জনিত কষ্ট অনুভব করিত না। ছাত্রদিগের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করিয়া কেহই তাঁহার হস্তে নিষ্কৃতি পাইত না। পরীক্ষায় সুফল প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া কোনও বালক মনঃক্ষুণ্ণ হইলে মধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া তিনি তাহার অন্তঃকরণে নূতন উৎসাহ স্রোতঃ ঢালিয়া দিতেন—বন্ধু বান্ধবহীন প্রবাসী-বালক রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া শয্যাশায়ী হইলে তিনি ঔষধ ও পথ্য লইয়া স্বহস্তে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার চরিত্রে ছাত্রবাৎসল্য যে কিরূপ অসাধারণ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, ভাষায় তাহা প্রকটিত করা যায় না। অনুক্ষণ বহুসংখ্যক বালকে পরিবৃত থাকিয়াও তিনি স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের প্রত্যেকের অভাব ও অনটনের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখি-

তেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাস্তবিক ছাত্রসমাজের পরিচালক, পরিরক্ষক ও পরিপোষকরূপে তিনি স্বদেশ-সেবার যে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন, বহুকাল তাহা স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অনুকরণ-যোগ্য আদর্শ-স্বরূপ বিবেচিত হইবে। অনবরত বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের চরিত্রগত নানা দোষের পরিহার কল্পে এবং শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ নিমিত্ত নানা উচ্চ আদর্শের অনুসরণ বিষয়ে তিনি স্বল্পকাল মধ্যে শ্রীহট্টের সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীকে এরূপ উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সেইরূপ ভাব অধুনাতন কালে ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

এই সংসারে কোনও মহৎকার্য্যই অনায়াসে সুসিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ কঠোর দেশহিতকর কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে উচ্চ নৈতিক চরিত্র, দৃঢ়তা এবং স্বার্থ-শূন্যতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের একত্র সমাবেশ আবশ্যক। "সম্মিলিত সমিতির" (The united Co.) দ্বারা 'পরিদর্শক' যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত দীর্ঘকাল পরিচালিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। স্বল্পকাল মধ্যেই "সম্মিলিত সমিতির" সভ্যদিগের অনেকেরই উৎসাহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহারা স্বদেশ-হিতেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই এই কোম্পানি গঠন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রমে অনেকেই দীর্ঘকাল এই লভ্যহীন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া উঠিলেন। 'পরিদর্শক' সম্পাদন উপলক্ষেও মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল, সুতরাং সমস্ত সভ্যই একযোগে কোম্পানির কার্য্য করা অপ্রীতিকর মনে করিতে লাগিলেন। সম্মিলিত শক্তিতে একের অসাধ্য কার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই সম্মিলিত শক্তির পরিচালনে অনৈক্যের স্পর্শমাত্র ঘটিলে কার্য্যবন্ধনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

৭

তখন একের সুসাধ্য কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই 'পরিদর্শক' প্রেসটী ঋণদায়ে আবদ্ধ হইয়া বিক্রীত হইয়া গেল—"সম্মিলিত সমিতির" অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল!

স্বর্গীয় দীননাথ দাস মোক্তার মহাশয় 'পরিদর্শকের' প্রেসটী নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি 'পরিদর্শক' প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন; সুতরাং "সম্মিলিত-সমিতির" লোপ হইলেও 'পরিদর্শক' বন্ধ হইল না। রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় দীননাথ বাবুর প্রেস হইতে 'পরিদর্শক' পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমে বিস্তর অর্থক্ষতি হইতেছে দেখিয়া দীননাথ বাবু 'পরিদর্শক' বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী 'পরিদর্শকের' মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এতদ্দ্বারা যে তাঁহার প্রভূত অর্থ হানি হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ জানিয়াও তিনি পরাঙ্মুখ হইলেন না। কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, 'পরিদর্শকের' প্রাণরক্ষার জন্য অম্লানবদনে তাহা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপার্জ্জনলব্ধ অর্থের যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, 'পরিদর্শক' তাহার সমস্তই শোষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার দৃঢ়তার ব্যতিক্রম ঘটিল না। ইহাকে

দেশের হিতের জন্য—পরার্থ-সাধনের জন্য গভীর আত্ম-ত্যাগ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

এই সময়ে রাধানাথ চৌধুরীর অতি সামান্যই অর্থাগম হইত, সুতরাং 'পরিদর্শক' মুদ্রাঙ্কণের জন্য প্রেসের প্রাপ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্য কেহ হইলে এই স্থানেই 'পরিদর্শক' প্রকাশ ব্যাপারের যবনিকা পতিত হইত; কিন্তু রাধানাথ চৌধুরীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র ছিল। 'অসম্ভব কথাটী ভাষার অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও' মহাবীর নেপোলিয়নের এই নীতি বাক্যটী তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন। নিজের প্রেস না থাকিলে যে সংবাদ-পত্র প্রচার কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তিনি তাহা পদে পদে অনুভব করিতেছিলেন, সুতরাং 'পরিদর্শকের' জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা তিনি অতি আবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভিলাষ করা মাত্রই ঈদৃশ বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হইল না।

'পরার্থে স্বার্থত্যাগই দেশহিতৈষণার মূল মন্ত্র' একথাটী অনেকেই মুখে বলিয়া থাকেন; কিন্তু এই কথানুযায়ী কার্য্যা-নুষ্ঠান করিতে পারেন, এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত সুলভ নহে। 'পরিদর্শকের' জন্য প্রেস স্থাপন উপলক্ষে রাধানাথ চৌধুরী স্বার্থত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রদীপ্ত দেশানুরাগ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর

রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যে উপায়ে তিনি একটী প্রেস ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশ হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণযোগ্য।

অশিক্ষিত স্বদেশবাসীদের সুশিক্ষার উপায় বিধান জন্য কয় জনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন? কয়জনেই বা উচ্চ পদমর্য্যাদার প্রলোভন তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া মানব-জাতির সেবকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন? স্বীয় ভোগ সুখ বাসনা পরিহার করিয়া কয়জন পরার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? দুর্ব্বল ও অন্য কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত দেশবাসীদের সম্মান ও আত্মমর্য্যাদার সম্বর্দ্ধনই কয়জনে নিজ জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্যস্বরূপ মনে করিয়াছেন? দেশহিতানুষ্ঠানের জন্য কয়জনে অকাতরে স্বীয় বিষয় সম্পত্তি সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? রাধানাথ চরিত্রে আমরা এ সকলই দেখিতে পাইতেছি!

একটী প্রেস স্থাপন করিয়া যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতেও হয়, তথাপি তাহা করিতে রাধানাথ চৌধুরী প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি অপরকে লিখিয়া দিয়া প্রেস ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে তিনি কৃতসংকল্প হন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই উদ্যম হইতে তাঁহাকে বিরত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দৃঢ়তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ক্রমে তাঁহার আগ্র-

হাতিশয্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এরূপ বিমুগ্ধ হইলেন যে, চিরানুগত ভ্রাতার এই একমাত্র মনোভিলাষ আর অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না। বহু চেষ্টায় আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কলিকাতা হইতে একটী প্রেস আনাইয়া দিলেন। সুখের বিষয়,তজ্জন্য ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের প্রয়োজন হইল না। কিন্তু সাংসারিক অসচ্ছলতা বৃদ্ধি হইল ও অলাভজনক মুদ্রাঙ্কণ ব্যবসায়ে ঋণ বৃদ্ধি হেতু বিত্তনাশ ভয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন রহিলেন। রাধানাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রশস্তমনা গোপালকৃষ্ণ রায়চৌধুরী প্রেস স্থাপন কালে ভ্রাতার সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ;— "লোকে কুকর্ম্ম করিয়াও পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে, সৎকার্য্য সাধনের প্রয়াসে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে আর পরিতাপের বিষয় কি ?"

সাধু সার্ চর্লিস্ মেটকাফ্ ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের অশেষ উপকারিতার উল্লেখ ক্রমে তিনি বলিয়াছিলেন * :—"জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার এবং জ্ঞানোন্নতি সাধনই আমাদের কর্ত্তব্যের (ভারত শাসনের) প্রধান অঙ্গ। পরমেশ্বর যে, আমাদিগকে কেবল এই দেশের রাজস্ব আদায় এবং কর্ম্মচারীদের বেতন প্রদান

---

* চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা"১৯৪--৯৫পৃষ্ঠা।

করিতে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কখন সম্ভবপর নহে। আমরা বিবিধ মহান্ এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনার্থ এদেশে প্রেরিত হইয়াছি। এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিল্প এবং দর্শন ইত্যাদি বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের অবস্থা সমুন্নত করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এই কর্ত্তব্য সাধনের সম্ভব নাই।"

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ভারত শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিস্তারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাসন কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নিন্দাবাদ ও কোম্পানির শাসননীতির অপ্রিয় সমালোচনা করিয়া কলিকাতা ও বম্বের কতিপয় ইংরাজ সংবাদপত্র সম্পাদক এদেশ হইতে বহিষ্কৃত ও ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎকালে সংবাদপত্রে গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর প্রভৃতি ভারতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের এবং বোর্ড অব্ ডাইরেক্টর প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের সমালোচনা নিষিদ্ধ ছিল। হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট নিজাম বাহাদুরকে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রদর্শন করিয়া তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের

স্বাধীনতা বিধায়ক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের রোষভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া সার্ চার্লস্ ভারতে কোম্পানীর রাজ্যনাশের বীজ বপন করিয়াছেন, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত ভারতবাসিগণ ইংরাজ শাসনের প্রতি সুদৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ঐ ধারণা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা জ্ঞান বিস্তার হেতু শিক্ষিত লোকেরা সাম্য নীতি মূলক ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অদ্যাপি মহাত্মা মেটকাফের নামে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ কৃতজ্ঞতাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। দিল্লীর প্রকাশ্য দরবারে জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতীয় প্রজাদিগকে ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমতুল্য অধিকার প্রদান পূর্ব্বক ভারত রাজরাজেশ্বরী যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন, উত্তর কালে তাহাই ভারতে সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল স্বরূপ হইল।

সমদর্শনই সুব্যবস্থিত রাজনীতির মুল সূত্র। ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্রে যে সাম্য ও উদারতা মুলক শাসন-

নীতি বিধিবদ্ধ হইল, তদ্দ্বারা শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ রহিত এবং ভারতীয় প্রজা মাত্রেরই যোগ্যতানুসারে উচ্চ উচ্চ রাজ কার্য্যে নিয়োগের অধিকার লাভ হইল। শাসন ও বিচার বিষয়ে ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা প্রবর্ত্তিত হইল। মহাত্মা লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (Local Self-Govt.) প্রবর্ত্তিত হইলে পর এদেশীয় শিক্ষিত লোক-দিগের উচ্চাশা অধিকতর সম্প্রসারিত হইল। বিচার ও শাসন বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ—ভারতবাসীদিগের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ—অস্ত্র ব্যবহার বিষয়ক আইন রহিত করণ—সিভিল সার্ভিসের জন্য বিলাতে ও ভারতে এককালীন প্রতিযোগিতা পরীক্ষার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা মহারাণীর ঘোষণানুযায়ী বিধি ব্যবস্থা লাভের জন্য শিক্ষিত ভারতবাসি-গণ রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এতদ্ভিন্ন ব্রিটিশ প্রজার অন্যান্য সর্ব্ববিধ সত্ব ও অধিকাব লাভেও তাঁহারা লালায়িত হইয়া উঠিলেন। সুসভ্য ও প্রবল পরাক্রম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী ভারতীয় কোটি কোটি প্রজার জাতীয় অভ্যুত্থানের সুবর্ণ সুযোগ সমুপস্থিত মনে করিয়া ভারতহিতৈষীগণ স্বার্থ-চিন্তা নিমগ্ন দেশবাসীদিগকে দেশহিত-চিন্তায় প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জাতীয় অভ্যুদয় কামনায় ভারতের প্রধান প্রধান নগর হইতে দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র সকল

প্রচারিত হইয়া সাধারণের মত বিবিধ উন্নতির দিকে পরিচালিত করিতে লাগিল।

রাধানাথ চৌধুরী যৎকালে 'পরিদর্শক' সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে 'পরিদর্শকই' শ্রীহট্টের একমাত্র সংবাদপত্র। শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসিগণ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বিবিধ সংবাদপত্র পাঠ দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন আলোচনা করিতেন সত্য, কিন্তু কলিকাতার পত্রে মোফঃস্বলের স্থানীয় অভাব অভিযোগ প্রকৃতির আন্দোলনের স্বল্পতা হেতু তাঁহাদের রাজনীতি চর্চ্চা এক প্রকার প্রাণহীন ছিল। শ্রীহট্ট জিলা সম্পর্কীয় বিষয় সমষ্টি অবলম্বন করিয়া 'পরিদর্শকে' যে সকল তেজোগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারাই শ্রীহট্টবাসীদের দেশহিত-চিন্তা সজীবতা প্রাপ্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লোকহিতকর ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া বিধিবদ্ধ হইলেই এরূপ মনে করা যায় না যে, সর্ব্বত্র তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে। হিতৈষী ব্যবস্থাদাতাদিগের অনুকম্পায় এবং দেশবৎসল ভারতবাসীদিগের আন্দোলনফলে যে সকল হিতকর আইন কানুন লাভ হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান-ভার সহস্র সহস্র ব্যক্তির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সর্ব্বত্র উপযুক্ত প্রহরী না থাকিলে পদে পদে ঐ সকল হিতকর ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন অনিবার্য্য। 'পরিদর্শক' এই নামের দ্বারা সংবাদপত্রের যে উদ্দেশ্য সূচিত হয়,

রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীহট্টবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থ-সংরক্ষণ—অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ বিষয়ে 'পরিদর্শক' এক সময়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, শ্রীহট্টে অন্যায়ানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিরা 'পরিদর্শক' ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত। সাহিত্যিক গুণ ও নিয়মিত প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে 'পরিদর্শকের' বহু ত্রুটী লক্ষিত হইত; কিন্তু 'পরিদর্শক' সম্পাদকের নিরপেক্ষতা ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতার প্রতি কাহারও অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

রাধানাথ চৌধুরীর সহাধ্যায়ী শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাস মহাশয় 'পরিদর্শক' সম্পাদন উপলক্ষে—লিখিয়াছেন,— "নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা 'পরিদর্শক' সম্পাদকের সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল। এবং 'পরিদর্শকে' তৎসম্পাদকের গভীর স্বদেশহিতৈষণা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইত।" যাঁহারা রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'পরিদর্শক' পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তৎসম্পাদকের গভীর দেশহিতৈষণার যথাযথ পরিচয় দান করা সম্ভবপর নহে, কারণ পুরাতন 'পরিদর্শক' এখন দুষ্প্রাপ্য। তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে একথা বলিতে পারি যে আমরা যতগুলি পুরাতন 'পরিদর্শক' সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক খানি হইতেই 'পরিদর্শক' সম্পাদকের স্বদেশবৎসলতার দৃষ্টান্ত

স্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতে পারে। শ্রীহট্টের দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি কিরূপ সাহস ও আন্তরিকতা সহকারে আন্দোলন করিতেন, তাহার আভাস প্রদানার্থ তৎসম্পাদিত 'পরিদর্শক' হইতে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

সদর সবডিভিসনের অধীন জয়ন্তীয়া অঞ্চলের পার্ব্বত্য ভূমিতে অনেকগুলি চা-বাগানের আবাদ হইয়াছিল। ক্রমে চা-করগণ নিম্নভূমিতে চা রোপণ করিতে আরম্ভ করেন এবং জলাধিক্য নিবারণের জন্য বহু সুগভীর পয়ঃপ্রণালী কাটাইয়া দেন। তাহার ফলে পূর্ব্বে যে জলরাশি পর্ব্বত হইতে আসিয়া সমভূমি স্পর্শ করিতেও পারিত না, তাহা ঐ সকল পয়োনালার যোগে লোভাছড়া অবলম্বন করিয়া সুরমা নদীতে প্রবলবেগে পতিত হইতে লাগিল। সুরমা এই জলস্রোতের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া তীর অতিক্রম পূর্ব্বক ঐ প্রদেশের কৃষি সমূলে বিনষ্ট করিত। বহু আন্দোলন ফলে আকস্মিক জলপ্লাবন নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সুরমার তীরে একটী উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। চা-করগণ ইহাতে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন। তৎকালে 'পরিদর্শকে' শ্রীহট্টের "কৃষি-সংরক্ষণ" শীর্ষক কতিপয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার একটীর শেষাংশ এইরূপ :—

"——করিমগঞ্জ লোকেল বোর্ডের প্রস্তাবিত এবং প্রধান (chief) কমিশনর সাহেবের অনুমোদিত তদুপরি প্রভিন্সিয়াল ফণ্ডের ব্যয়ে পাবলিক ওয়ার্কস্ দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই বাঁধটী লোভার বিপরীত দিকে সুরমা নদীর পার দিয়া যাইবে দেখিয়া লোভা ভ্যালীর চা-কৃষক সাহেবগণ মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রধান কমিশনর সাহেব নিকট এই মর্ম্মে একটী আবেদন করিলেন যে উক্ত বাঁধ হইলে তাঁহাদের নিম্ন ভূমির চা জলাকীর্ণ হইয়া নষ্ট হইবে; সুতরাং উক্ত বাঁধ হইলে তাঁহা-দিগকে দুই তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। * * * * বিষয়টী এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে প্রধান কমিশনর সাহেব হঠাৎ তাহা গুটাইতে পারিলেন না। * * নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা রিপোর্ট করাইয়া তাহা বারণ করাইলেন। * প্রজা সাধারণ তাহা জানিতে পারে নাই, * * * ছড়া শব্দে সামান্য খাল বুঝায়। পূর্ব্বে লোভা ছড়া একটী সামান্য খাল ছিল, এখন চা বাগানের প্রভুদের অকার্য্যে তাহা একটী প্রকাণ্ড নদীতে পরিণত হইয়া প্রজাদের কোটি কোটি টাকার কৃষির বিনাশ সাধন করিতেছে। চা-বাগানের প্রভুরা কি ন্যায়তঃ এই কোটি কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দায়ী নহেন? সাধা-রণ প্রজাদের মুখবন্ধ বলিয়াই তাহার উপর উল্টা এত ক্ষতিপূরণের দাবী করিতেছেন। প্রধান কমিশনর সাহেব ইহাতে সায় দিয়া নিতান্ত ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। * * কয়েক জন ধনশালী ব্যবসায়ীর ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্র প্রজাদের হস্ত হইতে অন্নমুষ্টি যে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইত্যাদি।"

দুর্ব্বল প্রজার পক্ষ সমর্থনের এইরূপ তীব্রতায় 'পরিদর্শক' সতত সমলঙ্কৃত হইত। 'পরিদর্শক' দরিদ্র, অশিক্ষিত ও মূকপ্রায় লক্ষ লক্ষ শ্রীহট্টবাসীর মুখস্বরূপ ছিল। স্বনাম-ধন্য ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহোদয় লিখিয়া-ছেন—"তাঁহার (রাধানাথ চৌধুরীর) প্রতি কার্য্যেই নির্ভীক-তার পরিচয় পাওয়া যাইত।" রাজানুগ্রহভাজন চা-কর সাহেবদিগের প্রবলতাভীত হইয়া তিনি স্বদেশবাসীদের স্বপক্ষসমর্থনে বিরত হন নাই। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত পূর্ব্বোক্ত বাঁধটীর জন্য ভূমিগ্রহণ আরম্ভ হইলে পর যে সকল ভূস্বামী দেশোপকারের জন্য সামান্য ভূমির মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া গবর্ণমেণ্টের ভূমিগ্রহণ কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 'পরিদর্শক' সম্পাদক তাহাদিগকে 'সামান্য জমিদার', 'স্বার্থান্ধ' প্রভৃতি বিশেষণভূষিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ঐ সকল আপত্তিকারীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইলে পর তিনি সানন্দে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। 'পরিদর্শক' সম্পাদক পদস্থ, ধনী, জমিদার বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের বিরাগভয় সম্যক্ উপেক্ষা করিয়াই লেখনী সঞ্চালন করিতেন। তিনি যাহা ন্যায় ও বিধিসঙ্গত মনে করিতেন অকুতোভয়ে তাহা লিপি-বদ্ধ করিতেন। প্রবলের অন্যায্য লালসাদ্বারা দুর্ব্বল স্বদেশ-বাসীদের নিষ্পীড়ন তিনি কখনও নীরবে দর্শন করেন নাই।

দুর্ব্বল প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি কর্কশ ও অপ্রীতিকর ভাষার প্রয়োগ করিতেও তিনি নিরস্ত হইতেন না। শ্রীহট্টের 'কৃষিসংরক্ষণ' প্রবন্ধের যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে আমরা * * চিহ্নদ্বারা তাহার স্থল বিশেষ ত্যাগ করিয়াছি। "তাহাদিগকে দুই তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে" এই অংশের পর ঐ উহ্য বাক্যগুলির সংযোগ করিলে এইরূপ হইবে ঃ—"একেত নর্ত্তকী তাহাতে আবার মৃদঙ্গের তালী! চা-বাগানের ক্ষতি হয় শুনিলেই ত আমাদের প্রধান কমিশনরের কাণে হাত দিবার কথা, তদুপরি আর দুই তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নাম শুনিয়াই আমাদের প্রধান কমিশনর সাহেব হতভম্ব হইয়া গেলেন!" সংবাদ পত্র সম্পাদকের এরূপ ভাষা প্রয়োগ মার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু এইরূপ রূঢ় ভাষার প্রয়োগ যে রাধানাথ চৌধুরীর দুর্ব্বল স্বদেশবাসীদের প্রতি সুগভীর সহানুভূতির তীব্রতা-জনিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐ প্রবন্ধের আমূল এরূপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এরূপ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা সম্বলিত যে এই প্রবন্ধটী পাঠ মাত্র উহা যে প্রজা সাধারণের হিতার্থে লিখিত তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। 'পরিদর্শকের' শিরোদেশে—

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ॥"

এই উক্তিটী সন্নিবেশিত ছিল। 'পরিদর্শক'-সম্পাদক সরল হৃদয়ে ঐ উক্তিরই অনুসরণ করিতেন। তিনি যে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" এই নীতির অনুবর্ত্তী হইতেন না, একথা বলাই বাহুল্য।

উপরিদ্ধৃত একটী মাত্র প্রবন্ধের মধ্য হইতেই আমরা 'পরিদর্শক' সম্পাদকের কতিপয় বিশিষ্ট গুণের প্রতি ইঙ্গিত করিলাম। তদ্দ্বারাই 'পরিদর্শক' সম্পাদনের উদ্দেশ্য ও প্রণালী এই উভয়ই বোধগম্য হইবে। 'পরিদর্শক' সম্পাদন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী স্বদেশবাসীদের কি কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ করিয়া এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণ স্বাধীন মত প্রকাশ পূর্ব্বক আন্দোলন করিবার অধিকারী হইয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ বা পরিত্যাগ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং একটী সংবাদপত্র দ্বারা কি কি কার্য্য সংসাধিত হইল, তাহার নিরূপণ করিয়া তৎসম্পাদকের শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ করিতে হয় না। সংবাদ পত্র দ্বারা লোকমত ও দেশ মত গঠন বিষয়ে কতদূর কার্য্য হইল তাহাই দেখিতে হয়!

গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে স্বমত বিরোধী দেখিলে রাধানাথ চৌধুরী কখন কখন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পরতা ও প্রজারঞ্জনানুরাগ সম্বন্ধে তাঁহার অণুমাত্রও সংশয় ছিল না। লোকহিতকর বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে প্রতিকার লাভ হইবে, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা ছিল; সুতরাং গভীর আগ্রহ সহকারে তিনি স্থানীয় অভাব ও অভিযোগাদি লিপিবদ্ধ ও গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেন। তিনি আসামের প্রধান কমিশনর মহোদয়কে "ইহ জগতে আসাম বাসীদের সাক্ষাৎ বিধাতা পুরুষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নূতন প্রধান কমিশনর নিয়োগে "রাজ্যাভিষেক" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়া প্রজারঞ্জন হেতু কোন্ কোন্ কার্য্যে তাঁহার আশু হস্তক্ষেপণ প্রয়োজন সবিস্তারে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গের একটীও উপেক্ষণীয় নহে। যথা:—

১। শ্রীহট্টের কৃষি সংরক্ষণ।

২। বিচার বিভাগের সংস্কার।

৩। পুলিশের সংশোধন।

৪। জেইলের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি—

প্রবন্ধটী অতি দীর্ঘ। নমুনা স্বরূপ কয়েকটী প্যারা উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

"——অপরাধের সংখ্যা জিলায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। দায়রার মোকর্দ্দমার তুলাযন্ত্রে জিলার অপরাধের পরিমাণ ওজন করিলে বস্তুতঃই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি এই অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে দুইটী কারণ প্রতিনিহিত রহিয়াছে। ১ম—একষ্ট্রা এবং এসিষ্টাণ্টদের অসারতা; ২য় নিরঙ্কুশ পুলিশকর্ম্মচারীদিগের অসদুপায়ে অর্থ-সঞ্চয়-স্পৃহা। শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে যে কয়েকজন 'একষ্ট্রা' কণ্টকবৎ প্রোথিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে কলমজীবী কেরাণী ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকূলতায় (এখন*) হাকিম হইয়াছেন; মস্তিষ্ক গরম হইয়া পড়িয়াছে; (এদেশীয়দের) মন্দভাগ্যবশতঃ এই সকল কেরাণী হাকিমের হস্তে ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত রহিয়াছে। ইঁহারা আইনকানুনের ধার ধারেন না—ধারিতেও চাহেন না, বল্গা বিহীন অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছা পরিচালিত হইয়া বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। উর্দ্ধ আদালতে এই হাকিমদের বিচার কখনও স্থিরতর থাকিতে পারে না। স্থিরতর থাকাই অসম্ভব। তাঁহাদের সৌভাগ্য এই যে এখানকার আপীল আদালত অধঃস্থ আদালতের খামখেয়ালি বিচার সম্বন্ধে একটী মন্তব্যও করিয়া থাকেন না। * * আপীল আদালতে তাঁহাদের বিচারের লাঞ্ছনা দেখিয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের নিষ্পত্য মোকর্দ্দমা অধিক

---

* ( ) এই চিহ্নের দ্বারা বদ্ধশব্দগুলি কীটদষ্ট হেতু আমরা অর্থ উদ্ধারের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম।

পরিমাণে আপীল না হইতে পারে, এই ... হাকিমগণ তাহার একটী প্রকৃষ্ট পদ্ধতি (অবলম্বন করিয়া) থাকেন। এই পদ্ধতিটী সরাসরি বিচার—এই বিচারে আপীলের ভয় নাই। এই প্রকারে তাঁহারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। এখানে বলা উচিত যে এ জেলার শিক্ষিত যুবকদিগকে একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট পদে নিযুক্ত করিলে এ প্রকার বিচার বিভ্রাটের কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন তৎপ্রতি আমাদের চিফ্ কমিশনর বাহাদুর বিশেষ মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমাদের একান্ত আশা রহিল। এসিষ্টাণ্ট কমিশনরদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই প্রচুর হইবে যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ চা-করদের বন্ধু, কেহ বা উদ্ধত স্বভাব (আর) কেহ বা অভিজ্ঞতা-রহিত।"

"—পুলিশের কথা আর কি বলিব। পুলিশ বলিলেই সবই বুঝায়। তবে কিনা শ্রীহট্টের একটুকু বিশেষত্ব আছে। এখানে পুলিশের রাখাল মিঃ রিচি সাহেব। রিচি সাহেব বম্ ভোলা—সদাশিব। ইংরাজী বোল চাল ও দুই একটা চালাকি দেখাইলেই প্রভুর আনতমস্তক। [ইহার পরবর্ত্তী অংশ সম্পূর্ণ জীর্ণ ও বিগলিত হইয়া গিয়াছে]"

আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। 'পরিদর্শক' সম্পাদন উপলক্ষে রাধানাথ চৌধুরীর তেজস্বিতা, ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও নির্জীব শ্রীহট্টবাসীদিগকে উদ্দীপিত করিবার স্পৃহা সমগ্র দেশময় এরূপ সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল যে কেহ কেহ বলেন,

একমাত্র 'পরিদর্শক' সম্পাদন জন্যই রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার স্বদেশবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে নাম না ধরিয়া 'এডিটর' এই নামে সম্বোধন করিতেন। শ্রীহট্টে তাঁহার দ্বারাই এডিটর (সম্পাদক) এই নাম সম্ভ্রম সূচক পদবীতে পরিণত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়।

সংবাদ পত্রে প্রবন্ধলিখন বা প্রকাশ্য সভা মণ্ডপে বক্তৃতা দান প্রভৃতি দ্বারা নির্জীব দেশবাসীদের মধ্যে যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করা যায়, উপদেশানুযায়ী—স্বল্প সংখ্যক কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়, একথা কে না স্বীকার করিয়া থাকেন? 'পরিদর্শক' সম্পাদক একমাত্র লেখনী মুখেই দেশময় উদ্দীপনা আনয়ন করিতেন না। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিত, তদ্দ্বারা দেশোপকারে তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ সতত অভিব্যক্ত হইত। 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পরিচালক রূপে তিনি যেরূপ শ্রীহট্টের ছাত্র সমাজকে জাতীয় উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছিলেন,—'পরিদর্শকের' সম্পাদন দ্বারা যেরূপ দেশ-হিতকর বিষয়ে লোকের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বিকশিত করিতেছিলেন,—নিজ জীবনের নানা ঘটনার অভ্যন্তর দিয়াও তেমনি শ্রীহট্টবাসীদের আত্মসম্মান বোধের উন্মেষণ ও পরোপকার-সাধন-স্পৃহার উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে শ্রীহট্টে যত দেশহিতকর কার্য্যের অনু-

ষ্ঠান হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সহিত বিশিষ্টভাবে তাঁহার সংশ্রব ছিল। অধিকাংশ স্থলেই রাধানাথ চৌধুরী দেশোন্নতি বিধায়ক কার্য্যের নেতা ছিলেন। তাঁহার মত ও কার্য্যে কোনও রূপ অসামঞ্জস্য ছিল না। পরহিত সাধনে তাঁহার এক অনন্য-সুলভ আগ্রহ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। নিজের ভাবনায় কখনও তাঁহাকে তেমন ব্যাকুল দেখা যাইত না। একদা রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার শ্রীহট্টস্থ বাস ভবনের সন্নিকটে এক বাড়ীতে আগুন লাগে। পাড়ার সকলেই স্ব স্ব দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিতে লাগিল। রাধানাথ চৌধুরী অগ্নি দর্শন মাত্রে সর্ব্বাগ্রে যাইয়া এক প্রজ্জ্বলিত গৃহের চালে উঠিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অনেক লোকই আগুন নিবাইতে অগ্রসর হইল, কিন্তু বাতাস প্রবল হওয়ায় স্বল্পকাল মধ্যে অনেক গৃহ ও দ্রব্য সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেহ কেহ রাধানাথ চৌধুরীর গৃহের দ্রব্যাদিও বাহির করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু তিনি বারণ করিলেন; বহু লোককে গৃহশূন্য ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখিয়া তিনি এরূপ কাতর হইলেন যে, নিজের বাড়ীতে আগুন ধরিলে দ্রব্যাদি বাঁচাইবার নিমিত্ত কোনও উদ্যম করিলেন না। কেবল ঘোড়া ও গরুগুলি ছাড়িয়া দিলেন। যতক্ষণ না অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তিনি নদী তীরে বসিয়া ঈশ্বর নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কবিকুল-কেশরী মধুসূদন দত্ত দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের পরদুঃখকাতর হৃদয়টীকে বাঙ্গালী মাতার হৃদয়ের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। * বঙ্গীয় মাতৃকুলের সেই আত্মত্যাগময় স্নেহপ্রবণতা রাধানাথ-চরিত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। চাঁদনী ঘাটের সন্নিহিত ধর্ম্ম ঘড়ির তলদেশে একদা একটী রুগ্ন, অনাহার-ক্লিষ্ট কুলী মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত ছিল। সেই উপেক্ষিত নিরাশ্রয় লোকটীর হৃদয়-বিদারক অবস্থা দর্শন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাকে স্বীয় বাসবভনে লইয়া গেলেন এবং স্বয়ং ঔষধ ও পথ্যাদি দান করিয়া শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। সেই নানা রোগের আকর স্বরূপ কুলী দেহ স্পর্শ করিতে এবং তাহার গাত্র-সংলগ্ন অপরিষ্কৃত বস্ত্র খণ্ডগুলি স্বহস্তে উন্মোচন করিতে তিনি অনুমাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিলেন না।

আর একবার মোফঃস্বলের একটী ভদ্র লোক মামলা মোকদ্দমার জন্য শ্রীহট্টে আসিয়া এক মোখ্‌তিয়ার বাবুর বাসায় আশ্রয় লন। তথায় ২।৩ দিবস থাকিলে পর হঠাৎ এক দিন তাহার ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়। বিদেশে—

---

* "Who has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother" মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

অপরের গৃহে অবস্থান কালে এই শঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া লোকটী অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়েন। রাধানাথ চৌধুরী এই কথা জানিতে পরিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া ঐ লোকটীর শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। তিনি নিজ হইতে অর্থ দিয়া ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন এবং ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একমাত্র রাধানাথ চৌধুরীর যত্নে ঐ লোকটী আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান।

পরের বিপদ দর্শন করিয়া যাহারা উঃ! আঃ! মাত্র করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যান, রাধানাথ চৌধুরী তাহাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদ্ধত প্রকৃতির নবাগত জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী একদা অশ্বযানে গমন কালে পরিপার্শ্বস্থ এক রুগ্ন ভিখারীকে সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটী বশতঃই হউক অথবা ঘোটকের ভয়োৎপাদনের কারণ স্বরূপ মনে করিয়াই হউক উপর্য্যুপরি কশাঘাত করিতে থাকেন। রাধানাথ চৌধুরী দাঁড়াইয়া এই নিষ্ঠুর কার্য্য দর্শন করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া সেই ভূলুণ্ঠিত ভিখারীকে আগুলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নিজের শরীরে আঘাত লাগিতে পারে এই ভয়ে ক্ষণমাত্রও ইতস্ততঃ করিলেন না। তাঁহার এই মহানুভবতা দর্শন করিয়া উপস্থিত লোকেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অধিক কি তদ্দৃষ্টে সেই উগ্র প্রকৃতিক

লোকটীর হৃদয়েও রাধানাথ চৌধুরীর প্রতি সম্ভ্রমের উদয় হইল। বিস্মিতচিত্তে ও লজ্জাবনতবদনে ঐ স্থান ত্যাগ করিবার সময় তিনি সন্নিহিত একটী ভদ্র লোককে রাধানাথ চৌধুরীর পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

দুর্বৃত্ত ও উদ্ধত প্রকৃতিক লোকেরা হীনবল লোকের উপর উৎপীড়ন করিতেছে দেখিলে রাধানাথ চৌধুরী সতেজে তাহা নিবারণ করিতেন। উৎপীড়িত লোকদিগের যাতনা তিনি এরূপ সুতীক্ষ্ণ ভাবে অনুভব করিতেন যে তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হইত যেন তিনি স্বয়ং উৎ-পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার তেজোময় জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি রূঢ়-স্বভাব ব্যক্তিরাও তাঁহার প্রতিবাদে রুষ্ট হইত না। একদা একটী ভদ্র লোক সিঁড়ি বাহিয়া ষ্টীমারে উঠিতে যাইতেছিলেন। ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণী হইতে কোনও আরোহী তীরে নামিয়া যাইবেন বলিয়া একটা খালাসী সিঁড়ি আগুলিয়া রহিয়াছিল। ভদ্র লোকটী তাহা বুঝিতে না পারিয়া ষ্টীমারে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে খালাসী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নামাইয়া দিল। রাধানাথ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই অশিষ্ট খালাসীকে এরূপ শাসন করিলেন যে, সেই মূর্খ গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটাও অকারণে ভদ্র লোকের গায় হাত তুলিয়াছে বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল!

একদা তিনি কলিকাতার পথে তাঁহার স্বগ্রামবাসী একটী সাধারণ লোককে বিপন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া স্বব্যয়ে গৃহে লইয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে ষ্টীমারে সেই লোকটী প্রথম শ্রেণীর কামরার সন্নিকটে বসিয়া উহা নির্জ্জন মনে করিয়া তামাক খাইতেছিল। প্রথম শ্রেণীর জনৈক যাত্রী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া মারিতে তাড়া করিয়া আসেন। সেই লোকটী ভয়ে দৌড়াইয়া রাধানাথ চৌধুরীর সন্নিহিত হয়। পশ্চাদ্ধাবন-পরায়ণ যাত্রীটীকে এই সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ ও প্রহারোদ্যত দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার ঈদৃশ কঠোর শাসন কার্য্যে তৎক্ষণাৎ বাধা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "এই ব্যক্তি আপনার অবমাননার অভিপ্রায়ে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই সুতরাং ইহার এতাদৃশ নিষ্পীড়ন উপযুক্ত নহে। আর একথাও স্মরণ করা উচিত যে ভাড়া প্রদান করিলে, এই ব্যক্তি সুমার্জ্জিত লৌকিক ব্যবহারে যতই কেন অপটু হউক না প্রথম শ্রেণীতে গমন করিবার অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।" বলা বাহুল্য, অতঃপর সেই ১ম শ্রেণীর আরোহী স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগে বাধ্য হন।

ক্ষমাশীল ও মহান্তঃকরণ ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় রাধানাথ চৌধুরী মূর্খ ও অনভিজ্ঞ-লোকদিগের অজ্ঞানতাজনিত ত্রুটী উপেক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত লোকদিগের

কোনও প্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার দর্শন করিলে অতিশয় রুষ্ট হইতেন। উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের আচার ব্যবহার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের অনুকরণযোগ্য ও আদর্শস্বরূপ হওয়াই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। ভদ্রলোকদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ইতরজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখিলে তিনি এরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন যে তদ্দৃষ্টে ভয়ের সঞ্চার হইত। "জাতীয় বিদ্যালয়ের" একটী অল্পবয়স্ক বালক খেলিতে খেলিতে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একটী ইউরেশিয়ান বালককে প্রহার করে ও dog (কুকুর) বলিয়া গালি দেয়। এই ঘটনা শ্রবণ মাত্র ঐ বালকের পিতা * একজন নেহাৎ নেটিভ কর্ত্তৃক স্বপুত্রের ঈদৃশ অপমান অসহনীয় মনে করিয়া চাপরাসীকে একখণ্ড বেত লইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতে কহিলেন এবং স্ফীতবক্ষে সপুত্রক সানুচর ঐ বালকের শাসনাশয়ে ধাবিত হইলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এই উদার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। বেত্রহস্তে "জাতীয় বিদ্যালয়ে" প্রবেশমাত্র অপমানকারী বালকের পৃষ্ঠ অপেক্ষা স্বপৃষ্ঠে বেত্র পতনের অধিকতর সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন।

"জাতীয় বিদ্যালয়ের" বালকদিগের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতার জন্য শিক্ষকমণ্ডলীই সম্পূর্ণ দায়ী, রাধানাথ চৌধুরী

* ইনি তৎকালে শ্রীহট্টের টেলিগ্রাফ-মাষ্টার ছিলেন।

এরূপ মনে করিতেন। শিক্ষক ব্যতীত অন্য কেহ বালক-দিগের প্রতি কঠোর শাসনে উদ্যত হইলে তাহা তিনি ঘোর অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে করিতেন। একদা শ্রীহট্ট সহরে খুব ধূমধামের সহিত "কংসবধ" অভিনয় হয়। অভি-নয় স্থলে শ্রীহট্টের ছাত্রমণ্ডলী-প্রমুখ জনসাধারণের সহিত পুলিশের এক প্রবল সংঘর্ষণ হয়। ইহার ফলে কয়েকটী স্কুলের ছাত্র পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ও হাঙ্গামার উত্তেজনাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হয়। কোমলমতি বালকবৃন্দ বে-আইনী জনতাকারী সাধারণ অপরাধীর ন্যায় পুলিশ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি স্থানীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভীক ভাবে পুলিশের অবলম্বিত প্রণালীর অহিতকারিতার নির্দ্দেশ করতঃ প্রতিকার প্রার্থনা করেন। তাঁহারই উদ্যোগে, যুক্তিবলে ও চেষ্টায় বালকেরা পুলিশের কবল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দণ্ডভোগের জন্য শিক্ষকদিগের হস্তে সমর্পিত হয়।

আধুনিককালে বালকদিগের নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা উপস্থিত হইলে শিক্ষকগণ অভিভাবকদিগের এবং অভিভাবকগণ শিক্ষকদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। শিক্ষকগণ কহেন যে, বিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে বালকদিগের সচ্চরিত্রতার জন্য তাঁহারা দায়ী হইতে পারেন

না। বলা বাহুল্য রাধানাথ চৌধুরী এবং "জাতীয় বিদ্যা-লয়ের" শিক্ষকমণ্ডলী কখনও ঈদৃশ যুক্তির অন্তরালে থাকিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের প্রয়াসী হন নাই। তাঁহারা অপরিসীম আগ্রহ সহকারে বালকদিগকে সর্ব্বত্র সন্নীতি-পরায়ণ করিয়া তুলিতে যত্নশীল হইতেন এবং গৃহে বাল-কেরা নিয়মিত পাঠাভ্যাস করে কিনা এবং অবকাশ কাল কিরূপে যাপন করে, ঐ সকল বিষয়েরও যথোচিত তত্ত্ব লইতেন।

একদা রাধানাথ চৌধুরী "জাতীয় বিদ্যালয়ে" পড়াই-তেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, স্কুলের নিকটবর্ত্তী কুঠীর একজন সাহেব কর্ম্মচারী "জাতীয় বিদ্যালয়ের" একটী ক্ষুদ্র বালককে বিদ্যালয় সংলগ্ন মুক্ত স্থানে প্রস্রাব করিতে দেখিয়া ধরাইয়া নিয়া গিয়াছেন এবং স্বয়ং ঐ কোমলপ্রাণ বালকটীকে একটী খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছেন। এই নিষ্ঠুরবার্ত্তা শ্রবণমাত্র রাধানাথ চৌধুরী আর কালবিলম্ব না করিয়া কুঠীতে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ বালকটীকে সাহেবের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। অলক্ষিতে বিদ্যালয়ের কতকগুলি বালক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। ইহারা কুঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তেজনা ও বালসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ সাহেবের অনেকগুলি জিনিষ পত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে।

বালকদিগকে গোলমাল করিতে দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী "বালকগণ ক্ষান্ত হও, * এই বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন।

বালক সমভিব্যাহারে কুঠীতে প্রবেশ ও কতকগুলি জিনিষ পত্র লণ্ডভণ্ড করার হেতুবাদে রাধানাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটী ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তৎকালীন একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু রাজমোহন দের আদালতে এই মোকদ্দমার বিচার ভার অর্পিত হইয়াছিল। রাজমোহন বাবু ইতিপূর্ব্বে বিচার-বিভ্রাট জন্য 'পরিদর্শক' সম্পাদকের লেখনীর লক্ষ্যীভূত হইয়াছিলেন। তদ্ধেতু তাঁহার নিরপেক্ষতায় সন্দিহান হইয়া রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না। রাজমোহন বাবুও এই মোকদ্দমাটী আদালতের বাহিরে আপোষ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষানুসারে রাধানাথ চৌধুরী সাহেবের নিকট কোনও

* "Order boys !"—বালকেরা গোলমাল করিলে রাধানাথ চৌধুরী এই আদেশ বাক্যটী সৈনিক বিভাগের কাপ্তানের অনুকৃতি পূর্ব্বক উচ্চারণ করিতেন। তন্মুহূর্ত্তেই এই আদেশ বাক্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত প্রতিপালিত হইত যে, তদ্দর্শনে দর্শকদিগের বিস্ময় উৎপাদিত হইত।

রূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সম্মত হইলেন না। সাহেবের নিজকৃত কার্য্যের গুরুত্বের সহিত তুলনায় তিনি বালকদিগের কৃত অপকার অতি সামান্য বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। তিনি নিজে নিরপরাধ, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা ছিল, সুতরাং তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিব কি জন্য ?".

এই ঘটনা ও মোকদ্দমার সময়ে সমগ্র শ্রীহট্ট সহরটী-আন্দোলনতরঙ্গে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। * কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণতা হেতুই রাধানাথ চৌধুরী এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া জনসাধারণ তৎপ্রতি সুগভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই উত্তেজনা ভাবের মৃদুতার অপেক্ষায় রাজমোহন বাবু মোকদ্দমার রায় প্রকাশে বিলম্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই ইচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রিতা রাধানাথ চৌধুরীর ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। রাজমোহন বাবু জাতিতে স্বর্ণবণিক ছিলেন। তাহাই উপলক্ষ করিয়া 'পরিদর্শকের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মর্ম্মে একটী মন্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছিলঃ—"অলঙ্কার গড়াইতে

---

* ঐ বৎসর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষা পত্রে "সম্বৎসরের ঘটনাবলী অবলম্বনে একটী রচনা লিখ" এইরূপ একটী প্রশ্ন ছিল। তদুত্তরে অনেক ছাত্রই এই ঘটনাটী ঐ বৎসরের একটী বিশেষ ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

দিলে স্বর্ণকার যেরূপ আজ দিব, কাল দিব এইরূপ বলিয়া থাকে, আমাদের সুদক্ষ একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু রাজমোহন দে, আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ফৌজদারী মোকদ্দমার রায় প্রকাশে সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন!" বলা বাহুল্য, রাজমোহন বাবু এই শ্লেষোক্তির মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন না। অবশেষে তিনি স্বীয় দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাঁহার বিচারে রাধানাথ চৌধুরীর ৫১৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল।

রাজমোহন বাবুর উদ্দেশ্যে লিখিত মন্তব্যটী রাধানাথ চৌধুরী স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, না তাঁহার কোনও রহস্যপ্রিয় বন্ধু উহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ঐরূপ তীব্র শ্লেষোক্তি পত্রস্থ করিয়া রাধানাথ চৌধুরী যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তিনি ঐ মোকদ্দমায় নিজকে সাপরাধ মনে করিতেন, তাহা হইলে কখনও ঐরূপ নির্ভীকতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণে নির্ভীকতা রাধানাথ চৌধুরীর প্রকৃতিগত গুণ ছিল। পাছে প্রবলের সহিত সংঘর্ষণ দ্বারা বিপন্ন হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি কখনও কঠোর কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। শ্রীহট্টের সন্নিহিত কালা-গোল চা বাগানের ম্যানেজার একটী কুলীর হত্যাব্যাপারে

সংস্পৃষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত হন। রাধানাথ চৌধুরী সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে অকুতোভয়ে এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া 'পরিদর্শকে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎ-পাঠে চা-বাগানে পশুবৎ ব্যবহৃত কুলীদের প্রতি জনসাধারণের গভীর সহানুভূতি উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং সুদক্ষ ব্যবহারাজীবগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৃত কুলীর পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী উকিলের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন; প্রতিপক্ষের প্রবলতায় ভীত না হইয়া 'পরিদর্শক-সম্পাদক' প্রকাশ্যে এই মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিতেও বিরত হন নাই!

কর্ত্তব্য সম্পাদনে রাধানাথ চৌধুরীর দৃঢ়তাও অবিচলিত ছিল। কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া কথনও নিরস্ত হইতেন না। শ্রীহট্ট জেইলের কতকগুলি মণিপুরী কয়েদী জাতি ও ধর্ম্মনাশ ভয়ে জেইলখানার অন্ন ভোজনে অসম্মত হয়। জেইলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের স্বতন্ত্র আহারের বন্দোবস্ত না করায় মণিপুরীগণ কতিপয় দিবস অনাহারে যাপন করে এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াও স্বধর্ম্ম রক্ষায় কৃতসংকল্প হয়। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র রাধানাথ চৌধুরী স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেইলের নিয়ম অনুসারে মণিপুরীদিগকে স্বতন্ত্র রন্ধন করিতে দিতে

কর্ত্তৃপক্ষকে অসমর্থ দেখিয়া তিনি উর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের নিকট স্বব্যয়ে বহু টেলিগ্রাম করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করেন। তাঁহারই দৃঢ় ও অবিচলিত আন্দোলন ফলে মণিপুরীদিগের স্বপাক-অন্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা লাভের জন্য রাধানাথ চৌধুরীকে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আবেদন করিতে হইয়াছিল।

উৎকোচগ্রাহী পুলিশের দ্বারা নিরীহ প্রজার উৎপীড়ন দমনের জন্য রাধানাথ চৌধুরী বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজিরবাজারের লোকদিগের উপর পুলিশের লোকেরা একবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। রাধানাথ চৌধুরী সেই সময় স্বীয় প্রকৃতিগত নির্ভীকতা সহকারে তাহাদিগকে এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, সেই ঘটনা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। শ্রীহট্টের পুলিশ কর্ম্মচারিগণ রাধানাথ চৌধুরীকে কিরূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিত, তাহা বুঝাইবার জন্য একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একটী রক্ষিত পুষ্করিণীর (Reserved Tank) সন্নিকটে কয়েকটী বালক বল্ (Ball) নিয়া লোফালুফি করিতেছিল, হঠাৎ বল্‌টী পুষ্করিণীতে পড়িয়া যায়—পুলিশ প্রহরীকে দূরে অনাবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র বালক চুপি চুপি বল্‌টী উঠাইয়া আনিতে চেষ্টা করে। দৈবাৎ প্রহরী উহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া ফেলে এবং থানায় লইয়া

যাইতে চায়। পথিমধ্যে ঐ বালকটী স্কুলের ছাত্র—বিশেষতঃ 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' ছাত্র ইহা জানিতে পারিয়া—সিংহের বিবর হইতে শাবক সংগ্রহবৎ কার্য্যটী বিপজ্জনক মনে করিয়া ঐ পুলিশ-প্রহরী বালকটীকে ছাড়িয়া দেয়! বলা বাহুল্য, কর্ত্তব্য ভঙ্গের জন্য তাহার বিশেষ অনুতাপ দেখা যায় নাই, কারণ, অপরাধী লোকদিগকে থানায় লইয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহাদের নিকট কিছু কিছু আদায়ের চেষ্টাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে হইত।

হবিগঞ্জ সবডিবিসনের অন্তঃপাতী ঘুঙ্গীজুরী হাওরে পূর্ব্বে ডাকাইতি হইত, একথা অনেকেই শুনিয়াছেন। দুইটী লোক মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য কিছু টাকা পয়সা লইয়া ঐ পথে আগমন কালে দুর্বৃত্ত দস্যুগণ তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল; অধিক কি, তাহাদের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই। লোক দুইটী কোনও দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রদত্ত চীরখণ্ড দ্বারা কোনও রূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া সুদূর শ্রীহট্ট সহরে উপস্থিত হয়। রাধানাথ চৌধুরী ইহাদিগকে যথোপযুক্ত বস্ত্রাদি দান করেন এবং এইরূপ দিনে ডাকাতি নিবারণের জন্য পুলিশের অসারতা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এরূপ এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন যে, ঐ ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশ বিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরাও কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

দুর্ব্বল দেশবাসীদের বিপদাপদে রাধানাথ চৌধুরী যেরূপ তেজস্বিতা ও সাহস সহকারে তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইতেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যেখানে কোনও লোক বিপদগ্রস্ত হইত, সেই খানেই রাধানাথ চৌধুরীকে দেখা যাইত। পরের উপকারার্থ কিছু করিতে পারিলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। পরের ভাবনায়—দেশের ভাবনায় তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত দেখা যাইত। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"নিশি দিন আকুলিত মাতৃ দুঃখ স্মরি,
ঘুচাইতে শশব্যস্ত মায়ের বেদন!"

বাঙ্গালী দেশহিতৈষিগণ বাক্যবীর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া অনেকেই জনসাধারণের অগম্য লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং দেশবাসী-দিগকে উপদিষ্ট কর্ম্মানুসরণে অগ্রসর হইতে না দেখিয়া 'হায়! ইহারা আমার মর্ম্ম বুঝিল না!' এরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের সংযোগ দ্বারা রাধানাথ চৌধুরী দেশহিতৈষণার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণ তাহার অনুসরণ করিলে বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক-কালিমার কিয়দংশ প্রক্ষালিত হইতে পারে।



নবম অধ্যায়।

ধনবান ব্যক্তিরাও বিত্তনাশ ভয়ে যে সকল দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন না; পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সম্বল লইয়া রাধানাথ চৌধুরী তদনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং বহু ব্যয়সাধ্য নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া এরূপ সুকৌশলে সেই সমস্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইলে আরও কত কি করিতে পারিতেন, এই সকল চিন্তা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

রাধানাথ চৌধুরীর পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় ধনশালী মহাত্মা শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার কল্পে মুক্ত হস্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ক্রমশোষণে রাজভাণ্ডারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাঁহারা সুদীর্ঘকাল বিদ্যালয় পরিচালনে লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। রাধানাথ চৌধুরী একপ্রকার রিক্ত হস্তেই 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পরিচালন পথে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে, উৎসাহে ও একাগ্রতায় স্বল্পকাল মধ্যেই "জাতীয় বিদ্যালয়" বহু সংখ্যক ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অধিক কি, এক কালে এই বিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যায় সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রথম

স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রীঃ শ্রীহট্টে আর একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হইলেও তিন শতাধিক ছাত্র প্রত্যহ "জাতীয় বিদ্যালয়ে" উপস্থিত হইত। এতাদৃশ সুবৃহৎ ও সুপরিচালিত একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সাহায্য নিরপেক্ষ দেখিয়া আসাম প্রদেশের মহামান্য চিফ্ কমিশনর উদার-হৃদয় সার্ ডেনিস্ ফিটস্ প্যাট্রিক মহোদয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর তিনি এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেনঃ—

"I visited the school today and was agreeably surprised to find so large and important an Institution established and conducted entirely without Govt aid. From all I could learn from previous reports and enquiries the school seems to be a decided success and reflects great credit on the Proprietor and his teaching staff."

বস্তুতঃ রাধানাথ চৌধুরীর যত্নে "জাতীয় বিদ্যালয়" একটী অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। ছাত্র সংখ্যার বহুলতা ও উৎকৃষ্ট ফল ব্যতীত ইহার আরও অনেকগুলি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের সুদক্ষ

পরিচালন ও তদ্ধেতু নানা শুভ ফলের উল্লেখ পূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত পরিদর্শকগণ এক বাক্যে ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারী তদানীন্তন চিফ কমিশনর সার্ ষ্টুয়ার্ট বেইলী মহোদয় "এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রয়াস তাহাদিগকে অতুল গৌরবের অধিকারী করিয়াছে"—এই মর্ম্মে একটী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সার্ চার্লস ইলিয়ট মহোদয় বিশেষ ভাবে এই বিদ্যালয়ের বালকদিগের উন্নতিশীলতা (promising set of boys) ও শিষ্টাচারের (good manners) প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সার্ উইলিয়ম ওয়ার্ড মহোদয়ও তাঁহার এই বাক্যের সমর্থন করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ২০শে আগষ্ট তিনি পরিদর্শন-বহিতে যে মন্তব্য করেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে—"এই বিদ্যালয়ের বালকগণ তেজস্বি-প্রকৃতিক (full of spirits), অথচ সকলেই অতিশয় শিষ্টাচার-সম্পন্ন।" মিঃ জে, ডবলিউ কুইন্‌টন মহোদয় 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পরিচালক, শিক্ষকগণ এবং ছাত্রমণ্ডলীকে তুল্যরূপে এরূপ প্রশংসার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন্তব্যের ঐ অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া থাকা যায় না। ১৮৮৯ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর তিনি পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেন :—

* * * In the few minutes I was able

to spend in the class rooms, I was-struck by the signs of life and energy that appeared to pervade this Institution and to animate Proprietor, teachers and scholars alike."

কলিকাতার লর্ড বিশপ একদা শ্রীহট্টে সমাগত হইলে পর অনুরুদ্ধ হইয়া 'জাতীয় বিদ্যালয়' পরিদর্শন করেন। তিনি প্রতি শ্রেণীতে বালকদিগের অবয়ব ও বয়সের সমতার উল্লেখ পূর্ব্বক পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেন ঃ —

"I was struck with the evenness of the scholars in each class in respect of age and size and altogether there seems to be a bright and healthy tone about the place".

আসামের চিফ কমিশনর মহোদয়গণ, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং শ্রীহট্টের ডিপুটী কমিশনরগণ মুক্তকণ্ঠে 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' শিক্ষাপ্রণালীর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টী শ্রীহট্টের তদানীন্তন ডিপুটী কমিশনর বিদ্যোৎসাহী মিঃ আর্, টি, গ্রিয়র মহোদয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি অতীব উৎসাহ সহকারে বারংবার এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এবং নানা বিষয়ে ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম

পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেন :—

"I visited the National Institution twice during the past week and examined the first class in mathematics (Euclid, Algebra, Arithmetic) and English.—The answers were very creditable ; the pupils shewed evidence of careful training.—The Institution is doing practical work."

"জাতীয় বিদ্যালয়ের" পরিচালন-প্রণালীতে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রীহট্টে উচ্চ শিক্ষার সমগ্র ভার রাধানাথ চৌধুরীর হস্তে সমর্পণ করিতেও তাঁহারা অপ্রস্তুত ছিলেন না। বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্তোষজনক গ্যারাণ্টি দিতে পারিলে যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহারই হস্তে শ্রীহট্টের শিক্ষার ভার সমর্পণ করিতেন, তদানীন্তন স্কুল ইনস্পেক্টর মিঃ জে উইলসন মহোদয়ের নিম্নোদ্ধৃত * মন্তব্য দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জাতীয় বিদ্যালয়' পরিদর্শন ক্রমে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* পরিদর্শন-বহিতে এই মন্তব্যটীর তারিখ নাই, কিন্তু ইহা ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রারম্ভে লিখিত, এইরূপ বোধ হয়।

" * * * the school seems to bid fairly to obtain the object aimed at. I wish the school every success and would not be at all disinclined to hand the managers over the whole of higher Education in Sylhet provided the school was on a really firm basis and had proper security for its financial state."

'জাতীয়-বিদ্যালয়ের' দ্বারা দরিদ্র শ্রীহট্টবাসীদের শিক্ষা-সৌকর্য্য সম্পাদিত হওয়ায় ইংরাজী শিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছিল, সুতরাং রাধানাথ চৌধুরীর ন্যায় শ্রীহট্টের হিতৈষী মাত্রই শ্রীহট্টে একটী কলেজ স্থাপিত হয়, এইরূপ আন্তরিক অভিলাষ প্রকাশ করিতেছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষকর গ্যারান্টি দিতে না পারিয়া রাধানাথ চৌধুরী কলেজ স্থাপনের অনুমতি পাইতেছেন না দেখিয়া, রাজা গিরিশচন্দ্র রায় * উচ্চশিক্ষার ব্যয় ভার বহনে অগ্রসর

* ইহাঁর ন্যায় বদান্য ও দেশানুরাগ-সম্পন্ন জমিদার শ্রীহট্টে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ইনি বিনয় ও পরোপকার স্পৃহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্টের ধনশালী লোকদিগের মধ্যে ইহাঁর চরিত্র এক উজ্জ্বল আদর্শের অবতারণা করিয়াছিল। স্বদেশের হিতসাধনের জন্য ইনি মুক্ত হস্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি এরূপ ব্যয়শীল ও লোক-রঞ্জনানুরাগী ছিলেন যে, এক সময়ে শ্রীহট্টে 'বাবু' বলিলে ইহাঁকে এবং 'বাবুর বাড়ী'

হইলেন। ইতি পূর্ব্বেই "গিরিশ-বঙ্গ-বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া রাজা গিরিশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। দরিদ্র শ্রীহট্টবাসীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ উন্মুক্ত হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি কলেজ স্থাপনের জন্য আবেদন করিলে পর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রথমে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে রাজা গিরিশচন্দ্র ১৮৮৬ খ্রীঃ স্বীয় মাতামহের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 'মুরারি-চাঁদ-হাই-স্কুল' প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মুক্তহস্ততায় এই বিদ্যালয়টীই পশ্চাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইয়াছিল।

"মুরারি-চাঁদ-হাই-স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হইলে পর দুইটী প্রাইভেট স্কুলেই দরিদ্র বালকেরা অব্যাহত গতিতে প্রবেশাধিকার পাইতে লাগিল। প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হেতু শিক্ষকমণ্ডলীর উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং জনসাধারণের বিদ্যোৎসাহিতা প্রবলতা লাভ করিল। এক সময়ে 'গবর্ণমেণ্ট

বলিলে ইহাঁরই বাসভবন বুঝাইত। গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর বদান্যতায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে প্রথমে 'রায় বাহাদুর' ও পশ্চাৎ 'রাজা' উপাধি দান করেন। ইহাঁর বৃহৎ এক প্রতিকৃতি 'শ্রীহট্টের গৌরব চিত্রাবলীতে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাঁর বিশদ জীবনী "শ্রীহট্টের গৌরব চরিতাবলীর" অন্তর্ভুক্ত হইবে।

স্কুল' 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'মুরারি-চাঁদ-হাই-স্কুল' এই তিনটী এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রত্যেকটীতেই তিন শতেরও অধিক বালক শিক্ষার্থ উপস্থিত হইত। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট সহরে 'গিরিশ বঙ্গ বিদ্যালয়' ও একটী নিম্ন প্রাইমারী পাঠশালাও বর্ত্তমান ছিল। সেই সময় বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে পর পঙ্গপালের ন্যায় বালক বৃন্দে শ্রীহট্টের সমস্ত রাজপথ পূর্ণ হইয়া উঠিত! সে কি সুন্দর দৃশ্য! বস্তুতঃ এই সময়ে শিক্ষার যেরূপ বহু বিস্তার হইয়াছিল,তাহা শ্রীহট্টের শিক্ষার ইতিহাসে চির স্মরণীয়।

"জাতীয় বিদ্যালয়টীকে" কলেজে উন্নীত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে রাধানাথ চৌধুরীও আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার পথে একটী বৃহৎ অন্তরায় ছিল। তাঁহার উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায় এবং কর্ম্ম-দক্ষতায় 'জাতীয় বিদ্যালয়' ছাত্র বেতনলব্ধ অর্থ দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিল বটে, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ ছিল না। তিনটী বৃহৎ পর্ণ কুটীরে বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত। ঐ গৃহগুলি ঈদৃশ উন্নতিশীল বিদ্যালয়ের উপযোগী ছিল না; সুতরাং রাধানাথ চৌধুরী ৮০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়া প্রায় চারি শত ছাত্রের সমাবেশ হয়, এইরূপ একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন। এই কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে পারেন

তাঁহার এরূপ সঙ্গতি ছিল না, সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তিনি এই কার্য্য সাধনের প্রয়াস করিয়াছিলেন।

চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ ব্যাপার রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্রের একটী উজ্জল অংশ। তাঁহার সময়ে দেশহিতকর কার্য্যের প্রস্তাবনা (Scheme) এবং চাঁদার খাতার প্রাদুর্ভাব বড় কম ছিল না। আমরা সতত দেখিতেছি, শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেই, সংসার চিন্তা-বিব্রত জনসাধারণ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অর্থ বৃষ্টি আরম্ভ করেন না।—ধনবান ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হইবা মাত্রই তাঁহারা অকাতরে শত শত মুদ্রা প্রদান করিয়া ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় উন্নত চরিত্র বলে সর্ব্ব সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন যে, শ্রীহট্টের বহির্ভাগেও নানা স্থানে 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' স্থায়ী গৃহের জন্য চাঁদা সংগৃহীত করিতে অনায়াসে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমৃদ্ধ জমিদারগণ হইতে আদালত ও আফিসের আমলাগণ পর্য্যন্ত সকলেই 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' হিতকারিতা দেখিয়া মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। চাঁদা সংগ্রহে বিদ্যালয়ের বালকদিগের উৎসাহের কথা আর কি বলিব। অনেকে জলপাণির সামান্য

পয়সা হইতেও দুই চারি আনা করিয়া বাঁচাইয়া 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' 'বিল্ডিং ফণ্ডে' প্রদান করিয়াছিল। জাতীয় বিদ্যালয়ে' দরিদ্র বালকদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল; কিন্তু ইহারাও অতি সামান্য অর্থ 'বিল্ডিং ফণ্ডে' দিতে পারিলে এক পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল মনে করিত!

১৮৮৫ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারি রাধানাথ চৌধুরী প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। আসামের তদানীন্তন চীফ্-কমিশনর সার্ চার্লস্ ইলিয়ট বাহাদুর 'বিল্ডিং ফণ্ডের' পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হন এবং সর্ব্বাগ্রে চাঁদার খাতার শিরোভাগে স্বয়ং ১০০৲ শত টাকা স্বাক্ষর করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে চাঁদা দানে উৎসাহিত করেন। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জে, উইল্সন্ মহোদয়ও তাঁহার দৃষ্টান্তের অণুসরণ পূর্ব্বক ২০৲ চাঁদা স্বাক্ষর করেন। শ্রীহট্টের ডিপুটী কমিশনর বিদ্যোৎসাহী আর, টি, গ্রিয়র মহোদয় সাধারণের দান-স্পৃহার উদ্দীপন জন্য নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটী লিপিবদ্ধ করেন:—

"The attempt which is being made here to provide high class education without Govt. aid deserves the sympathy and support of all interested in the welfare of Sylhet. The Insti-

tution has strong claims on the purses, of the wealthy classes ; the care in teaching which has been shewn by the masters furnishes evidence of the value of the Establishment. Rich men in Europe found chairs and scholarships with their money at schools and colleges. There are many in this country well able to follow their example. The Sylhet Institution affords a ready opportunity to them."

বলা বাহুল্য, এই সকল আবেদন অনুরোধ ব্যর্থ হয় নাই। "বিল্ডিং ফণ্ডের" খাতায় আমরা নিম্নলিখিত উচ্চ হারে দানের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি :—

সার্ চার্লস ইলিয়ট কে, সি, এস্, আই,	১০০৲
মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, ই, কাশিমবাজার	৫০০৲
বাবু রমানাথ ঘোষ জমিদার, কলিকাতা	২২৫৲
" নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার জমিদার, শ্রীহট্ট	১৫০৲
মৌলবী আবদুল কাদের জমিদার, শ্রীহট্ট	১০০৲
,, মজিদ্ বখৎ মজুমদার জমিদার, শ্রীহট্ট	১০০৲
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কলিকাতা	১০০৲

এতদ্ব্যতীত করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ড ১০০৲, উত্তর শ্রীহট্ট লোকেল বোর্ড ২০০৲, শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটি

২০০৲ এবং মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও অনেক টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। চিফ্ কমিশনর মহোদয় সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে চাঁদা সংগৃহীত হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতেও ১০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর চীফ্‌কমিশনর সার্ উইলিয়ম ওয়ার্ড মহোদয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীহট্টের তৎকালীন ডিপুটী কমিশনর মিঃ নক্‌স্ ওয়াইট "জাতীয় বিদ্যালয়ের" স্থায়ী গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্ব সমক্ষে স্বহস্তে একখানি ইষ্টক প্রোথিত করেন। এই ব্যাপার অতি ধুম-ধামের সহিত সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকমণ্ডলী দর্শক স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং মুদ্রিত এক অনুষ্ঠান পত্রে সাক্ষী স্বরূপ অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীঃ এক হিসাবে দৃষ্ট হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ১১৩৪॥৵০ মাত্র চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল ও ১০৫২।৵৬ পাই গৃহ নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং স্বাক্ষরিত চাঁদা যে অল্পে অল্পে আদায় হইয়াছিল, এই হিসাব দ্বারাই একথা অনুমিত হয়। বাস্তবিক এই বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য অতি ধীর মন্থর গতিতেই চলিয়াছিল। এক একটী বৎসর যাইতে লাগিল আর 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' গৃহ এক

হস্ত দুই হস্ত করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল এবং এই কার্য্য সাধনে রাধানাথ চৌধুরীর অতুলনীয় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় উচ্চ হইতে উচ্চতর মন্দ্রে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

দুইটী কারণে 'জাতীয় বিত্তালয়ের' গৃহ নির্ম্মাণে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। একমাত্র শিলং নগরেই ৫০০ টাকারও অধিক চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়। রাধানাথ চৌধুরী ঐ অর্থ সংগ্রহের জন্য শিলং উপস্থিত হইলে পর আরও চাঁদা স্বাক্ষ-রের জন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে এইরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত গৃহ—জন সাধারণের সম্পত্তি। রাধানাথ চৌধুরী উহা ইচ্ছা মত হস্তান্তর করিতে না পারেন, এইজন্য বিদ্যা-লয়ের ট্রষ্টি স্বরূপ একটী কমিটি গঠন করা উচিত। কমিটীতে বিভিন্ন মত অনুপ্রবিষ্ট হইলে কিরূপ কার্য্য হয়, রাধানাথ চৌধুরী পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বিদ্যালয় পরিচালনে রাধানাথ চৌধুরীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করা অপেক্ষা উহার চির স্থায়িত্ব সম্পাদনই উক্ত প্রস্তাবের প্রকাশ্য লক্ষ্য ছিল। প্রস্তাবিত কমি সংগঠিত হইবা মাত্রই যে, রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় ক্ষমতার বিশেষ ন্যূনতা অনুভব করিতেন, এমনও নহে; সুতরাং মনোগত ভাব গোপন করিয়া তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করিতে



রাজা গিরিশচন্দ্র রায়।

পারিতেন। কিন্তু তিনি রিক্ত হস্তে শিলং ত্যাগ করিলেন, তথাপি কপটতার আচরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ সর্ত্ত-সঙ্কটে গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত সহস্র টাকা ও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট 'জাতীয় বিত্তালয়ের' গৃহ সমাপন করিয়া উহাকে সাহায্যকৃত (aided School) স্কূলে পরিণত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু সাহায্যকৃত স্কূলের নিয়মাবলীর অধীন হইতে সতত স্বাধীন-চেতা রাধানাথ চৌধুরী সম্মত হন নাই।

রাধানাথ চরিতের এই অংশটীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোনও সহৃদয় বন্ধু একদা বলিয়াছিলেন ঃ— "হায়! যদি রাধানাথ শিলং সভার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, অথবা গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেন, তবে অচিরে 'জাতীয় বিত্তালয়ের' গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইয়া যাইত, বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী হইত, অপিচ এই কার্য্যসাধনে তিনি যে শ্রম স্বীকার করিয়া-ছিলেন, তাহা অন্যবিধ দেশহিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারিত এবং তদ্দ্বারা তাঁহার জন্মভূমি কত উপকৃত হইত!" 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পরিণাম ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই উক্তিটী অতিশয় সারগর্ভ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্বমত সংরক্ষণে অনুরাগ এবং সংকল্পের দৃঢ়তাই রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্র অনন্যসাধারণ করিয়া আমাদের আলো-

চনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। নচেৎ কেবল একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার নামটী জড়িত থাকিত মাত্র। বিশেষতঃ রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় কষ্টোপার্জ্জিত অনেক টাকা 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে প্রদান করিয়াছিলেন—অর্থ সংগ্রহের জন্য অনেক লোকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন এবং সৎকার্য্যে দেশবাসীদের দানশীলতায় সন্দিহান ছিলেন না, সুতরাং শিলং সভার প্রস্তাবটী তাঁহার নিকট 'খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর আনার ন্যায়ই' প্রতীয়মান হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলগুলির তদানীন্তন নিয়মাবলীও তাঁহার অনুমোদিত ছিল না, অনেকগুলি অনভিপ্রেত নিয়মের পরিবর্ত্তন জন্য তিনি বহু আন্দোলনও করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সাহায্য গ্রহণ না করায় ঐ সকল আন্দোলন যে অকৃত্রিম ও তাঁহার অকপট হৃদয়ের আবেগ ও অনুরাগনিঃসৃত ছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

বাস্তবিক সরলতা ও সাধুতাই মানবচরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্বের নিদর্শন। ভণ্ড ও কপটাচারী ব্যক্তিরা কূটবুদ্ধি বলে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতারূপে পরিচিত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত চরিত্র বহুকাল গোপন থাকে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের চরিতাখ্যায়ক তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বহু

বিস্তারে বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছিলেন যে, ইনি যেরূপ বড় লোক ছিলেন, তেমনি এক জন ভাল লোক (good man)ও ছিলেন। সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত সোপাধিক নাম বিশিষ্ট অনেক লোকও এই 'ভাল লোক' সংজ্ঞাটীর বাচক হন না। ভারতের বর্ত্তমান ষ্টেট-সেক্রেটারী জন মর্লি সম্বন্ধেও 'সাধু (honest) জন' এই সংজ্ঞার প্রচলন আছে। রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্রের গুণ-জ্ঞাপক ঈদৃশ কোনও সংজ্ঞার প্রচলন না হইলেও তিনি যে একজন সরল প্রকৃতিক ও সৎলোক ছিলেন, নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে।

'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পরিপুষ্টি ও উন্নতিসাধনের জন্য তিনি যেরূপ শ্রমশীলতা ও স্বার্থ ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, শ্রীহট্টের জনমণ্ডলী বিশেষতঃ তদানীন্তন ছাত্রবৃন্দের হৃদয়ে তাহা চিরমুদ্রিত রহিয়াছে। স্বদেশোপকারে অতুলনীয় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তিনি এক প্রদীপ্ত চরিত্র-প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের ছাত্র সমাজ—বিশেষতঃ 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' বালকগণ তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ মনে করিত এবং তাঁহার উন্নত চরিত্রের অনুকরণে লালায়িত হইত। বালকেরা তাঁহার চরিত্রগত বিশেষ বিশেষ গুণের অনুকরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইত, এমন নহে। অনেক বালক তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ

করিয়া স্বদেশহিতসাধনে জীবন সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল।*

রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর পর 'পরিদর্শকে' তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার লেখক যথার্থই বলিয়াছিলেন, 'রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার স্বদেশবাসীদের হৃদয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।' সত্য বটে, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এরূপ একটা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, যাহা তিনি আবির্ভূত না হইলেও সংঘটিত হইতে না পারিত। ইংরাজী শিক্ষা দান গবর্ণমেণ্টেরও অভীপ্সিত ছিল; 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত না হইলেও কালের গতিতে শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বহুল বিস্তার হইত। 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' পরিচালন উপলক্ষে রাধানাথ চৌধুরী স্বদেশসেবার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে চরিত্রে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। শত শত দরিদ্র বালকের সুশিক্ষা বিধান করিয়া তিনি তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের চিরপূজ্য দেবতা হইয়া রহিয়াছেন।

* এই বিষয়ে 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বাবু গগনচন্দ্র দাস, প্রতুল চন্দ্র সোম, বৈকুণ্ঠ নাথ দাস ('দাসী' ও 'প্রদীপ' সম্পাদক) রাইচরণ দাস প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অদ্যাপি শত শত পরিবারে তাঁহার নাম নিরাশ্রয় ও উপেক্ষিত বালকদিগের জীবনোপায়-বিধাতা স্বরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই সার্ব্বজনিক জ্ঞান বিস্তার ও উন্নতির যুগেও দরিদ্রের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ ক্রমেই নিরুদ্ধ হইতেছে। হায়! রাধানাথ! তুমি যে গভীর আত্মত্যাগ সহকারে শত শত দরিদ্র বালককে মানুষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছ, ইহারা তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? স্বদেশের হিতসাধনের জন্য অনেকেই বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়া থাকেন, কিন্তু ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারে রাধানাথ চৌধুরীর ন্যায় এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত ত্যাগ-স্বীকার কয় জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শতকরা ৫টীর অধিক বালক বিনা বেতনে পাঠাধিকার পাইত না। কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী দরিদ্রের জন্য 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' দ্বার অবারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অবস্থা অনবস্থার বিচার করিয়াই তিনি যে বিনা বেতনে পাঠাধিকার প্রদান করিতেন, এমন নহে। শিক্ষার্থী বালক উপস্থিত হইলে কি প্রকার তাহাকে বিমুখ করিতে হয়, রাধানাথ চৌধুরী তাহা জানিতেন না। একদা এক কৃপণ ব্রাহ্মণ একটী বালক সম-

ভিব্যাহারে তাঁহার বহির্বাটীতে আসিয়া নিতান্ত দৈন্য ও অক্ষমতা জানাইয়া বালকটীকে 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' বিনা বেতনে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। রাধানাথ চৌধুরী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণ হৃষ্ট মনে চলিয়া গেলে পর—'পরিদর্শক' প্রেসের প্রধান কর্ম্ম-চারী তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বলিলেনঃ—"আপনি এ কি করিলেন! ইহাঁকে চিনিলেন না? ইহাঁর যে অনেক টাকা আছে!" রাধানাথ চৌধুরী কহিলেন "আমি ইহাঁর কথাতেই বুঝিয়াছি, লোকটী ধনশালী—কিন্তু অতি কৃপণ, এত কৃপণ যে ইহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে এই ব্যক্তি বালকটীকে চির জীবন মূর্খ করিয়া রাখিবে!"

"আমার স্বদেশবাসীরা শিক্ষা লাভ করিতে না পাইয়া মূর্খ হইয়া থাকিবে" এই ভাবিয়া কই তাঁহার ন্যায় ব্যাকুল হইতে ত আর কাহাকেও দেখিতেছি না! শিক্ষার্থী বালকদিগের হৃদয়ে উচ্চ আশার সঞ্চার ও তাহাদের উন্নতি পথ উন্মুক্ত করিতে কই কাহাকেও ত তাঁহার ন্যায় অনুক্ষণ চিন্তিত দেখিতে পাইতেছি না! হায়! তাঁহার গুণ-পূত অঙ্গাবরণ কি আর কোনও শ্রীহট্টবাসীর উপর সম্প্রতিত হইবে না?



দশম অধ্যায়।

১৮৮৪ খ্রীঃ "জাতীয় বিদ্যালয়ের' স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক রূপে রাধানাথ চৌধুরীর কর্ম্মময় জীবনের আরম্ভ হয়। ১৮৯২ খ্রীঃ তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তদীয় প্রকৃত জীবনী তাঁহার ৯টী মাত্র বৎসরের কার্য্য সমষ্টি। এই কয় বৎসরের মধ্যে ও শেষের দুইটী বৎসর দুশ্চিকিৎস্য রোগে তাঁহাকে প্রায়ই শয্যাগত থাকিতে হইত। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসিগণকর্ত্তৃক প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীহট্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া রাধানাথ চৌধুরী কলিকাতায় জাতীর মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশনে উপস্থিত হন। তৎপূর্ব্বে শ্রীহট্ট হইতে অন্য কোনও প্রতিনিধি কংগ্রেসে প্রেরিত হন নাই। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টবাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপ কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাঁদের যত্নে মহাসমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশনে

আসামের চা-কুলীদের উন্নতিবিধায়ক একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়া রাধানাথ চৌধুরী ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশাগত রাজনৈতিক নেতাদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় খ্যাতনামা দেশহিতৈষীর সহিত বন্ধুতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস হইতে শ্রীহট্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর রাধানাথ চৌধুরীর অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট সভা সমাহূত হয়। ঐ সভায় কংগ্রেসের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। শ্রীহট্টের রক্ষণশীল দলের অগ্রণী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজধন বিদ্যানিধি ঐ বক্তৃতার প্রতিবাদের এক উদ্যম করিয়াছিলেন। তিনি এই মর্ম্মে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশাগত নানা জাতি ধর্ম্ম ও আশ্রমাবলম্বীদের একত্র সম্মিলন দ্বারা জাতীয় একতা লাভ না ঘটিয়া প্রত্যেকেরই জাতীয় ভাব ও ধর্ম্মের শিথিলতা সমুপস্থিত হইবে। সভাতে ইংরাজী শিক্ষিত উদারনৈতিক লোকদিগেরই আধিক্য ছিল। ইহাঁরা রাধানাথ চৌধুরীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমগ্র ভারতে এক মহা জাতীয় ভাবের কল্পনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্য সমাপনের পূর্ব্বেই অনেকে এক সঙ্গে সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন।

পণ্ডিত ব্রজধন বিদ্যানিধি 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীই তাঁহাকে ঐ পদে নিয়োগ করেন, সুতরাং সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, ঐরূপ প্রতিবাদের উদ্যম করিয়া তিনি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ও পর দিবস "জাতীয় বিদ্যালয়ে" উপস্থিত হইয়াই স্বীয় প্রিয় ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং একখানি কার্য্যত্যাগ পত্র লিখিয়া লইয়া রাধানাথ চৌধুরীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। আধুনিক কালে এরূপ অনেক দেশহিতৈষী দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা স্বমতবিরোধী লোকদিগের নির্য্যাতন প্রয়াস বিধিসঙ্গত মনে করেন—অন্যকে স্বীয় মতাবলম্বী করিবার জন্য বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনী সঞ্চালনও করিয়া থাকেন—অধিক কি, স্বমত-বিরোধীকে করতলগত করিবার অভিপ্রায়ে অন্তরালে থাকিয়া নানা কূটনীতির প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন না। রাধা-নাথ চৌধুরী এবম্বিধ দেশহিতৈষী ছিলেন না। তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতিবাদে রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁহার ঈদৃশ স্বাধীনচিত্ততার প্রশংসাবাদই করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজ জাতির সমাগম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার দ্বারা আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির যে বহু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল বিষয়ে নানা সদালাপ করিয়া

তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়কে বিদায় করেন। রাধানাথ চৌধুরীর উদারতা, সরলতা ও মহাপ্রাণতা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে,কার্য্য-ত্যাগের কথা আর উল্লেখ করিতে পারিলেন না।

রাধানাথ চৌধুরী স্বয়ং স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, অন্যেরাও যুক্তি ও তর্কদ্বারা সকল বিষয়েই সিদ্ধান্ত করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ তিনি শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটীর কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ তিনি করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ঐ পদে তিনি পুনর্নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্থানীয় ডিস্‌পেন্‌সরী কমিটীরও সভ্য ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ শিলং নগরে শিক্ষাবিষয়ক সভার (Conference) অধিবেশন হইলে পর, তিনি ঐ সভার কার্য্যে যোগদান করিবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সকল জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি এরূপ বুদ্ধিমত্তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের নিকট তুল্যরূপে সমাদৃত এবং প্রশংসিত হইয়াছিলেন। অথচ তিনি কুত্রাপি স্বীয় স্বাধীন মত প্রকাশে ভীত বা বিরত হন নাই।

গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরিচিত এবং সাধারণের নিকট প্রশংসিত হইবার উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ সকল কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। প্রকৃত দেশোপকার বাঞ্ছাই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক ছিল। তিনি নামের জন্য কিছুই করিতেন না। "জাতীয় বিদ্যালয়ের" উন্নতি দর্শন করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয়টীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "রাধানাথ হাই স্কুল" নাম রাখুন। তিনি তদুত্তরে বলেনঃ—"স্কুলের নাম-দ্বারাই রাধানাথ নাম প্রকাশিত হইয়াছে, রাধানাথের দ্বারা কি সেই স্কুলের নাম প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

শ্রীহট্ট মিউনিসিপলিটীর কমিশনর স্বরূপে রাধানাথ চৌধুরীর প্রতিযোগী জনৈক গুণগ্রাহী মহাত্মা 'রাধানাথ চরিত' প্রসঙ্গে কথোপকথন কালে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন "নানা কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও মিউনিসিপলিটীর কার্য্যের জন্য রাধানাথ চৌধুরী এত ভাবনা করিতেন যে, কিরূপে তিনি এত চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইতাম। পরের কার্য্য গ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা নিজ কার্য্যের ন্যায় সম্পাদন করিতে হয়, এই বিষয়ে রাধানাথ চৌধুরী কমিশনরদিগের মধ্যে আদর্শস্থানীয় ছিলেন।"

রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য শ্রীহট্টে যে বিরাট-সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় প্রসিদ্ধ বক্তা রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল বাহাদুর কমিশনররূপে রাধানাথ চৌধুরীর অসামান্য গুণাবলীর উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "রাধানাথ চৌধুরী মিউনিসিপলিটীর সভাগৃহে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বের উদ্ভাবন করিতেন যে, তাঁহার মিউনিসিপলিটীতে প্রবেশের পর আমি কমিশনরের কার্য্য নির্ব্বাহ করা আর পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসসাধ্য মনে করিতাম না। আলোচ্য বিষয়ে যথাসম্ভব চিন্তা ও বিতর্ক করতঃ গৃহ হইতেই বাদানুবাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইতাম।"

পঞ্চখণ্ডের খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর পালচৌধুরী করিমগঞ্জ লোকালবোর্ডের সহকারী সভাপতিরূপে রাধনাথ চৌধুরার নিয়োগ জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর জন্য এতদুর করিবার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "লোকাল্ বোর্ডের মেম্বরগণ সকলেই সভাপতির হস্তের ক্রীড়নকস্বরূপ। উহারা নামে মাত্র জনসাধারণের প্রতিনিধি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত কার্য্যই সভাপতির ইঙ্গিতানুসারে সম্পন্ন হইতেছে। রাধানাথ চৌধুরী সাধারণ হিতকর বিষয়ে স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ

করিবেন এবং আমি আশা করি প্রয়োজন পড়িলে তিনি কখনই সভাপতির বিরাগ ভয়ে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইবেন না।" এই উক্তি দ্বারা রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্র কিরূপ উপাদানে গঠিত ছিল এবং মফঃস্বলের বিশিষ্ট লোকেরাও তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়।

রাধানাথ চৌধুরী কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। এই স্বল্পকাল মধ্যে বোর্ডের কার্য্যকারিতা সম্প্রসারিত ও সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যোগে ও অক্লান্ত চেষ্টায় উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ অনেকগুলি গ্রামে পুষ্করিণী খোদিত হয়। বর্ষাকালে নৌকাদির চলাচলের সুবিধা এবং জলাবরোধ হেতু আকস্মিক প্লাবন নিবারণার্থ কয়েকটী বৃহৎ খাল কাটা হয়। অদ্যাপি কোণাসালেশ্বরের খাল বৈরাগীবাজারের সন্নিহিত গ্রামাদির এবং বাহাদুরপুরের খাল জলঢুপের পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া রাধানাথ চৌধুরীর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে। চুড়খাই দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহারই বারংবার আন্দোলন ফলে লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য লোকাল বোর্ড অধিকতর অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ

করেন। তিনি বোর্ডের শিক্ষা-বিধায়ক শাখা সভার (Education Sub-Committee) বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের জন্য তিনি কীদৃশ গুরুতর শ্রমস্বীকার করিতেন, তৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারই প্রযত্নে করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়িনী শাখা সভা (Sanitation Sub-Committee) গঠিত হইয়াছিল। তিনিই স্বয়ং উক্ত শাখা সভার সর্ব্ব প্রথম সভাপতি। এই শাখা সভা এরূপ ফলোপধায়িনী হইয়াছিল যে, বোর্ডের তদানীন্তন চেয়ারম্যান সদাশয় মিঃ ডবলিউ এইচ্ কসিনস্ মহোদয়ের অনুরোধ ক্রমে রাধানাথ চৌধুরীর মফঃস্বল পরিভ্রমণের সুবিধা সম্পাদনার্থ কর্ত্তৃপক্ষ পরিদর্শন কালে তাঁহাকে দৈনিক ৩৲ হারে ভাতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। রাধানাথ চৌধুরী ব্যতীত আর কেহই এতাদৃশ আনুকূল্য প্রাপ্ত হন নাই। বর্ষত্রয় মধ্যে এইরূপ নানা বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ জনহিতসাধনে রাধানাথ চৌধুরীর এরূপ অপরিমেয় উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল যে, তাহার তুলনার স্থল সহসা পাওয়া যায়না। এই সম্বন্ধে করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের দীর্ঘকাল স্থায়ী হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ধর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন "রাধা-

গণের উপকার সাধনের নিমিত্ত জ্বলন্ত উৎসাহ অনেক স্থলেই দেখিতে পাই—পরের পরিচর্য্যায় সবল বাহু উত্তোলন করিয়া অনেকেই কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করেন; কিন্তু সেই উৎসাহের তীব্রতা কেন জানিনা প্রায়শঃ দেখিতে দেখিতে মন্দীভূত হইয়া যায়। পরার্থ ও স্বার্থের স্বতন্ত্রীকরণ ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। পরার্থব্যতীত রাধানাথ চৌধুরীর অন্যতর স্বার্থ বিদ্যমান ছিলনা। স্বার্থলোলুপ ব্যক্তিরা যেরূপ স্বার্থান্বেষণে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়, দেশোপকার সাধনে রাধানাথ চৌধুরীর তদ্রূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত।"

দেশ-হিত-চিন্তা রাধানাথ চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। তিনি ক্ষমতা ও সুযোগ হস্তে পাইয়া স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনও তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোলোকচন্দ্র রায়চৌধুরী ও অপর এক ব্যক্তি লোকাল বোর্ডের কতকগুলি ঠিকা কাজের কণ্ট্রাক্ট লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, রাধানাথ চৌধুরী ইচ্ছা করিলেই কার্য্যগুলি নিজ ভ্রাতাকে দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অপর ব্যক্তিকেই দিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট "লোন কোম্পানির" সেক্রেটারীর পদশূন্য হইলে তাঁহার ভ্রাতা ও বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ কার্য্যের

জন্য প্রার্থী হন। কৈলাস বাবুর সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। রাধানাথ চৌধুরী "লোন কোম্পানির" অন্যতম ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জানকী নাথ সেন* মহাশয়কে ডাকিয়া বলেন "কৈলাস বাবুর একটী কর্ম্ম প্রাপ্তির আশু প্রয়োজন; সুতরাং আমার ভ্রাতা "লোন কোম্পানির" কার্য্যটীর জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হন, আমি এরূপ ইচ্ছা করি না।" তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর কৈলাস বাবুই ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেও রাধানাথ চরিত্রের নিঃস্বার্থ ভাব জন সমাজে প্রকটিত হইত। এবং এইরূপ নানা সদ্‌গুণের জন্যই সর্ব্ব সাধারণ তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের

---

* শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সেন বহুকাল "জাতীয় বিদ্যালয়ের" প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয় পরিচালনে তিনি রাধানাথ চৌধুরীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর পর "জাতীয় বিদ্যালয়" "মুরারি চাঁদ হাইস্কুলের" সহিত সম্মিলিত হইলে পর রাজা গিরিশচন্দ্র ইঁহাকে এবং "জাতীয় স্কুলের" দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়কে ঐ সম্মিলিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইঁহারা মুরারি চাঁদ কলেজিয়েট স্কুলে (বর্ত্তমানে রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল) স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

জনৈক মেম্বার ফ্রান্সিস্ হরনার ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক-গত হন। এইরূপ অল্প বয়সেই তিনি তদানীন্তন পার্লিয়া-মেণ্টের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের এরূপ প্রশংসা, প্রীতি ও বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে সর্ব্বত্র যেরূপ গভীর শোকোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার উচ্চ বংশ-গৌরব ছিল না—তিনি একজন ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন; তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল না—তিনি এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা কষ্টে স্বষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; তিনি কোনও উচ্চ রাজকীয় কর্ম্মও প্রাপ্ত হন নাই—একবার একটী সামান্য বেতনের কার্য্যে কয়েক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল না—ঐ সকল বিষয়ে উৎকৃষ্টতর বহুলোক সেই সময় পালিয়ামেণ্টে উপস্থিত ছিলেন। তবে কি গুণে তিনি এরূপ লোক-প্রিয় হইয়াছিলেন? তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কঠোর শ্রমশীলতা, সন্নীতিপরায়ণতা এবং মহৎ অন্তঃকরণ তাঁহাকে জন সমাজে এইরূপ প্রশংসিত ও সমাদৃত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাঁরই ন্যায় রাধানাথ চৌধুরীও অতি অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র জনকের অন্ধকারময় গৃহে আশার

প্রদীপবৎ রাধানাথ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন—স্বচেষ্টায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন—তীক্ষবুদ্ধি বলে জীবনের উচ্চ আদর্শ নিরূপণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—উচ্চ নৈতিক চরিত্রের বিকাশ দ্বারা যশঃ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—মহৎ অন্তঃকরণের বলে লোক-সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন—স্বদেশের কল্যাণ কামনায় অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিয়া স্বজাতির চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। দরিদ্রের বন্ধু—অসহায়ের সহায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রম—দুর্ব্বলের বল স্বরূপ রাধানাথ চৌধুরীর গৌরবে তাঁহার স্বদেশবাসীরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন। এই জন্যই স্বজাতির অদ্বিতীয় পরিপোষক এই কৃতকর্ম্মা পুরুষ-রত্ন যৌবনের মধ্যাহ্ন কালে কালের কুক্ষিগত হইলে পর দেশময় হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের বহির্ভাগেও রাধানাথ চৌধুরী অপরিচিত ছিলেন না। সত্য বটে তিনি এরূপ কোনও কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই, যাহার সুফল সমস্ত ভারতবাসী উপভোগ করিতে পারেন; কিন্তু ভারতীয় সাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি নির্লিপ্ত থাকিতেন না। কলিকাতা ও বঙ্গ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য দূরবর্ত্তী অঞ্চলের অনেক প্রসিদ্ধ নামা ব্যক্তির নিকট তিনি দেশহিতৈষী

রূপে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গের দেশ-হিতৈষী রাজা ও জমি-দারগণ 'জাতীয় বিদ্যালয়ের'গৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডে অর্থদান করিয়াছিলেন। একবার যাঁহার সহিত রাধানাথ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ও আলাপ পরিচয় হইত, তিনিই তাঁহার অকৃত্রিম দেশানুরাগসম্পন্ন সুমহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশিমবাজার হইতে একজন দেশহিতৈষী মহাত্মা কর্ত্তৃক ১৮৮৮ খ্রীঃ ৮ই অক্টোবর তারিখে লিখিত পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

* * * * *

I cannot but flatter myself that I had the pleasure of cultivating acquaintance with and enjoying the company of a man who has given himself up to the welfare of his country at the expense of his personal comfort.

* * * * *

(Sd.) Srinath Pal.

বস্তুতঃ রাধানাথ চৌধুরী কেবল শ্রীহট্টবাসীদের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ও তাহাদের উন্নতিসাধন-সমুৎসুক ছিলেন, এমন নহে। ভারতবাসী মাত্রকেই তিনি নিজ জন

বলিয়া মনে করিতেন। একবার গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে আগমন কালে জনৈক বৈদেশিক ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে এদেশীয় একটি নির্ব্বোধ লোককে ইতর ভাষায় জাতি তুলিয়া গালি দেন। রাধানাথ চৌধুরীকে ভদ্র বেশধারী এবং সংবাদ-পত্র-সম্পাদক জানিয়া ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন এবং ধূমপানের ইচ্ছায় দুইটী সিগারেট বাহির করিয়া একটী রাধানাথ চৌধুরীকে দিতে যান। রাধানাথ চৌধুরী 'ধন্যবাদ' শব্দ উচ্চারণ ব্যতিরেকে সিগারেটটী প্রত্যাখ্যান করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—"যিনি এদেশীয় একটী লোককে জাতি (Race) তুলিয়া গালি দিতে পারেন, তাহার প্রদত্ত কোনও দ্রব্যই আমি গ্রহণ করিতে পারি না!"

ভারতবাসীদের প্রতি অবজ্ঞাশীল লোকদিগকে তিনি অতি ক্ষুদ্রচেতা মনে করিতেন। পক্ষান্তরে যে সকল বৈদেশিক মহাত্মা ভারতবাসীদের হিত চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের প্রতি তিনি সতত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক ভারত-হিতৈষী সদস্যের মৃত্যুতে তিনি অশৌচ ধারণ করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য রীত্যনুযায়ী বাহুতে কাল ফিতা বন্ধন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা, বম্বে ও উত্তর পশ্চিমের কতিপয় দেশ-হিতৈষীর সহিত তাঁহার পত্র-বিনিময় প্রচলিত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর তাঁহার কাগজ পত্রাদির এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল যে, এই জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা ঐ সকল চিঠি-পত্র হস্তগত করিতে পারি নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায়চৌধুরী বি-এ, বি-এল্ তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্রের কিছু কিছু সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ গুলি আমরা এরূপ কীটদষ্ট অবস্থায় পাইয়াছি যে, তাহা হইতে ভাবোদ্ধার করা অসম্ভব।

যে সকল মহৎগুণ থাকিলে মানবকে মানবজাতি আপনাদের নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লয়, রাধানাথ চৌধুরীর উদীয়মান জীবনে তাহার লক্ষণ-নিচয় পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার মহচ্চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে নিঃশংসয়ে একথা বলা যায় যে, যদি তাঁহার জীবনস্রোতঃ দীর্ঘকাল প্রবাহিত থাকিত, তবে তিনি বঙ্গদেশের একজন শক্তিশালী দেশনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তাহা হইলে সমগ্র ভারতভূমি যে তাঁহার যশোভাতিতে উদ্ভাসিত হইত না, ইহা কে বলিতে পারে?

একাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী অধ্যায়ে রাধানাথ চৌধুরীর কর্ম্মময় জীবনের আলোচনা করা হইয়াছে; তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। এই অধ্যায়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

রাধানাথ চৌধুরী যেরূপ হৃদয়ের নানা সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিলেন, দেখিতেও তেমনই সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল ও প্রশস্ত ললাট, জ্যোতিঃপূর্ণ বিশাল চক্ষুদ্বয় ও সতত সহাস্য মুখমণ্ডল দর্শনমাত্র তৎপ্রতি সম্ভ্রমের সঞ্চার হইত। তদুপরি সুমার্জ্জিত অর্থযুক্ত ও মধুরোচ্চারিত বাক্যাবলী দ্বারা তিনি সকলেরই মনোরঞ্জন করিতেন। তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল বাক্যালাপ করিলেই লোকে তাঁহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিত। শোকার্ত্ত ব্যক্তিরাও তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইত, তিনি এমনই মধুরস্বভাব ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে তেজস্বিতা, সরলতা ও অকপটতা সুস্পষ্ট প্রতিভাত ছিল। 'পরিদর্শকে' প্রকাশিত, স্বসম্পর্কীয় অপ্রিয়-সত্য পড়িয়া অনেকে মনে মনে

রাধানাথ চৌধুরীর প্রতি রুষ্ট হইতেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার সন্দর্শন ও তৎসহ কথোপকথনের পর তাঁহাদের সেই রোষভাব আর থাকিত না। কারণ রাধানাথ চৌধুরী কোনও দুরভিসন্ধি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কখনও কিছুই লিখিতেন না; এবং কেহই 'পরিদর্শকে' প্রকাশিত কোনও সন্দর্ভে দুরভিসন্ধির আরোপ করিতে পারিতেন না। 'শিক্ষা বিভাগের কেলেঙ্কারী' অভিধেয় কতকগুলি প্রেরিত পত্র 'পরিদর্শকে' প্রকাশিত হইয়াছিল; তজ্জন্য তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জে উইলসন্ মহোদয় 'পরিদর্শক' সম্পাদকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরিদর্শন উপলক্ষে শ্রীহট্টে আসিলে পর তিনি শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সেন মহাশয়কে ঐ গুলি দেখাইয়া 'জাতীয় বিদ্যালয়' পরিদর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই কথা শুনিয়া রাধানাথ চৌধুরী স্বয়ং উইলসন সাহেবকে আমন্ত্রণ করিতে গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার উপস্থিতি মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া সাহেব মহোদয় তাঁহার সমভিব্যাহারে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিলেন; এবং পরিদর্শন শেষে রাধানাথ চৌধুরীও তাঁহার সহকারী শিক্ষকমণ্ডলীর বহু প্রশংসাবাদপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। 'পরিদর্শকে' প্রকাশিত পত্রগুলি তাঁহার অপ্রীতিকর হইলেও যে তিনি ঐ গুলি দুরভিসন্ধিমূলক মনে

করেন নাই, পরিদর্শনকালে তাঁহার ব্যবহার দ্বারা একথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কার্য্যক্ষেত্রে রাধানাথ চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ও তাঁহার মহদ্‌গুণাবলী দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। উদারনৈতিক 'পরিদর্শকের' প্রতিযোগী স্বরূপ রক্ষণশীল দলের অগ্রণীদের দ্বারা 'শ্রীহট্ট মিহির' নামক সংবাদ পত্র কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দে বি-এ মহাশয় কিয়ৎকাল ঐ পত্রের সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর শ্রীহট্ট শোক সভায় যোগদান করিয়া যে বক্তৃতা করেন,তাহার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন "কর্ত্তব্য বোধে 'পরিদর্শকের' তীব্র সমালোচনা করিয়া আমি রাধানাথ চৌধুরীর সহিত বাহ্যসদ্ভাব সংরক্ষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, রাধানাথ চৌধুরী কখনও আমার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার প্রশংসনীয় সদ্‌গুণ রাশিতে আমি এরূপ বিমুগ্ধ যে বোধ হয় এই বিরাট সভায় যাঁহারা শোক প্রকাশার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা আমার শোকোচ্ছ্বাসের তীব্রতা অল্প নহে!"

প্রতিদ্বন্দ্বীরাও যাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতেন—যিনি আপনা ভুলিয়া সমগ্র দেশটাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন, সেই উন্নতচেতা মধুর-স্বভাব, রাধানাথ চৌধুরীর

সামাজিক বা পারিবারিক জীবন যে সুখকর হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? সমগ্র দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় জন্মস্থান ও বাল্যের লীলাক্ষেত্র কাকুরা গ্রামটীকে বিস্মৃত হন নাই। কাকুরা ও তৎসন্নিহিত গ্রামের বালকদিগের সুশিক্ষা বিধানের জন্য তিনি একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। জন্মভূমিতে এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত ও নিজ জননীর নামে ইহার নামকরণ করিয়া রাধানাথ চৌধুরী জননী ও জন্মভূমির প্রতি গভীর ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। অদ্যাপি 'বিষ্ণুপ্রিয়া' স্কুল সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণ করিতেছে। তাঁহার বাল্যশিক্ষক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে সাংসারিক অসচ্ছলতায় কষ্ট পাইতে দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার দ্বারা কাকুরা গ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংগঠন করিয়াছিলেন। লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক ঐ বিদ্যালয়টী সাহায্যকৃত হইলে পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাসে মাসে কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য পাইতে থাকেন এবং ইহাতে গ্রামেরও এক মহোপকার সাধিত হয়।

রাধানাথ চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার পারিবারিক জীবনী সম্বন্ধে আমাদিগকে যে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়া-

ছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—‘তিনি গুরুজনকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার জননী বহুকাল উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। যতদূর দেখিয়াছি, উন্মত্ত মাতার প্রতি ছেলের এত ভক্তি বড় দেখা যায় না। অন্যের দ্বারা মার শুশ্রূষা ভাল চলিবে না, মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একবার কার্য্যোপলক্ষে শ্রীহট্ট হইতে করিমগঞ্জ যাওয়ার কালে বাড়ীতে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে অসুস্থ দেখিতে পান। তৎক্ষণাৎ কাজের ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়া মাতার সেবায় প্রবৃত্ত হন। তিনি পরের জন্যই যে প্রকার দয়ালু ছিলেন, তাহাতে স্বীয় জনক জননী অথবা আত্মীয় পরিজনবর্গের প্রতি তাঁহার যে কি ভাব ছিল, সকলেই তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। পরিবারের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণ রায় চৌধুরীকে তিনি পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। এবং তাঁহার সাহায্যেই অনেক সময় দুষ্কর কার্য্য সাধনে ব্রতী হইতেন। পরিবারের মধ্যে কাহাকেও নীচমনা লোকের ন্যায় কোন কাজ করিতে দেখিলে কিম্বা কোন কথা বলিতে শুনিলে তিনি মৃদু তিরস্কার করিতেন ও ভ্রম বুঝাইয়া দিতেন। দেশস্থ ও গ্রামস্থ অতি সামান্য লোককেও ঘৃণা করিতেন না, সকলের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন ও আদরের সহিত কথাবার্ত্তা

কহিতেন। গ্রামে কোন দরিদ্র লোক পীড়িত শুনিলে অনেক স্থলে নিজে তাহার বাড়ীতে ঔষধ লইয়া যাইতেন।"

১৮৮২ খ্রীঃ রাধানাথ চৌধুরী বাণিয়াচুঙ্গ নিবাসী প্রসিদ্ধ উকীল মোন্‌সী চাঁদরাম বিশ্বাসের পৌত্রী, স্বর্গীয় সদয়চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা দ্রবময়ী দেবীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শুনা যায়, তাঁহার অভিভাবকেরা সুখতলা গ্রামে একটী কন্যা মনোনয়ন করেন, কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী ঐ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলে পর তাঁহারই অভিলাষানুসারে এই মহৎ কুল-সম্ভবা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। রাধানাথ চৌধুরী সর্ব্বত্র যেরূপ স্বাধীনচিত্ততা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎকর্তৃক মহৎ কুলের প্রতি পক্ষপাতিতা দ্বারা এই স্থলেও তাঁহার সেই বিশিষ্টতা অক্ষুন্ন রহিয়াছিল।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পত্নীকে শুধু জীবনের সহচরী করেন নাই। 'সহধর্ম্মিণীর' উচ্চ আসনও তাঁহাদেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বিবাহের সময় দেবী দ্রবময়ী আট বৎসরের বালিকা মাত্র। সদ্বংশ-সুলভ নিষ্ঠা ও সদাচার-সম্পন্না দেবী দ্রবময়ী স্বল্পকাল মধ্যে পতির মহৎ অন্তঃকরণ ও জীবনের উচ্চ প্রয়াসের ধারণায় অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এবং পতির সাধু উদ্দেশ্যের সহিত সহানু-

ভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পরার্থ-সাধনমূলক কঠোর শ্রমভারক্লিষ্ট জীবনের অবকাশাংশ মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' দুই চারিটী দরিদ্র বালক প্রায়ই রাধানাথ চৌধুরীর গৃহে অন্নলাভ করিত। দেবী দ্রবময়ী মাতার ন্যায় উৎসাহ সহকারে তাহাঁদিগকে আহার্য্য বিতরণ করিতেন। *

প্রিয় পরিজনের সন্দর্শন লাভ এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া' স্কুল পরিদর্শন জন্য রাধানাথ চৌধুরী মধ্যে মধ্যে কাকুরাস্থ ভবনে গমন করিতেন। তাঁহাদের বহু জনপূর্ণ প্রকাণ্ড বাটী সস্ত্রীক রাধানাথ চৌধুরীর সমাগম মাত্র উৎসব ও আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। পরিবারের বাল-

* শ্রীযুক্তা দ্রবময়ী দেবী সর্ব্বাংশে ভর্ত্তার উন্নত জীবনের অনুসঙ্গিনী হইয়াছিলেন। 'পরহিতে স্বার্থত্যাগ ভক্তি নারায়ণে' ইহাই এই উন্নত-হৃদয় দম্পতির জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। এই বিষাদময় দুঃখের জীবনে এখনও শ্রীযুক্তা দ্রবময়ী দেবীকে পরের দুঃখের কথা শুনিলে এমনই কাতর হইতে দেখা যায় যে,ইহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রতিবাসী বা আত্মীয় কুটুম্বের বিপৎ-পাতে,এখনও তাঁহাকে তাহাদের সাহায্যের জন্য ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিতে দেখা যায়। রাধানাথ চৌধুরীর ন্যায় তাঁহারও নিজের জন্য কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। সংক্রামক রোগে কাতর রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাতা ও ভগিনী অপেক্ষা অধিক যত্নে তাঁহাকে রোগীর পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বিগত দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় কত অনাহারক্লিষ্ট লোককে নিজের মুখের গ্রাস বিতরণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে দেখা গিয়াছে।

বৃদ্ধ সকলের সহিত একত্র ভোজন করিতে তিনি অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অধিক কি, আহার কালে বহু লোকের সমাবেশ আশয়ে প্রতিবেশী কুটুম্বদিগকেও আহ্বান করিতেন। ভোজন কালে সুমিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার মধুর বাক্যাবলী সকলের অধিকতর প্রীতি প্রদান করিত।

রাধানাথ চৌধুরী বাটী আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া কাকুরার ঘাটে এত অধিক লোক তাঁহার দর্শন-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইত যে, ঘাট হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত ১০ মিনিটের রাস্তা যাইতে তাঁহার দুই তিন ঘণ্টা সময় লাগিত। তিনি উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরম আত্মীয়ের ন্যায় আলাপ করিতেন এবং কাহারও কোনও অভাব দূর করিতে পারেন কিনা, ঔৎসুক্য সহকারে অনুসন্ধান করিতেন। নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করিতেন। কাকুরা অঞ্চলে শত শত লোক এখনও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া থাকে।

প্রিয় পরিজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তিনি কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন। রাধানাথ চৌধুরীর দ্বারাই কাকুরার চৌধুরী বংশের নাম উজ্জ্বল হইয়াছিল। কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের প্রতি এরূপ

সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতেন যে, উপযুক্ত ভ্রাতার এতাদৃশ ভক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোনও বৈষয়িক কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। মফঃস্বল পরিভ্রমণের সুবিধার জন্য তিনি একখানি ভাওয়ালিয়া নৌকা ক্রয় করেন।' তাঁহার দাদাকে পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করেন নাই বলিয়া, কি জানি তিনি জানিলে বিরক্ত হন, এই ভয়ে অগ্রে দাদার হস্তে ৭০টী টাকা দিয়া নৌকা ক্রয়ের কথাটী বলিয়াছিলেন।

বহু ব্যয়সাধ্য নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া রাধানাথ চৌধুরী সর্ব্বদা অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করিতেন। কিন্তু কখনও তিনি অসদুপায়ে অর্থ লাভ বা সঞ্চয় স্পৃহা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীহট্টে কতকগুলি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির দ্বারা ১লা এপ্রিল তারিখে 'ফূলতত্ত্ব' (ফূল= Fool=নির্ব্বোধ) নামধেয় ব্যক্তিগত কুৎসা পূর্ণ এক পুস্তিকা প্রকাশের আয়োজন হয়। উহার পাণ্ডুলিপি দর্শন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী দৃঢ়তার সহিত নিজ প্রেসে তাহা ছাপাইতে অস্বীকার করেন। 'ফূলতত্ত্বের' প্রবর্ত্তকগণ গোপনে তাঁহাকে বহু অর্থ দানের প্রলোভন দেখাইতেও বিরত হন নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সত্বর কলিকাতা হইতে নূতন আর একটী প্রেস আনাইয়া নির্দ্ধারিত দিনে 'ফূলতত্ত্ব' বাহির করেন। কয়েক

বৎসর 'ফুলতত্ত্ব' বাহির করিলে পর পশ্চাৎ ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক তাহাদের এই কুৎসা প্রচারস্পৃহা দমিত হইয়াছিল।

রাধানাথ চৌধুরীর বিদ্যোৎসাহিতার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারই যত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায়— 'শ্রীহট্ট সুহৃদ' 'ছাত্রসখা' প্রভৃতি মাসিক পত্র উদ্ভূত ও পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি 'শ্রীহট্ট সম্মিলনীর' অদ্বিতীয় পরিপোষক ছিলেন।

রাধানাথ চৌধুরার জমিদারী বা অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল না। তিনি কোন উচ্চ রাজপদেও নিযুক্ত হন নাই। ধন বলে এবং উচ্চ রাজ পদ গৌরবে যে সামাজিক প্রতিপত্তি সহজে লোকের করায়ত্ত হয়, স্বকীয় সৎকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে তাহা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারে অতুলনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহৎ অন্তঃকরণ ও উন্নত চরিত্রবলে তিনি শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সমাদরভাজন হইয়াছিলেন। উদারহৃদয় স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় রাধানাথ চৌধুরীকে পরম আত্মায়বৎ সন্দর্শন করিতেন। শ্রীহট্টের শিক্ষিত যুবকদিগকে অনাচার-পরায়ণ, দাম্ভিক ও উন্মার্গগামী দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক কতবার দস্তিদার মহোদয়কে গভীর পরিতাপ করিতে

শুনিয়াছি। রাধানাথ চৌধুরীর অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্যাবলীর প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। মৌখিক সহানুভূতি মাত্র নহে, কার্য্য দ্বারাও তিনি রাধানাথ চৌধুরীর গুণানুরাগিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সমৃদ্ধ জমিদারগণ, এবং অধিক বেতন দান করিতে সমর্থ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বালকদিগকে শিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট স্কুলেই প্রেরণ করিতেন; কিন্তু রাধানাথ চৌধুরীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত দস্তিদার গৃহের একটী বালকও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 'জাতীয় বিদ্যালয়' ভিন্ন অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন নাই। আশ্রিত বালক দিগের কথা দূরে থাকুক, দস্তিদার মহাশয় স্বীয় পুত্রদিগকেও শিক্ষার্থ 'জাতীয় বিদ্যালয়েই' প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্রায়ই স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় তাঁহার কতিপয় বিশিষ্ট গুণের কথা হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় উল্লেখ করিতেন। তিনি এবং মৌলবী মজিদ্ বখৎ মজুমদার সাহেব শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটীর কমিশনর স্বরূপ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় মজুমদার সাহেবের সহিত জনৈক সামান্য বংশোদ্ভব শিক্ষিত কমিশনরের কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়। তৎপ্রসঙ্গে শেষোক্ত কমিশনর এই মর্ম্মে একটী মন্তব্য করেনঃ—"আপনি সম্ভ্রান্ত জমিদার হইলেও মিউনিসিপলিটীর কমিশনর রূপে আমরা



স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার।

সকলেই সমান।" বংশাভিমান-সম্পন্ন * মজুমদার সাহেব ও দস্তিদার মহাশয় এই মন্তব্যে মনঃক্ষুণ্ণ হন। রাধানাথ চৌধুরীও কমিশনর স্বরূপে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ব্যক্তিগত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটীর উল্লেখ পূর্ব্বক দস্তিদার মহাশয় প্রায়ই বলিতেন "রাধানাথ চৌধুরীর আত্ম-সম্মানবোধ যেরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, অপরের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেও তিনি সেইরূপ যত্নশীল ছিলেন। তিনি বীর্য্যবান ও তেজস্বী ছিলেন, অথচ তাঁহার চরিত্রে বিন্দুমাত্রও ঔদ্ধত্য ছিল না। এই শেষোক্ত মহৎ গুণটীই তাঁহার সঙ্গতিহীনতা দোষটী আবৃত করিয়া তাঁহাকে বিপুল সম্মানের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল!"

স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় রাধানাথ চৌধুরীর

* শ্রীহট্টের বর্ত্তমান দস্তিদার বংশের আদি পুরুষ নবাব হরেকৃষ্ণ রায় মুসলমানাধিকারে দীল্লীশ্বর কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, মজুমদার ও দস্তিদার এই উভয় পরিবারই এক বংশসম্ভূত। দস্তিদার বংশের কেহ তদানীন্তন আমিলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া গোমাংস-মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হন এবং "ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং" এই নীতিতে তিনি জাতিচ্যুত হইয়া,মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁ হইতে বর্ত্তমান মজুমদার বংশের সূত্রপাত হয় বলিয়া কিংবদন্তী। শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর মধ্যে অদ্যাপি এই উভয় পরিবারই অগ্রগণ্য।

ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনপটুতা ও পাশ্চাত্য রীতি নীতিতে অসামান্য অভিজ্ঞতার অতীব প্রশংসাবাদ করিতেন। একবার প্রধান কমিশনর মহোদয় শ্রীহট্টের গণ্য মান্য লোকদিগকে এক দরবারে আমন্ত্রণ করেন। দৈবাধান দরবার স্থলে উপস্থিত হইতে দস্তিদার মহাশয়ের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া পড়ে। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, দরবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তিনি কি করিবেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে, রাধানাথ চৌধুরী গৃহাভ্যন্তর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এরূপ নিপুণতার সহিত প্রধান (Chief) কমিশনরের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন যে, তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দস্তিদার মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহাকে দরবার গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করাইলেন। অনেক উচ্চ শিক্ষিত উপাধিধারী ব্যক্তিও সাহেবদিগকে জুজুর ন্যায় ভয় করেন এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথন কালে গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়েন। রাধানাথ চৌধুরী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোনও উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও এই বিষয়ে তৎকালীন শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন।

• ইংরাজী ভাষায় তাঁহার লিপিকুশলতাও কম ছিল না। একবার কোনও গুরুতর বিষয়ে একটী লিপি রচনার

আবশ্যক হওয়ায় তিনি স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায়চৌধুরী বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সেন মহাশয়কে উহা রচনা করিতে কহেন। ইহাঁরা উভয়েই উচ্চশিক্ষিত, তাহাতে আবার বিষয়টী গুরুতর; সুতরাং লিপি রচিত ও পুনঃ পুনঃ কর্ত্তিত, মার্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পত্র রচনা আর শেষ হয় না দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন এবং স্বয়ং আর একখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি একবারে কোনও কাটকুট না করিয়া এরূপ একখানি মুসাবিদা প্রস্তত করিলেন যে, পাঠান্তে পূর্ব্বোক্ত লেখকদ্বয় মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, তাঁহারা ঐ লিপি খানি এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে রচনা করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ রাধানাথ চৌধুরী অতি ক্ষিপ্রবুদ্ধি ছিলেন, নতুবা তিনি স্বীয় অনতিদীর্ঘ জীবিতকাল মধ্যে এত অধিক মহদনুষ্ঠানে সমর্থ হইতেন না।

প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতিভা সকল দিকেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। রাধানাথ চৌধুরী এই প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক তেজের একটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার উচ্চ মনোবৃত্তি সকল যেরূপ বিকশিত হইয়াছিল, ভগবান তাঁহাকে সেইরূপ অপরিমিত শারীরিক

শক্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তুর দ্বারা নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা উৎপীড়িত হইতেছে, সংবাদ পাইলেই তিনি বন্দুক লইয়া শীকার করিতে বহির্গত হইতেন। শীকার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। একবার গোটাটিকর নামক স্থানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হওয়ায় তিনি ক্রমান্বয়ে চারি দিন গাছের উপর থাকিয়া ৫ম দিবসে বাঘ মারিয়া তবে গৃহে আসিয়াছিলেন। দস্তিদার ভবনের সন্নিহিত তাঁহাদেরই জমিদারীর অন্তর্গত এক জঙ্গলে শীকার অন্বেষণ করিতে গিয়া তিনি একবার অতর্কিত ভাবে একটা প্রকাণ্ড বন্যশূকর দ্বারা আক্রান্ত হন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সাহস সহকারে রিক্ত হস্তেই শূকরটার গতিরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমভি-ব্যাহারী একটী লোক দূর হইতে তাঁহার বিপদ্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৌড়িয়া তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। তখন অবলীলাক্রমে তিনি শূকরটাকে মারিয়া ফেলেন। কখনও বালংলার জমিদার স্বর্গীয় আলি আমজদ খাঁ সাহেব, কখন কখন সুনামগঞ্জের জমিদার দেওয়ান হাসন রজা সাহেব শীকারের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। কুড়া শীকার করিতে ও কুড়া পালিয়া তাহার ডাক শুনিতে তিনি বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন।

তাঁহার ভোজন-প্রণালীও শারীরিক শক্তিরই অনুরূপ

ছিল। একটী আস্ত কবুতর ভাজিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার জলযোগ (Tiffin) সম্পন্ন হইত। অল্প আহার আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ। স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় একদা কয়েকটী স্বদেশ-সেবায় কৃতসংকল্প শিক্ষিত যুবকের আহারের অল্পতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন "বাপু সকল হে! আগে রাধানাথ চৌধুরীর ন্যায় খাইতে শিখ, তার পর দেশের সেবা করিও! শরীরের যেরূপ পুষ্টি সাধন আরম্ভ করিয়াছ, দেখিতেছি, পরের জন্য খাটিতে গেলে এই দেহযষ্টি কয়দিন টিকিবে?" এই বলিয়া তিনি রাধানাথ চৌধুরী কোন্ প্রকার খাদ্যদ্রব্য কয়টী একবারে উদরসাৎ করিতেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

রাধানাথ চৌধুরীর আধ্যাত্মিক জীবনও বিশেষত্ব পরিশূন্য নহে। পারমার্থিক সঙ্গীতে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কঠোর শ্রমের পর একটু অবসর পাইলেই সেতার নিয়া বসিতেন। ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তনে তাঁহার অন্তরে শান্তি-ধারা প্রবাহিত ও হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। ছাত্রদিগকে তিনি প্রায়ই এই উপদেশ দিতেন :—"সমস্ত দিন যে সকল কার্য্য করিয়াছ—রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে মনে মনে তাহার বিচার করিবে। এবং যদি কোনও

অন্যায় কাজ করিয়া থাক, তজ্জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি স্মরণ করিবে এবং তৎ সম্পাদনের জন্য যুক্ত করে ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিবে।” বস্তুতঃ রাধানাথ চৌধুরীর ঈশ্বর-বিশ্বাস অতিশয় দৃঢ় ছিল। বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় একদা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ;—“বাল্যকালে আমি অতি শীর্ণদেহ ছিলাম ; কত তেজস্কর সালসা ইত্যাদি খাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক দিবস রাধানাথ চৌধুরী আমাকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন “তুমি প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ভক্তিভরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। তিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমার দেহে অপরিমিত বলদান করিবেন।” এই কথাটী তখন আমার হৃদয়ে বড়ই লাগিয়াছিল। তাঁহার কথামত বহুকাল আমি প্রত্যহ ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। পরে যখন আমার অভাবনীয় শারীরিক উন্নতি ঘটিল, তখন মনে হইল, আমার ভক্তিপূর্ণ বাল্য প্রার্থনাই তাহার কারণ।”

রাধানাথ চৌধুরী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও অনেকেই তাঁহাকে ব্রাহ্মমতাবলম্বী মনে করিতেন, কিন্তু তিনি নির্জ্জন উপাসনারই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কথ-

নও হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত আচার অনুষ্ঠানের উল্লঙ্ঘন করিতেন না। প্রসিদ্ধ শাক্ত-সঙ্গীত-বিশারদ রাজমোহন আম্বলী শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলে পর তিনি তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তখন অতি প্রত্যূষে দেখা যাইত, তিনি সেতার বাজাইয়া তদ্গতচিত্তে আম্বলীর সহিত শ্যামা বিষয়ক গান করিতেছেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোনও প্রকার গোড়ামি ছিল না।

রাধানাথ চৌধুরী কখনও প্রণয়-সঙ্গীত বা অশ্লীল গীতাদি গাহিতেন না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতার এক নিঃসংশয় প্রমাণ। সর্ব্ব প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট আহার ও উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। তাঁহার বাসগৃহও পরিচ্ছন্নতায় সন্নিহিত ভদ্রলোকদিগের বাসভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে তিনি ঢাকায় উপস্থিত হইলে পর আমি তাঁহাকে ঐ নগরীর জনৈক প্রসিদ্ধ দেশানুরাগসম্পন্ন ধনী ব্যক্তির গৃহে লইয়া যাই। বাড়ীতে প্রবেশ কালে চারিদিগের অপরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাকে বলেন 'বোধ হয় আমরা রাস্তা ভুলিয়া আস্তাবলের পথে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি!'—এই সম্বন্ধে

তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইলে পর, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, এত বড় লোক এরূপ অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে বাস করিতে পারেন, না দেখিলে একথা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না!'

১৮৮৯ খৃঃ রাধানাথ চৌধুরীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলাবালার জন্ম হয়। ১৮৯২ খ্রীঃ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালা ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২০।২৫ দিন দিন পরেই তিনি লোকান্তরিত হন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার এরূপ দৃঢ় অনুরাগ ছিল যে, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখাইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিতেন 'ইহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিব। আমার অবর্ত্তমানে নির্ম্মলা 'পরিদর্শক' সম্পাদন করিবে!' দুঃখের বিষয়, তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর কন্যাদ্বয়ের সুশিক্ষা দান সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই। *

সকল কার্য্যেই রাধানাথ চৌধুরীর এক প্রবল

---

* অকাল বৈধব্যের পর এই কন্যাদ্বয়ই শ্রীযুক্ত দ্রবময়ী দেবীর সংসারের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িল। ভর্ত্তার অভিলাষানুযায়ী কন্যাদ্বয়ের সুশিক্ষাদান করিতে না পারিলেও তিনি পরম যত্নে ইহাদিগকে সুশীলা ও সন্নীতিপরায়ণা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারই পুণ্যফলে পিতৃহীনা কন্যাদ্বয় আত্মীয় পরিজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিতপ্রায় হইয়া ও সৎপাত্রে সমর্পিতা হইয়াছেন। অধুনা এই চারুস্বভাবা কন্যাদ্বয় উভয়েই সন্তানবতী ও পতিকুলের উজ্জ্বলকারিণী হইয়াছেন। স্বদেশী

ঈশ্বরনির্ভরতা দৃষ্ট হইত। “তিনি কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন নাই, আর কাতর প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ রাখেন না” এরূপ ভাব সর্ব্বদা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইত। আর প্রকৃত কর্ম্মযোগীর ন্যায় কোনও কার্য্যই সাধ্যাতীত নহে মনে করিয়া তিনি অক্লান্তদেহে কর্ম্মের অনুসরণ করিতেন। সাধারণের নিন্দা বা প্রশংসায় তিনি বিচলিত হইতেন না, স্থিরলক্ষ্যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেন। অলস ও অবসাদগ্রস্ত চিত্তে এক মুহূর্ত্তও যাপন করিতেন না—তিনি কর্ম্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। বস্তুতঃ তাঁহার অনতিদীর্ঘ জীবনটী যেন কতকগুলি কর্ম্মসমষ্টির এক প্রখর উচ্ছ্বাস। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের উল্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে পড়েঃ—

“কর্ম্ম ক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর প্রাঙ্গণ সংসার এই।
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ,
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই॥”

আন্দোলন আরম্ভ হইলে পর দেবী ধ্রুবময়ীর এক দৌহিত্র জন্মিয়াছে। তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলনের আবির্ভাব হইল, দেবী তাহার স্মরণার্থ দৌহিত্রের “স্বদেশরঞ্জন” এই নামকরণ করিয়াছেন। আশা করি, এই শিশু স্বীয় মাতামহ ও মাতামহীর পবিত্র শোণিত বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মহৎ গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হইয়া অন্বর্থনামা হইবে।

রাধানাথ চৌধুরী কর্ম্মভূমিতে চিরজয়ী বীরপুরুষের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই প্রচলিত বাক্যটী সর্ব্বদা তাঁহার মুখে শুনা যাইত। একবার 'জাতীয় মহাসমিতির' অধিবেশনে এলাহাবাদ যাইতে তিনি প্রস্তুত হইলে পর তাঁহার ভ্রাতৃগণ পথের দূরত্ব ও অসুখ বিসুখের আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া যাইতে তাঁহাকে নিষেধ করেন ; কিন্তু তিনি কাহারও বারণ না শুনিয়া এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন "দেশের কাজে প্রাণ যায় ক্ষতি কি ?" কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সতত অটল ও অবিচলিত ছিলেন। অনেকেই দেখিয়াছেন, সামান্য রোগে তিনি কখনও শয্যাশায়ী হইতেন না। জ্বরবোধ হইলে পকেটে কুইনাইন লইয়া স্কুলে পড়াইতে যাইতেন। হাতে অধিক কাজ থাকিলে আহারের সময় অতীত হইয়া যাইত। আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহার আহারে রুচি হইত না—নিদ্রায় শান্তিলাভ হইত না।

"হায়! যদি আমি ধনাঢ্য হইতাম, তাহা হইলে দেশের জন্য কত কি করিতে পারিতাম। আমার অর্থ নাই, আমি আর সংসারের জন্য কি করিব ?" অনেক শিক্ষিত যুবকের মুখেই এইরূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা থাকিলে স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী না হইয়াও যে অনেক কাজ করিতে পারা যায়, রাধানাথ-চরিত্র হইতে কি তাঁহারা এই নীতিটী গ্রহণ করিবেন না ?

উপসংহার।

১৮৯১ খ্রীঃ প্রারম্ভে কর্ম্মবীর রাধানাথ চৌধুরীর সবল ও সতেজ দেহে দুশ্চিকিৎস্য বহুমূত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই সুবিজ্ঞ ভিষকগণ তাঁহাকে কঠোর কায়িক ও মানসিক শ্রম হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ একযোগে বলিয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত মানসিক চিন্তাই এই কঠিন পীড়া সঞ্চারের প্রধান হেতু। রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য এই সুপরামর্শের অনুগামী হইতে যত্নবান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যতদিন তাঁহার প্রাণোপম 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'পরিদর্শকের' স্থায়ীত্বে সন্দেহ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন সর্ব্বপ্রকার মানসিক চিন্তায় বিরত থাকা তাঁহার সাধ্যের অতীত ছিল। বরং অকালে—প্রারব্ধ কার্য্যের সমাপ্তির পূর্ব্বে দুরারোগ্য ব্যাধি—মৃত্যুর বিকট ছায়া তাঁহার কল্পনা-পথের সন্নিহিত করিয়া তাঁহাকে অধিকতর চিন্তাকুলিত করিয়া তুলিল। সুচিকিৎসায় পীড়া দমিত হইলে পর যতই তিনি দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন, এই করালব্যাধি ততই প্রবলতা লাভ করিয়া তাঁহাকে পুনরাক্রমণ করিতে

লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যোল্লসিত দেহ ক্রমেই বিগত-শ্রী হইতে লাগিল। ডাক্তারেরা জলবায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। মাসত্রয় নৌ-ভ্রমণে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি আশাতীত স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিলেন। জীবনাশা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। তিনি নবোৎসাহে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

কিঞ্চিদধিক ছয়মাস কাল স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া রাধানাথ চৌধুরী মনে করিলেন, করালব্যাধি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু অচিরাৎ তাঁহার সেই ভ্রম দূর হইল—আবার পীড়ার লক্ষণ ঈষৎ পরিস্ফুট হইল। এই-বার বহু তেজস্কর ঔষধ সেবন করিয়া পীড়ার প্রবলতা প্রশমিত করিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় স্বীয় শারীরিক পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ মানসে তিনি উন্মুক্ত দেহে যে ফটো উদ্ধৃত করেন, তাহার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিকৃতির এইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল যে, উভয়টী একত্র দর্শন করিলে একজনের চিত্র বলিয়া সহসা পরিচয় করা যাইত না। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী-মোহন দাস এম্-বি, ডাক্তার বৈকুণ্ঠকুমার নন্দী এল্-এম্-এস্ ও শ্রীহট্টের সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতির সুচিকিৎসায়

পীড়ার প্রকোপের কিঞ্চিৎ দমন হইলেই তিনি কর্ম্মভূমিতে দণ্ডায়মান হইবার উদ্যম করিতে লাগিলেন—কিন্তু হায়! কৃষ্ণপক্ষের শশধরের ন্যায় তাঁহার কাল-অমানিশাভিমুখ দেহ দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

১৮৯২ খ্রীঃ ২রা জুলাই তিনি পরবর্ত্তী তিন বৎসরের জন্য করিমগঞ্জ লোকালবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তত্রত্য লোকাল বোর্ডের সহিত পাবলিক্ ওয়ার্কসের কতিপয় কর্ম্মচারীর একটা তুমুল বিরোধ চলিতেছিল। ইহার ফলে লোকাল বোর্ডের দুইজন কর্ম্মচারীর উপর এক অভিযোগ উপস্থিত হয়। রাধানাথ চৌধুরী ঐ অভিযোগের আমূল-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং অভিযুক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের নির্দ্দোষতায় সন্দিহান ছিলেন না। কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কসের গবর্ণ-মেণ্ট কর্ম্মকারকদিগের প্রবলতায় ভীত হইয়া ইহাঁরা বিপদা-শঙ্কায় রাধানাথ চৌধুরীকে বোর্ডে উপস্থিত হইতে কাতর-কণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা তখন পর্য্যটন ক্লেশ সহনে অসক্ত মনে করিয়া, ডাক্তারগণ তাঁহাকে করিমগঞ্জ যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া করিমগঞ্জে চলিয়া গেলেন। এবং প্রবলের চক্রান্ত হইতে দুইটী নিরপরাধ লোককে রক্ষা

করিলেন। হায়, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, ইহাই তাঁহার ইহজীবনের সর্ব্বশেষ পরহিতানুষ্ঠান !

করিমগঞ্জ ত্যাগ করিতে না করিতেই তাঁহার শারীরিক অবস্থার সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। পীড়ার তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া তিনি ভীত হইলেন। প্রিয় পরিজনদিগের দর্শনার্থ একেবারে শ্রীহট্টে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তিনি কাকুরাস্থ ভবনে উপস্থিত হইলেন। পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার চেহারা দেখিয়াই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তিনিও সকলকেই আকুলকণ্ঠে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে চিকিৎসকদের নিকট হইতে দূরে থাকা শ্রেয়স্কর নহে মনে করিয়া তাঁহারা সত্বর তাঁহার শ্রীহট্ট গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পরিজনেরা নদীর ঘাটে আসিয়া তাঁহাকে ভাওয়ালিয়াতে তুলিয়া দিলেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি বলিলেন "আর ভাওয়ালিয়া নৌকায় উঠিয়া বাড়ী আসিব না, ইহার পর কাগজে * উঠিয়া আসিব !" এই বাক্যে উপস্থিত সকলেই "হায় ! হায় !" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কয়েকজন নৌকায় থাকিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী

* অর্থাৎ সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠে।

হইলেন। নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল! দশমীর প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া অন্যেরা ঘরে ফিরিলেন!

রাধানাথ চৌধুরীর পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ তাঁহার শ্রীহট্টে পুনরাগত হওয়ার পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র বন্ধুবর্গ শশব্যস্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলেরই মনে গভীর নৈরাশ্যের উদয় হইল। শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সেন অনুযোগ সহকারে বলিলেন "আমাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া করিমগঞ্জ না গেলে আপনার শারীরিক অবস্থা এরূপ হইত না!" তিনি উত্তর করিলেনঃ— "জানকী বাবু!—করিমগঞ্জ না গেলে আমার জীবন বড়ই অশান্তিপূর্ণ হইত, আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। এখন আমার মৃত্যু হইলেও আক্ষেপের কোনও, কারণ নাই। আমি শান্তির সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব।"—ধন্য কর্ম্মবীর!—ধন্য জীবন তোমার!

ক্রমে উৎকট পীড়ার সাংঘাতিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই শোক সংবাদ মুখে মুখে সহরের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। তাঁহার বন্ধুবর্গ এইবার তাঁহার জীবন সঙ্কটাকুল মনে করিয়া দুঃখে মুহ্যমান হইতে লাগিলেন। দূরস্থ বন্ধু বান্ধব ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাঁহার শেষ দর্শন মানসে সমাগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে

উত্থান-শক্তি রহিত হইল—ঔষধ সেবনেও ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। তিনি জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'পরিদর্শকের' কি দশা হইবে, এই ভাবনায় তিনি উদ্বেগপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন :—"পার্ব্বতী! * তুমি আমার উপযুক্ত ও শিক্ষিত ভাই, আমার অবর্ত্তমানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'পরিদর্শক" তোমাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।" যে পর্য্যন্ত বাক্‌রোধ না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত তিনি এই উভয়ের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন ও সমাগত বন্ধু বান্ধব-দিগকে—ইহাদের রক্ষার জন্য বিবিধ উপদেশ ও অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অন্তিম শয্যায় তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি কামনায় চিরনিষ্ঠতা-সূচক যে মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করিয়াছিলেন, অনেকেরই হৃদয়ে তাহা চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

১৯শে আগষ্ট, প্রত্যূষেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি রোরুদ্যমানা পতিব্রতা ভার্য্যাকে প্রবোধ দিতে

---

* রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পরও ইনি প্রায় ১১ বৎসর জীবিত ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হওয়ার পর শিলং নগরে মানব জীবন সংবরণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভ্রাতার কীর্ত্তি রক্ষায় ইহাদের বিশেষ উদ্যম দৃষ্ট হয় নাই।

লাগিলেন, কন্যাদ্বয়ের শিরঃস্পর্শ করিলেন—শোকার্ত্ত ভ্রাতা ও পরিজনকে সান্ত্বনা করিলেন। 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে পুনরায় কি বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে কহিলেন। তিনি আসিতে না আসিতেই 'হরি দয়াময় হরি!' বলিতে বলিতে নিঃশব্দ হইলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে এই দুঃসংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। এ জীবনে তাঁহার শেষ দর্শন মানসে বর্ষার জলস্রোতের ন্যায় লোকশ্রেণীর সমাগম হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের বালকগণ—আফিস ও আদালতের কর্ম্মচারিগণ—ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সন্ত্রস্তভাবে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বাসগৃহের চত্বর ও সন্নিহিত রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা অশ্বশকটে আসিয়াছিলেন, লোকব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া দূরে শকটত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে লাগিলেন। শত্রু মিত্র, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভেদ রহিল না। সকলেই দেশের অদ্বিতীয় হিতৈষী পুরুষপ্রবর রাধানাথ চৌধুরীর অন্তিম সময় আগতপ্রায় শুনিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ২০শে আগষ্টের কালরাত্রি সন্নিহিত হইল। করাল কাল শত শত লোকের উৎকণ্ঠায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল। রাত্রি ৯টা ৫ মিনিটের সময় ৩৬ বৎসর

বয়সে স্বদেশের হিতসাধনে দৃঢ়ব্রত রাধানাথ চৌধুরী ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলেন। যৌবনের মধ্যাহ্নে শ্রীহট্টের গৌরব-রবি কাল রাহুর কুক্ষিগত হইল।

পর দিবস রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই—বিষাদের একখানি কালমেঘ উত্থিত হইয়া সমস্ত সহর সমাচ্ছন্ন করিল। গৃহে গৃহে—আফিসে আদালতে, বন্দরে বাজারে পরলোকগত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার অকাল বিয়োগজনিত উদ্দাম শোকস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৃতীয় দিবস শ্রীহট্টের জন সাধারণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' গৃহে সম্মিলিত হইতে লাগি-লেন। শ্রীহট্টে বহু সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছে—কিন্তু এইরূপ সার্ব্বজনিক সহানুভূতি পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। এইরূপ জাতিধর্ম্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বহুলোকের একত্র সম্মিলন আর কখনও হয় নাই। সভাধিবেশনের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই পিপালিকা শ্রেণীর ন্যায় লোকশ্রেণীর সমাগম হইতে লাগিল। গৃহে আর তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না, গৃহের চতুঃ-পার্শ্ব ও প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সেই বিপুল জনতা নিস্তব্ধ,—প্রত্যেকেরই মুখমণ্ডলে শোকচ্ছায়া প্রতিভাত! ক্রমে সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া—সকরুণ শোক-সঙ্গীত সমুত্থিত হইলঃ—

রাগিণী বাঁরোয়া—মিশ্র।

শোকে কাঁদিছে আজ নগরী।
বিষাদ আঁধারে দেশ ফেলিল ঘেরি॥
বলবান তেজীয়ান, ছিল যে সুসন্তান,
অকালে করালে তারে নিল যে হরি॥
বালক কত যে অনাথ, কাঁদে বলে কোথা রাধানাথ,
পিতৃহারা বলহারা, হল যে হল যে তারা
তাই ফেলে অশ্রুধারা তাঁহারে স্মরি॥
অসহায় হারায়ে সহায় নিরাশায় করে হায় হায়।
বালিকা বিধবা হেরি তাঁর বিদরিছে হৃদয় সবার
নিবার হে অশ্রুধার প্রেমময় হরি!!

শোক-সঙ্গীত থামিলে পর কত সুদীর্ঘ নিশ্বাস ও হা হুতাশের শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কেহ কেহ আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন—অনেকেরই মুখমণ্ডল বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সভাপতি রেভারেণ্ড জে, পি, জোনস্ মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে পর, অতি বৃষ্টি বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা শোক-প্রকাশক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পত্র সকল পঠিত হইতে লাগিল। অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, বাবু রাধাবিনোদ দাস, বাবু

প্রসন্নকুমার গুহ, বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মৌলবী মসদর আলি, বাবু প্রসন্নকুমার দে, বাবু নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার, ও মৌলবী মোহাম্মদ দায়েম প্রভৃতি—একে একে রাধানাথ চৌধুরীর নিঃস্বার্থ পরোপকার, স্বদেশহিতৈষণা, অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায়, চরিত্রবল, অমায়িকতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। সকলেই সমস্বরে বলিলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ 'জাতীয় স্কুলটী' যে প্রকারে চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইলঃ—"এই সভা রাধানাথ চৌধুরীর অকাল ও শোচনীয় মৃত্যুতে অন্তরের গভীরতম শোক প্রকাশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার আত্মা চিরশান্তি ভোগ করুক এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি আগমন করুক।"

ইহার পর সভাপতি মহাশয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা রাধানাথ চৌধুরীর নানা সদ্‌গুণের বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার অভাবে শ্রীহট্টের সকল শ্রেণীর লোকের যে গুরুতর ক্ষতি হইল তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেনঃ—"কেবল বাক্যদ্বারা শোক প্রকাশ করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, এই অর্দ্ধ-নির্ম্মিত স্কুল বিল্ডিং যেরূপে সম্পূর্ণ হইতে পারে, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তজ্জন্য বদ্ধপরিকর

হই। আমি আশা করি, দেশীয় রাজা জমিদার ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই দালানের ছাদ দিতে যে ৪।৫ সহস্র টাকার প্রয়োজন, তাহা অকাতরে দান করিয়া এইরূপ একজন স্বদেশহিতৈষীর নাম চিরস্মরণীয় করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর 'জাতীয় স্কুলের' হেডমাষ্টার বাবু জানকীনাথ সেন সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে

কি কব দুঃখের কথা আহা হৃদয় বিদরে,
রাধানাথ আজ আর নাহি এ মরতপুরে! *

এই সঙ্গীতটী গীত হইলে পর শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলেই সভাস্থল ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সভারম্ভের পর মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্থানাভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বহু লোক ছাতি মাথায় দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন!

এই প্রবল শোকোচ্ছ্বাস শ্রীহট্ট অতিক্রম করিয়া ক্রমেই দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

* এই সঙ্গীতটী রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা যোগে গেয়। ইহার সারাংশ ৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

কলিকাতায় শোক-সভা—২৭শে আগষ্ট, ৩॥ সাড়ে তিন ঘটি-কার সময়, কলিকাতাস্থ "ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন সভার" উদ্যোগে রিপণ কলেজ গৃহে রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যু-শোক-প্রকাশার্থে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত এক শোক-প্রকাশক পত্র সহ উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী 'পরিদর্শককে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় শোক-সভা—৪ঠা সেপ্টম্বর, "শ্রীহট্ট সুহৃদ্ সমিতির কার্য্যালয়" ঢাকাস্থ ১৯ নং বাঙ্গালা বাজার, শ্রীহট্ট ছাত্র-নিবাসে এক বিশেষ—সভা আহূত হয়। উক্ত সমিতির দশম বার্ষিক বিবরণীতে ঐ সভার কার্য্যবিবরণী সবিস্তর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সভা বিশেষভাবে রাধানাথ চৌধুরীর নৈতিক উন্নতিসাধন চেষ্টার প্রশংসাবাদ করেন এবং তাঁহার ন্যায় এক অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক হারাইয়া সমিতির যে শোচনীয় ক্ষতি হইল, তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। রাধানাথ চৌধুরীর স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের জন্য শ্রীহট্টে যে উদ্যম হইতেছিল, তাহার সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সভা চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। সভার পরিগৃহীত মন্তব্যগুলি 'পরিদর্শক 'ইণ্ডিয়ান নেশন' ও 'ঢাকা গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিলং শোক-সভা—১০ই সেপ্টেম্বর শিলং 'কুইণ্টন হল' গৃহে শিলং নগরীস্থ শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা এক বিরাট সভা সমাহূত হয়। তদুপলক্ষে বিরচিত একটী শোক সঙ্গীত গীত হইলে পর, সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে আসাম সেক্রেটারিয়েটের প্রাচীনতম কর্ম্মচারী বাবু নন্দকিশোর ধর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর রাধানাথ চৌধুরীর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত অভয়াশঙ্কর গুহ মহাশয় কোনও অনিবার্য্য কারণে

সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া—আবেগপূর্ণ হৃদয়ে রাধানাথ চৌধুরীর অনন্যসাধারণ গুণাবলীর উল্লেখ পূর্ব্বক যে সুলিখিত দীর্ঘ পত্রখানি প্রেরণ করেন, তাহা পঠিত হয়।* উপস্থিত সভ্যদিগের দ্বারা রাধানাথ চৌধুরীর মহৎ গুণাবলীর আলোচনার পর একটী শোক প্রকাশক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় এবং রাধানাথ চৌধুরীর স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন কল্পে চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটী বিশেষ কমিটী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সদয়াচরণ দাস মহাশয় এক সুদীর্ঘ শোকপত্র সহ এই সভার কার্য্য বিবরণী 'পবিদর্শকে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শিলচর শোক-সভা—১৭ই সেপ্টেম্বর শিলচর হাইস্কুল "ক্রিকেটীং এণ্ড ডিবেটীং" ক্লবের উদ্যোগে এক বিশাল শোক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার চন্দ এম্-এ বি-এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শিলচরের শিক্ষিত ও গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে একটী জাতীয় সঙ্গীত হইলে পর জিলা স্কুলের জনৈক ছাত্র "রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে ভারতমাতার বিলাপ" শীর্ষক একটী শোকোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। তদনন্তর আরও দুই জন ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা রাধানাথ চৌধুরীর স্বাবলম্বন, তেজস্বিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী বর্ণন করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত উকীল মহাশয় সংক্ষেপে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার সহপাঠী রাধানাথ চৌধুরীর প্রতি ছাত্রগণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ করেন এবং রাধানাথ চৌধুরীকে আদর্শ করিয়া তাহাদের জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া—আক্ষেপ

* ৪৭ পৃষ্ঠায় এই পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বক বলেন যে, অধুনা শ্রীহট্টে যদিও রাধানাথ চৌধুরী অপেক্ষা অনেক ধনবান, বিদ্বান ও ক্ষমতাপন্ন লোক রহিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীহট্ট যে অভাবগ্রস্ত হইয়াছে, সেই অভাব বিদূরিত করিতে শ্রীহট্টে লোক অতি বিরল। তৎপর একটী জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

এই সকল শোক সভা ব্যতীত করিমগঞ্জ, মৌলবী-বাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও শোক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাধানাথ চৌধুরীর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের উদ্দেশে যে সকল শোক লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি 'পরিদর্শকে' প্রকাশিত হয়। সেই গুলি পুনর্মুদ্রিত করিলে এক বৃহৎ পুস্তকের আকৃতি হইবে। এই সকল পত্রে নানা ব্যক্তি নানা ভাবে পরলোকগত মহাত্মার অকাল মৃত্যুতে শোকাবেগ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় আলি আমজদ খাঁ সাহেব লিখিয়াছিলেনঃ—"দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বে একবার ইহ জন্মের মত দর্শন লাভ করিতে পারিলাম না। তিনি আমার পরম উপকারক শিক্ষক ছিলেন। * * জগৎপতি পরমেশ্বরের নিকট কায়মনো-বাক্যে এবং করপুটে প্রার্থনা করি, যেন তিনি মৃত মহাত্মাকে পবিত্র ধামে স্থান দান করেন।" 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাসের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বাবু বৈকুণ্ঠ

চন্দ্র দাস লাতু মুন্সীবাড়ী হইতে যে আবেগময় দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—"আজ সকালে ভগবান আমাদিগকে যে শোকে ভাসাইলেন, ইহাতে তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। মায়ের ছুটী সন্তান থাকিলে একটী অভাবে অন্যটীকে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করেন, কিন্তু আমাদের সে স্থলও নাই। যাঁহাকে হারাইলাম, এমন আর মিলিবে না। বিপদের বন্ধু—সকলের সহায়—দরিদ্রের আশ্রয় রাধানাথ বাবুর ন্যায় আর নাই। তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর ছুঃখ কি? ছুঃখের ভাগ কেবল আমাদেরই। * * তাঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী ও পরোপকারী অতি দুর্লভ! নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য কেহই এমন খাটিবে না। সকলেই আপন দিক বজায় রাখিয়া কার্য্য করে। দেশের কার্য্যে আপন কার্য্যও উদ্ধার করে, কিন্তু আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতে রাধানাথ বাবুর ন্যায় আর কে?" গৌহাটী হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকুমার ঘোষ লিখিয়াছিলেন, "রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে আমি যতগুলি শিক্ষিত ভদ্র লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, সকলেই আন্তরিক ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এদেশের

বিশেষতঃ শ্রীহট্টের যে অশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা সহজে কেহ ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করণার্থে, আমরা ভরসা করি, শ্রীহট্টের মিউনিসিপাল কমি-শনরগণ তথাকার একটী রাস্তার নাম ইঁহার নামানুসারে নামকরণ করিবেন।"

এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি শোক-প্রকাশক পত্রের সারাংশ অবতরণিকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। 'হিন্দুরঞ্জিকা' 'বরিশাল-হিতৈষী' 'ঢাকা গেজেট' 'শিলচর' প্রভৃতি পত্রেও রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে শোকাবহ প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি লিখিত হইয়াছিল। বাবু কালীকান্ত সেন স্বর্গীয় মহাত্মার গুণ-কীর্ত্তনময় এক বৃহদায়তন পদ্য পুস্তক প্রচার করিয়া-ছিলেন। 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত হরিধন তর্করত্ন সুললিত সংস্কৃত পদ্যে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রাধানাথ চৌধুরীর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রবোধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। "রাধানাথ চৌধুরীর স্মরণার্থ "ভারতে জাতীয় একতা" সম্বন্ধে লিখিত সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এক বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। "শ্রীহট্ট সম্মিলনী" রাধানাথ চৌধুরীর জীবনী অবলম্বনে মহিলাদের দ্বারা লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এক বিশেষ পুরস্কার নির্দ্ধারিত

করিয়া দিয়াছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর উদ্দেশে বিরচিত অনেকগুলি কবিতা 'পরিদর্শকে' ও ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল কবিতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুলিখিত একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শোক-লহরী।

সহসা সুহৃদ মুখে এ দূর অঞ্চলে
শুনিনু মরমভেদী বারতা যখন;
মনের আবেগে কত কাঁদিনু বিরলে,
স্মরিয়া তোমার সেই মূরতি মোহন।

অকালে করাল কাল গ্রাসিবে তোমায়
ক্ষণেকের তরে তাহা ভাবিনে কখন,
মানব জীবন এ যে ছায়াবাজী প্রায়
লুকাইবে অলক্ষিতে কে জানে এমন।

কাঁদাইয়া মাতৃভূমি কোথা গেলে ভাই—
শ্রীহট্ট তোমার তরে কাঁদিয়া আকুল;
দেশের অমুল্য রত্ন আর দুটী নাই
ক্ষণজন্মা পুত্র তুমি রেখেছিলে কুল।

কে আর কাঁদিবে বল মাতৃ মুখ হেরি
মাতৃ সুখ বাড়াইতে অর্পিবে জীবন;
নিশি দিন আকুলিত মাতৃ দুঃখ স্মরি
ঘুচাইতে শশব্যস্ত মায়ের বেদন?

স্বার্থময় জগতের আত্মময় নর
করে সদা এক মনে স্বার্থ অন্বেষণ,
অপরের দুঃখে কভু তাদের অন্তর
কাঁদিবে কি বল ওহে তোমার মতন ?

পুত্র সম পত্রিকায় ত্যজিলে কেমনে
প্রাণের অধিক ভালবাসিতে যাহায়,
যার তরে দায়গ্রস্ত অশেষ বিধানে
ফেলিয়া তাহারে দূরে গিয়াছ কোথায় ?

দেশের সেবায় যারে করিলে সহায়
সে 'পরিদর্শক' আজি তোমার বিহনে ;
কালিমা মাখিয়া গায় পড়িয়া ধরায়—
নিশি দিন তোমা লাগি কাঁদিছে বিজনে !

দরিদ্রের সুশিক্ষার করিতে বিধান
বহুকষ্টে বিদ্যালয় করিলে স্থাপন,
জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে করি বিদ্যাদান
স্বদেশের ক্রমোন্নতি করিলে সাধন।

'জাতীয় ইস্কুল' হেথা আছে বিদ্যমান
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি করিতে ঘোষণা,
দেশের সেবায় সদা হইয়া নিষ্কাম
লোকহিত মহাব্রত করেছ সাধনা।

অসহায় রোগীদের শুশ্রূষার তরে
মাতৃভূমে ঔষধের করেছ-সংস্থান,
সুশিক্ষিত চিকিৎসকে রাখি নিজ ঘরে
বিনা মূল্যে ঔষধাদি করিয়াছ দান।

'বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যালয়' তোমারি সৃজন
দেশবাসী দরিদ্রের সুশিক্ষার তরে
মাতৃ নামে বিদ্যালয় করি সংস্থাপন,
মাতৃভক্তি পরাকাষ্ঠা শিখাইলে নরে।

দেশ হিতব্রত আজি করি উদ্‌যাপন
চলিয়াছ দৃঢ় মনে অনন্ত সদনে,
যাও তবে লভ গিয়া অনন্ত আরাম,
চির সুখ শান্তিময় পুণ্য নিকেতনে।

ময়মনসিংহ। শ্রীরঃ—
১লা আশ্বিন, ১২৯৯ সাল।

রাধানাথ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে দেশময় যে শোকানল প্রজ্বালত হইয়াছিল, এতদঞ্চলে এরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। শিক্ষিত লোকদিগের কথা দূরে থাকুক, আশক্ষিত ও নিরক্ষর লোকেরাও তাঁহার জন্য আক্ষেপ ও অশ্রুপাত করিয়াছিল! তিনি সমগ্র দেশটাকে এমনি স্নেহপাশে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট-জননীর অনেক সুসন্তান দেশপ্রসিদ্ধ এবং কেহ কেহ

ভারত-বিখ্যাতও হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে পুত্ররূপে পাইয়া তাঁহাদের জনয়িত্রীও ধন্য হইয়াছেন ; কিন্তু যে পুত্রটী কাছে থাকিয়া শোকতাপক্লিষ্টা জননীর সেবা করে, তাহারই শোক মার প্রাণে অধিক বাজে। তাই বুঝি, রাধানাথের শোক জননীর প্রাণে বড়ই লাগিয়াছিল।

শোকের তীব্রতা বহুকাল থাকে না। শোকাবেগ প্রশমিত হইলে পর, রাধানাথ চৌধুরীর স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন ও তাঁহার কীর্ত্তি গুলি সংরক্ষণের জন্য শ্রীহট্টে এক অননুভূত উত্তম স্রোতঃ দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হায়! কালক্রমে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ "জাতীয় বিদ্যালয়টী * কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কালস্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। চিহ্ন গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি রহিয়াছে। শিল-চরের সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণমেণ্ট উকীল ভূয়োদর্শী শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ দাস, বি-এল, মহোদয় লিখিয়াছেন :—"He was a jewel and next to the late Rev. Prysc, he was the greatest benefactor of his country. It will take years—nay generations to fill up

* তাঁহার অপর কীর্ত্তিস্তম্ভ 'পরিদর্শক' কালের কুটিল আবর্ত্তনে নানা অবস্থায় পড়িয়া এখনও নাম মাত্রাবশিষ্ট আছে, এক প্রকার না থাকারই মত। ফলতঃ বর্ত্তমান 'পরিদর্শককে কথনই রাধানাথের 'পরিদর্শক' বলা যাইতে পারে না।

his place—of course, no monument has been raised to perpetuate his name but the great and good things he has done will survive the sun and moon!" অর্থাৎ তিনি (রাধানাথ চৌধুরী) একটী রত্ন স্বরূপ ছিলেন এবং স্বর্গীয় রেভারেণ্ড প্রাইজের পর তিনিই এদেশের অদ্বিতীয় হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার শূন্য স্থান পরিপূরিত হইতে বহুবর্ষ—বহু পুরুষ অতিবাহিত হইবে। তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ কোনও স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্যাবলী 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' বিঘোষিত হইবে।"

কাল সকলই সংহার করিতে পারে, কিন্তু রাধানাথ সম্বন্ধে শ্রীহট্টবাসীদের এই অনুরাগময় স্মৃতি কাল-সাগরের অনন্ত জলরাশিতেও বিধৌত হইবে না।

সমাপ্ত।